রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
রাজশাহী
সাধারণ প্রশাসনিক শাখা
erajshahi.portal.gov.bd

স্মারক নম্বর- ৪৬.১২.০০০০.০০৩.১৫.৩২৫.২৫.৯১৮ তারিখঃ ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিষয় ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের লক্ষ্যে তথ্য প্রেরণ ।

সূত্র ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, মনিটরিং-৩ শাখা এর গত ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.১০০.১৬.০০০৪.২৫.৭২ নং স্মারক ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের লক্ষ্যে গত ২১-০৯-২০২৫ তারিখ বিকেল ৩:০০ টায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে তার দপ্তরকক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা সভায় প্রতিবেদনটি অনুমোদন হয়। অনুমোদনের প্রেক্ষিতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১(এক) প্রস্থ হার্ড কপি বার্ষিক প্রতিবেদন তথ্য সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বণর্নামতে ০১ (এক) প্রস্থ।

মোঃ রেজাউল করিম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
৩০/০৯/২৫

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষনঃ সহকারী সচিব
মনিটরিং-৩ শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

সেপ্টেম্বর ২০২৫

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: প্রশাসকের বার্তা .....

১.১ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসকের শুভেচ্ছা.....

১.২ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আমাদের অর্জনসমূহ.....

১.৩ অর্থবছর ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর এবং পরবর্তী বছরের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি .....

অধ্যায় ২: একনজরে সিটি কর্পোরেশন ১

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ.....১

২.২ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ.....৭

অধ্যায় ৩ : ভিশন ও মিশন.....৮

৩.১ ভিশন ৮

৩.২ মিশন ৮

অধ্যায় ৪ : সাংগঠনিক কাঠামো ও মানবসম্পদ.....৯

৪.১ বিভাগ ও জনবল.....৯

৪.২ কাউন্সিলর.....৯

অধ্যায় ৫ : বাজেট ও আর্থিক ১১

৫.১ সংক্ষিপ্ত বাজেট বিবরণী ১১

৫.২ রাজস্ব আদায় ১২

অধ্যায় ৬ : অবকাঠামো উন্নয়ন ১৫

৬.১ প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছরের অবখাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/কাজসমূহ (গৃহীত ও চলমান) ১৫

৬.২ ক্রমপুঞ্জিত উন্নয়ন-সম্পর্কিত অর্জনসমূহ.....১৬

অধ্যায় ৭: অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ ১৮

৭.১ সচিবের দপ্তর..... ১৮

৭.২ রাজস্ব বিভাগ.....১৯

৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ.....২০

৭.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ.....২১

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ.....২৩

৭.৬ সমাজকল্যাণ , শিক্ষা ও সংস্কৃতি ২৪

অধ্যায় ৮: প্রশাসনিক উন্নয়ন ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম ২৫

৮.১ লক্ষিত কার্যাবলী, উদ্দেশ্য ও ফলাফলসমূহ.....২৫

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) ২৫

অধ্যায় ৯. কর্পোরেশন ও কমিটির সভা ২৬

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা ২৬

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা ২৮

অধ্যায় ১০ : নাগরিক সম্পৃক্তকরণ..... ৪৩

১০.১ ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (ডব্লিউএলসিসি) সভা ৪৩

১০.২ সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (সিএলসিসি) সভা.....৪৩

১০.৩ জনসভা/জনতার মুখোমুখি ৪৩

১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার কার্যক্রম ৪৩

১০.৫ নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার.....৪৩

অধ্যায় ১১: ফটোগ্যাল্যারী..... ৪৪

সংযোজনী: বাজেট বিবরণী (সংক্ষেপিত বার্ষিক হিসাব বিবরণীসহ নতুন অর্থবছরের বাজেটের সারসংক্ষেপ) ৪৮

সংযুক্তি ১: বার্ষিক প্রশোসনিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ: ৫৪-৭৩

শব্দসংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা

English		বাংলা	
ADP	Annual Development Program	এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
APA	Annual Performance Agreement	এপিএ	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
BDT	Bangladesh Taka	বিডিটি	বাংলাদেশ টাকা
CC	City Corporation	সিসি	সিটি কর্পোরেশন
C4C	Capacity for Cities (Project for Capacity Development of City Corporations (of LGD assisted by JICA)	সিফরসি	ক্যাপাসিটি ফর সিটিজ (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন প্রকল্পের সংক্ষিপ্তরূপ)
CLCC	City Level Coordination Committee	সিএলসিসি	নগর সমন্বয় কমিটি
FY	Fiscal (Financial) Year	অব	অর্থবছর
GRO	Grievance Redress Officer	জিআরও	অভিযোগ প্রতিকার কর্মকর্তা
JICA	Japan International Cooperation Agency	জাইকা	জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা
IDP	Infrastructure Development Plan	আইডিপি	অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা
RDA	Rajshashi Development Authority	আরডিএ	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
RUTDP	**Resilient Urban and Territorial Development Project**	আরইউটিডিপি	স্থিতিস্থাপক নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প
WLCC	Ward Level Coordination Committee	ডব্লিউএলসিসি	ওয়ার্ড পর্যায় সমন্বয় কমিটি

অধ্যায় ২: এক নজরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

প্রতিষ্ঠার বছর	:	পৌরসভা ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ ও সিটি কর্পোরেশন ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।
আয়তন	:	৯৬.৬৯ বর্গ কিলোমিটার (বিবিএস এর জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুসারে)। আর রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে ৯৬.৭২ বর্গ কিলোমিটার। তবে ৪৮.০৬ বর্গ কিলোমিটার বিদ্যমান। অবশিষ্ট অংশ পদ্মাগর্ভে বিলীন।
অবস্থান	:	উত্তর অক্ষাংশ- ২৪°২২' ও পূর্ব দ্রাঘিমাংশ-৮৮°৪২'।
ওয়ার্ডের সংখ্যা:	:	৩০টি।
অঞ্চলের সংখ্যা	:	নাই।
মোট জনসংখ্যা (বিবিএস শুমারি ও প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে)	:	মোট ৫৫৩২৮৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২৮৪৮১৮ জন, নারী ২৬৮৪২৩ জন ও হিজড়া ৪৭ জন (বিবিএস এর জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুসারে)।
জনসংখ্যার ঘনত্ব	:	৫৬৯৩ জন (জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুসারে)।
শিক্ষার হার	:	৮৮.৮৮ (৭+, লিখতে পারে) (জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুসারে)।
মোট হোল্ডিং সংখ্যা (হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য নিবন্ধিত)	:	৮২,১১৩।
জলবায়ু	:	বাংলাদেশের অবস্থান ক্রান্তীয় অঞ্চলে বলে এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ।
গড় তাপমাত্রা	:	সর্বোচ্চ ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন ২০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
বার্ষিক বৃষ্টিপাত	:	১৫৪৩ মিলিমিটার।
বার্ষিক গড় আদ্রতা	:	৮০%।

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি এবং মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উৎপত্তি

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক এলাকা রাজশাহী মহানগরী। এর চারপাশে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান। আর দক্ষিণে পদ্মা। এ মহানগরীর প্রাচীন জনপদের নাম মহাকালগড়। অনুমান করা হয় হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ (রহ.) এর আগমনের পর চতুর্দশ শতকে মহাকালগড় থেকে বোয়ালিয়া নাম ধারণ করে। ১৮২৫ সালে জেলা সদর স্থাপনের পর বোয়ালিয়া শব্দের পূর্বে রামপুর যুক্ত হয়ে নামকরণ হয় রামপুর বোয়ালিয়া। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই জেলার নামানুসারে শহরটিও রাজশাহী নামে পরিচিতি পায়।

প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির তুলনায় এ মহানগরীর মাটির বয়স খুব অল্প। জলামগ্ন এ অঞ্চলে ক্রমশ পলির ভরাট পড়ে চরের উৎপত্তি ঘটে। তাতে গজায় বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ। জন্মানো উদ্ভিদে নিবিড় জঙ্গল না হয়ে কোথাও কোথাও ফাঁকাও ছিল। এসব ফাঁকা জমিগুলো উর্বর ছিল বলে সহজে ফসল ফলানো যেত। পদ্মা ও তার শাখা নদীগুলোর মাছ ছিল জীবিকার সহজ উপকরণ। ভিন্ন পল্লীর মানুষ জীবিকার সন্ধানে এসে প্রাচীন পল্লীর সূচনা করে। কত দিন পূর্বে পল্লীর সূচনা হয়েছিল তার তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ (রহ.) এর রাজশাহী জেলার বাঘায় (মখদুম নগর) আগমন ৬৮৭ হিজরি মোতাবেক ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দ ও মহাকাল গড় বিজয়কাল ৭২৬ হিজরি অনুযায়ী ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দ হলে ধরে নেয়া যায়, রাজশাহী মহানগরীতে মানব জনপদের সূচনা হয় এক হাজার বছরেরও পূর্বে। তখন এখানে যারা বসতি গড়েছিল তারা হয়তো মাছ শিকার ও পরে জমি চাষ শুরু করেন। তাঁরা জ্ঞানে ও অর্থে ছিল দুর্বল।

সপ্তদশ শতাব্দীতেও এ জনপদটি উল্লেখযোগ্য হিসেবে পরিচিত ছিল না। । ১৬৬০ সালে ডাচ গভর্নর ফন ডেন ব্রুক বাংলার ম্যাপ প্রণয়নের পর ১৭২৫ সালের পূর্বে কোনো এক সময় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বড় কুঠি স্থাপন করে রেশম বাণিজ্য আরম্ভ করার ফলে এখানে গঞ্জ, বন্দর, বাজার, নতুন নতুন আবাসন ইত্যাদি গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৮২৫ সালে জেলা সদর নাটোর থেকে এখানে স্থানান্তর হলে ইংরেজ কর্মচারী ও বৃহত্তর রাজশাহীর জমিদারবৃন্দ বসতি স্থাপন শুরু করে। ফলে ১৮২৮ সালে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে ও শহরায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মানব ও মানব বসতির সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থায় জনপদটির স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তৎকালীন শহরের নাম অনুযায়ী রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটি হয়। এ মিউনিসিপ্যালিটিই রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রাথমিক অবস্থা। এর স্থাপন কাল ও সূচনার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ডব্লু ডব্লু হান্টার (W.W Hunter, BA, LLD) তাঁর *A Statistical Account of Bengal, Vol. VIII, Districts of Rajshahi and Bogra, (London: Trubner and Co., 1876)* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, The town has been constituted a

municipality. In the year 1869, the total municipal receipts amounted to 1472 pound, and the disbursements to1094 pound 19 s. In 1871, the gross municipal income was 1418 pound 4 s., and the expenditure, 998 pound 16 s.; average rate of taxation, 10 annas 2 pie.

Bengal District Gazeetteers Rajshahi (Calcutta 1916) By L.S.S.O' Malley (Indian Civil Service) গ্রন্থে উল্লেখ আছে, Rampur Boalia was made a municipality in 1876 and is administrated by 21 Commissioners of whom fourteen are elected, five are nominated and two hold their seats ex-officio. The Chairman is elected.

ও' ম্যালি প্রদত্ত তথ্যই রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনের তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্তির মূল কারণ হতে পারে। তারপর থেকে বিভিন্ন গ্রন্থে এমনকি পুরাতন ও নতুন নগর ভবনের শিলালিপিতে মিউনিসিপ্যালিটির সূচনকাল ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ডব্লু ডব্লু হান্টারের উল্লিখিত তথ্য থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৮ সালের 'জেলা শহর' আইন দ্বারা তৎকালীন শহরের নাম অনুযায়ী রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে।

শুরুতে মিউনিসিপ্যালিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন। তাঁরা সবাই সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিভিশনাল অফিসার (মহকুমা প্রশাসক) ও মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন পদাধিকার বলে সদস্য। মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান কে হয়েছিলেন তাঁর নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। তবে ১৮৭৭ সালে কলকাতার 'দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট' থেকে প্রকাশিত THE MUNICIPAL BYE-LAWS FOR THE TOWN OF RAMPORE BAULEAH UNDER THE PROVISIONS OF ACT V(B.C) OF 1876 এ চেয়ারম্যানের নাম W.H. D'OY LY উল্লেখ আছে। কাজী মোহাম্মদ মিছের তাঁর গ্রন্থে বাবু হরগোবিন্দ সেনকে প্রথম বেসরকারি চেয়ারম্যান উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ লুৎফুল হকের "স্থানীয় সরকার নির্বাচন: একাল ও সেকাল" (মাহমুদ জামাল কাদেরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরম্পরা, রাজশাহী: হেরিটেজ রাজশাহী, ২০০৭) প্রবন্ধে পাওয়া যায়, ১৮৮৪ সালে প্রথম বারের মত রাজশাহী পৌরসভার কমিশনার নির্বাচন হয়। এ সময় রাজশাহী পৌরসভা ৭টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিলো। প্রতিটি ওয়ার্ডে এক থেকে তিন জন কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমিশনারগণ তিন বছরের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হন। ১৮৮৪ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ পদাধিকার বলে রাজশাহী পৌরসভা বা তৎকালীন রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬৮-১৮৭০ সালে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বে ছিলেন এফ.এইচ.এম' ক্যানলী। সে হিসেব অনুসারে প্রথম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এফ.এইচ.এম ক্যানলী।

১৩ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখে রাজশাহী পৌরসভার যাবতীয় দায়িত্বভার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর আসে। একজন প্রশাসক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি হিসেবে পৌরসভা পরিচালনা করতেন। ১৯৬৯ সালের ২৭ অক্টোবর মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলোতেও পরিবর্তন আসে। ১৯৬০ সালের ১১ এপ্রিল পৌরসভা প্রশাসন অর্ডিন্যান্সের ভিত্তিতে পৌরসভাগুলোও পুনর্গঠন করা হয়। এ অর্ডিন্যান্সের পর মিউনিসিপ্যালিটির বদলে মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও ওয়ার্ডের বদলে ইউনিয়ন কমিটি নামকরণ করা হয়। মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে ৮ টি ইউনিয়ন কমিটিতে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি ইউনিয়ন কমিটি থেকে একজন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। এছাড়া সরকার মনোনীত আরো ৭ জন সদস্য নিয়ে মিউনিসিপ্যাল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধি (সরকারি কর্মকর্তা) মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ও ১৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত ১৬ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচক মন্ডলী ইউনিয়ন কমিটির একজন চেয়ারম্যানকে মিউনিসিপ্যাল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন। ১৯৯১ সালের জেলা গেজেটিয়ারের তথ্যানুসারে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কমিটি আদেশ বলে রাজশাহী পৌর কমিটির বদলে রাজশাহী পৌরসভা গঠিত হয়। এর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করবেন বলে আইনে উল্লেখ ছিল। কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত সরকার নিয়মিত একজন প্রশাসক পৌরসভার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন। তবে বিলুপ্ত পুরোনো নগর ভবনের একটি শিলালিপিতে লিখা ছিল ১৯৬৮ সালের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের তালিকা। যার শিরোনাম ছিল রাজশাহী পৌরসভা ১৯৬৮। এ শিলালিপি অনুসারে বলা যায় রাজশাহী পৌরসভা শব্দের ব্যবহার পাকিস্তান আমলেই শুরু হয়েছে। উল্লিখিত গেজেটীয়ারে তথ্য বিভ্রাট হতে পারে। অথবা ১৯৭২ সালের আদেশের পর শিলালিপিটি স্থাপন হতে পারে। সে সময় নির্বাচন না হওয়ার কারণে পূর্ব পরিষদের তালিকা স্থাপন হতে পারে। স্বাধীনের পর ১৯৭৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান পৌরসভার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তাগণই প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন।

রাজশাহী পৌরসভাকে রাজশাহী পৌর কর্পোরেশনে উন্নীতকরণের জন্য ১৯৮৭ সালে ৩৮ নং আইনে 'রাজশাহী পৌর কর্পোরেশন আইন - ১৯৮৭' প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৭ সালের ১ আগস্ট সরকার এ আইনের গেজেট প্রকাশ করে। ১৯৮৭ সালের ১৩ আগস্ট অ্যাডভোকেট আব্দুল হাদী তৎকালীন পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমানের নিকট থেকে পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন থেকেই পৌর কর্পোরেশনের যাত্রা শুরু হয়। হাদী ১৯৮৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর

প্রশাসক থেকে মেয়র হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করেন। কর্পোরেশনের প্রশাসক মনোনয়নের পর একজন ডেপুটি প্রশাসকও মনোনীত হয়েছিলেন। জনাব হাদীর নিকট থেকে জানা যায়, তিনি প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর পূর্বের নির্বাচিত কমিশনারগণকে বাতিল করে সরকার নতুনভাবে কমিশনার মনোনয়ন দিয়েছিল। মনোনীত কমিশনারদের মধ্যে পূর্বের নির্বাচিত কমিশনার ও অন্যান্য ব্যক্তিরাও ছিলেন। ১৯৮৭ সালের ৩৮ নং আইনে প্রাপ্ত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত কমিশনার, মহিলা কমিশনার ও সরকারের ৫ জন কমকর্তা কমিশনারের সমন্বয়ে পৌর কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়। তবে পদাধিকার বলে মেয়র কমিশনারও ছিলেন। নগরীতে বসবাসকারী মহিলাদের মধ্য হতে মহিলা কমিশনার সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। মনোনীত মেয়র ও কর্পোরেশনের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। আইনানুযায়ী নির্বাচিত কমিশনারদের মধ্য হতে তাদের ভোটের ভিত্তিতেই দুজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ আইন অনুযায়ী ১৯৮৮ সালে পৌর কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচনের পূর্বে নগরীকে ৩০ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন করে কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেয়র ছিলেন সরকার মনোনীত।

১৯৯০ সনের ৫৬ নং আইনে The Local Government Laws (Amendment) প্রণয়ন করে ১৯৮৭ সনের ৩৮ নং আইনের সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী "পৌর" বা "মিউনিসিপ্যাল" শব্দের পরিবর্তে "সিটি" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়। ফলে রাজশাহী পৌর কর্পোরেশন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নাম ধারণ করে। ১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই সরকার এ সংশোধিত আইনের গেজেট প্রকাশ করে। ১৯৯৩ সনের ৯ নং আইনে 'রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন ১৯৯৩' প্রণয়ন করে ১৯৮৭ সনের ৩৮ নং আইনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের মেয়াদ ৫ বছর করা হয়। তবে পুনর্গঠিত কর্পোরেশনের প্রথম সভা না হওয়া পর্যন্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে যাবার কথা উল্লেখ করা হয়। ডেপুটি মেয়রের পদ বিলুপ্তি করা হয়। এ আইনে একজন মেয়র ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কমিশনারের সমন্বয়ে কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়। মেয়র ও কমিশনারবৃন্দ প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। মহিলা কমিশনারদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। তাঁরা নির্বাচিত মেয়র ও কমিশনারদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। এ আইন অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম নির্বাচিত মেয়র মোঃ মিজানুর রহমান মিনু ১৯৯৪ সালের ১০ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর নিকট শপথ বাক্য পাঠ করেন ও ১১ মার্চ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৩০টি ওয়ার্ড থেকে ৩০ জন কমিশনার নির্বাচিত হন। ৩০টি ওয়ার্ডকে ৬ টি জোনে বিভক্ত করে মহিলা কমিশনারদের জন্য সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ করা হয় এবং তাঁরা মেয়র ও কমিশনারবৃন্দের ভোটে নির্বাচিত হন। ২০০২ সালের ২৫ এপ্রিল কর্পোরেশনের পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে মহিলাদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। ১ জন মেয়র ও ৩০ জন সাধারণ কমিশনারের সঙ্গে সংরক্ষিত আসনের কমিশনারবৃন্দও প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মোঃ মিজানুর রহমান মিনু পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ নির্বাচনের প্রথম বারের মত ২৮ নং ওয়ার্ড হতে মনোয়ারা বেগম নামে একজন মহিলা সাধারণ আসনে কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৭ সালে ১১ জুন মেয়র মোঃ মিজানুর রহমান মিনু একটি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ৯নং ওয়ার্ডের কমিশনার মোঃ রেজাউন নবী দুদুকে ভারপ্রাপ্ত মেয়র নিয়োগ করেন। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনকে এক আইনের অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য অধ্যাদেশ- ১৬, ২০০৮ জারি করে। এ অধ্যাদেশ 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০০৮' নামে অভিহিত। অধ্যাদেশটি ২০০৮ সালের ১৪ মে বুধবার সরকার গেজেট আকারে প্রকাশ করে। প্রকাশের সঙ্গে দেশে বিদ্যমান ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এ অধ্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পূর্বে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের জন্যই পৃথক পৃথক আইন ছিল। এ অধ্যাদেশে কমিশনার এর পরিবর্তে কাউন্সিলর শব্দটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কর্পোরেশনের মেয়াদ ৫ বছর রেখেই নির্বাচিত মেয়র, প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলর ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়। অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কর্পোরেশন এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড হতে মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হবেন। এ অধ্যাদেশে মেয়রের প্যানেল ব্যবস্থা রাখা হয়। বলা হয়, কর্পোরেশন গঠন হবার পর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবার এক মাসের মধ্যে কাউন্সিলরগণ নিজেদের মধ্যে থেকে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মেয়রের প্যানেল নির্বাচিত করবেন। মেয়রের অনুপস্থিতিতে বা কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে প্যানেলের ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্যানেলের সদস্য দায়িত্ব পালন করবে। প্যানেলের ৩ সদস্যের একজন সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর থাকাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এ আইনে মেয়রের সঙ্গে কাউন্সিলরদেরও মাসিক সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়। নাগরিক সনদের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা নিশ্চিতকরণের বিবরণ প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়। এ আইনে ভোটাধিকার ছাড়াই কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে সরকারের ১৩টি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কর্পোরেশনের সভায় যোগদান করার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে ভোট প্রদান করতে পারবেন না। ২০০৯ সালের আইনে এ সংখ্যাকে ১৬ জনে উন্নীত করা হয়। তাঁরা হলেন- ক. বিভাগীয় কমিশনার, খ. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, গ. জেলা প্রশাসক, ঘ. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড, ঙ. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, চ. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ছ. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জ. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝ. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঞ. পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ট. চেয়ারম্যান,

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঠ. নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, ড. প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, ঢ. প্রতিনিধি, বিআরটিএ, ণ. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ত. প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

২০০৮ সালের ৪ আগষ্ট নির্বাচনে ১ জন মেয়র, ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ১০ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ৩টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচিত মেয়র এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান (লিটন) প্রধান উপদেষ্টার নিকট ২০০৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর শপথ বাক্য পাঠ করেন। ২০০৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান (লিটন) ভারপ্রাপ্ত মেয়র মোঃ রেজাউন নবী দুদুর নিকট থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সাধারণ সভার মাধ্যমে এ পরিষদের মেয়াদ ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৩ সালের ১৫ জুন নির্বাচনে মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল মেয়র, ৩০ জন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনে ১০ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর (মহিলা) নির্বাচিত হন। ২০১৩ সালের ১৫ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর প্যানেল মেয়র সরিফুল ইসলাম বাবু ২ জুলাই ২০১৩ হতে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ সালের ২১ জুলাই মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল প্রধানমন্ত্রীর নিকট শপথ গ্রহণ করেন। মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ২০১৩ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র সরিফুল ইসলাম বাবুর নিকট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ নির্বাচিত পরিষদের প্রথম সাধারণ সভার আয়োজন হয় ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর। বুলবুল মেয়রের দায়িত্ব পালনকালে মামলার আসামী হওয়ার কারণে সরকার ৭ মে ২০১৫ তারিখে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার ৩১ মে ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ২১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ নিযাম উল আযীমকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সকল প্রকার আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করে। ২০১৫ সালের ২ জুন থেকে ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি সরকার প্রদত্ত মেয়রের দায়িত্ব পালন করেন। বুলবুল আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ২০১৭ সালের ২ এপ্রিল দায়িত্ব গ্রহণের কিছুক্ষণ পর আবারো মন্ত্রণালয়ের আদেশে ২য় বার সাময়িক বরখাস্ত হন এবং পরবর্তী রায়ে ২০১৭ সালের ৫ এপ্রিল পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই নির্বাচনে পুনরায় মেয়র পদে প্রার্থী হওয়ার কারণে তিনি ২০১৮ সালের ২৭ জুন পদত্যাগ করেন। এ নির্বাচনে এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান (লিটন) দ্বিতীয় বার মেয়র নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে ৩০টি ওয়ার্ডে ৩০ জন কাউন্সিলর ও ১০ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর (মহিলা) নির্বাচিত হন। এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান (লিটন) প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর শপথ বাক্য পাঠ করেন। ২০১৮ সালের ৫ অক্টোবর শুক্রবার লিটন মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর প্রথম সাধারণ সভার মাধ্যমে এ পরিষদের মেয়াদ ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু হয়। ২১ জুন ২০২৩ তারিখে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৭ম পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। লিটন পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি ৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর নিকট শপথ গ্রহণ করেন। ১৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নগর ভবনের গ্রীন চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র লিটন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ শুক্রবার ৭ম পরিষদের প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্তবর্তীকালীন সরকার ১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে মেয়রের পদ থেকে অপসারণ ও রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনারকে প্রশাসক নিয়োগ করে। প্রশাসক নিয়োগ প্রাপ্ত হন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। ঐ দিনই তিনি বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সচিবের অফিসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের ১২টি সিটি করপোরেশন ও ৩২৩ টি পৌরসভার কাউন্সিলরদের অপসারণ করে। এ ১২ সিটি কর্পোরেশন হলো ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ। এভাবে মেয়র ও কাউন্সিলরদের অপসারণের মাধ্যমে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পরিষদেরও সমাপ্তি ঘটে।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৪ এর ধারা ২৫(ক)(২) মোতাবেক বিভাগীয় শহর এলাকার সিটি কর্পোরেশন (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন) এর জন্য প্রশাসকসহ ২১ সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তবে রাজশাহী মহানগরীতে কোনো বন্দর ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের অফিস না থাকায় প্রশাসকসহ ১৯ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। সদস্যদের মধ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কমিটির সদস্য সচিব। ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ সিটি হল সভাকক্ষে প্রথম সভার মাধ্যমে কমিটির কার্যক্রম শুরু হয়। এ সভায় প্রশাসক ব্যতীত ১৮ সদস্যের মধ্যে ১২ জনকে ২টি ও ৬ জনকে ১টি করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের দায়িত্ব দেয়া হয়।

বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর বদলি হওয়ার কারণে তাঁর নিকট থেকে প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ, এনডিসি। ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/০২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ সোমবার অপরাহ্নে এ দায়িত্বভার অর্পণ ও গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

নগর ভবন: রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ১৮৬৯ সালে অফিসিয়াল কার্যক্রম কোথায় শুরু হয়েছিল তার নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সূত্র ছাড়াই আধুনিক কালের কোনো কোনো গ্রন্থে তথ্য আছে, মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল ভুবন মোহন পার্কের অভ্যন্তরে একটি টিনের চালার দুটি কক্ষে। ১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই ছিল। তারপর

রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণে একটি বড় কক্ষে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২১ সালে সোনাদিঘির পশ্চিম পাড়ে পৌরভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯২৩ সালে উদ্বোধন করেন বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন। এ ভবনেই রাজশাহী পৌরসভা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। এখানে থেকেই পৌরসেবা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে প্রায় ৮০ বছর। বোয়ালিয়া মৌজার কাদিরগঞ্জে ১৩নং ওয়ার্ডে গ্রেটার রোডে ১৪২ নম্বর হোল্ডিংয়ে বর্তমান নগর ভবন অবস্থিত। ১৯৯৫ সালের ১৩ নভেম্বর সরকারি অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ভবনটির প্রথম পর্যায়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মেয়র মোঃ মিজানুর রহমান মিনু। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি মেয়র মিনু কর্তৃক এর দ্বার উন্মোচন হয়। দ্বার উন্মোচন থেকে মেয়রের একটি দপ্তর ও বিভিন্ন সভা/সেমিনারের কাজ সক্রিয় থাকলেও ভবনের আনুসঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হয় ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর। সোনাদিঘি মোড়ের পুরোনো সিটি ভবন ও অন্যান্য ভাড়া ভবন থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম স্থানান্তরিত হয়ে এ ভবনে আনুষ্ঠানিক দাপ্তরিক কাজ শুরু হয় ২০০৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে রাজশাহী মহানগরীর প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ

মৎস্য শিকার, যোগাযোগের মাধ্যম, বর্ষার প্লাবনের অবদানে গঠিত উর্বর ভূমি ও নানা কারণে একদা নদী পাড়েই গড়ে উঠত মানব বসতি। আজকের রাজশাহী মহানগরীর প্রাথমিক জনপদের উৎপত্তিও এভাবে। রং ও উপাদান বলে দেয় প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির তুলনায় এ মাটির বয়স খুব অল্প। এ জলামগ্ন অঞ্চলে ক্রমশ পলির ভরাট পড়ে চরের উৎপত্তি ঘটে। তাতে গজায় বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ। নিবিড় জঙ্গল না হয়ে কোথাও কোথাও ফাঁকাও ছিল। এসব ফাঁকা জমিগুলো উর্বর ছিল বলে সহজে ফসল ফলানো যেত। পদ্মা এবং তার উপ ও শাখা নদীগুলোর মাছ ছিল জীবিকার সহজ উপকরণ। সেকালে দূর প্রান্তের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নদ-নদী। তাই বিভিন্ন প্রাচীন জনপদের মানুষ সহজে জীবিকার সন্ধানে এসে এখানে প্রাচীন পল্লীর সূচনা করে। বর্তমান রাজশাহী মহানগরীর ভিতর দিয়ে পদ্মার কয়েকটি শাখাও প্রবাহমান ছিল। বারাহী সেগুলোর মধ্যে বড়। স্বরমঙ্গালা ও দয়া নদীরও তথ্য পাওয়া যায়। বন্যার পলি ও পরবর্তীতে শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণের কারণে নদীগুলো ক্রমশ নাব্যতা হারিয়ে ফেলে ড্রেনে পরিণত হয়।

নদী ছাড়া রাজশাহী মহানগরী ছিল পুকুরে সমৃদ্ধ। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মহানগরীতে পুকুরের সংখ্যা ৭২৮ টি ও ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে ৩৮০টি। এ অবস্থায় পরিবেশ উন্নয়ন ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে নগরীর পুকুর সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১৯টি পুকুর/জলাশয়ের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে ১৪ টির কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে। এছাড়াও 'রাজশাহী মহানগরীর প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ ও উন্নয়ন'শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটিতে ২১ পুকুর/জলাশয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নদী-পুকুর ছাড়াও সবুজ ও পাখ-পাখালির কলরবে রাজশাহী প্রাকৃতিক পরিবেশ বান্ধব সমৃদ্ধ মহানগরী। স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশের কারণেই নাটোর থেকে জেলা প্রশাসন রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৮২৫ সালে। একদা রাজশাহী মহানগরী ও তার পাশের এলাকা আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, পাইকুর, বট, বাবলা, জলপাই, তাল, নারকেলসহ বিভিন্ন ফল-ফলারির বাগান ও অন্যান্য গাছে পূর্ণ ছিল। রাজশাহী-নাটোর ও রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাস্তার পাশে বড় বড় পাইকুর, বট, নিম, কড়াই, জাম প্রভৃতি গাছ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এগুলো লাগানো হয়েছিল। কোর্ট চত্বরেও ছিল বড় বড় বট, পাইকুর, বকুল, কড়াইয়ের গাছ। মহানগরীর এসব গাছ-গাছালিতে দোয়েল, ঘুঘু, শ্যামা, কাঠঠোকরা, ফিংগে, বাদুড়, কাক, বকসহ নানা জাতের পাখিতে পূর্ণ থাকতো।

এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন ২০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫৪৩ মিলিমিটার। বার্ষিক গড় আদ্রতা ৮০%। তবে সত্তর দশক থেকে ক্রমশ নাব্যতা হারিয়ে পদ্মার বুকে বেলেভূমির সৃষ্টি ও বৃক্ষনিধনের কারণে মহানগরী ধূলিময় ও উষ্ণ হয়ে উঠছিল। এছাড়া ক্রমশ নগরায়ন, আবাসন, অফিস ও সড়ক, ড্রেন ইত্যাদি অবকাঠামোর কারণে সে প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। এ দুরবস্থা পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নব্বই দশকে পরিকল্পিতভাবে পদ্মার তীর, সড়কের পাশ, আইল্যান্ড, ফাঁকা স্থান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চত্বরে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ শুরু করে। মহানগরীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী ও সর্বসাধারণকে বৃক্ষরোপণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান শুরু হয় । ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই রাজশাহী সবুজে সমৃদ্ধ ও সুস্থ পরিবেশে উন্নীত হতে থাকে। এছাড়া পরিবর্তিত মহানগরীকে নান্দনিক সৌন্দর্যে বিকশিতকরণের লক্ষে গাছ পরিচিতি নামফলক স্থাপন, দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিটো, জীব বৈচিত্র্যে ভারসাম্য রক্ষার উদ্যোগ, ক্ষতিকর ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে। ফলে রাজশাহী প্রাকৃতিক পরিবেশ বান্ধব সৌন্দর্যময় মহানগরীতে পরিণত হয়।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

রাজশাহী মহানগরীর আয়তননের বিষয়ে দুই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। যেমন বিবিএস এর জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুসারে ৯৬.৬৯ বর্গ কিলোমিটার। আবার রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে ৯৬.৭২ বর্গ কিলোমিটার।

এরমধ্যে ৪৮.০৬ বর্গ কিলোমিটার বিদ্যমান ও অবশিষ্ট অংশ পদ্মাগর্ভে বিলীন। এ আয়তনে মোট ৫৫৩২৮৮ জন মানুষের বসবাস। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ২৮৪৮১৮ জন, নারী ২৬৮৪২৩ জন ও হিজড়া ৪৭ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৫৬৯৩ জন। তবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিদ্যমান আয়তন অনুসারে হিসাব করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১৫০০ জনেরও বেশি। মহানগরীর শিক্ষার হার ৮৮.৮৮ (৭+, লিখতে পারে)। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের হিসাব অনুসারে মোট হোল্ডিং সংখ্যা ৮২,১১৩ (হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য নিবন্ধিত)। এ হোল্ডিংয়ের মধ্যেই আবাসন, শিক্ষা ও যাবতীয় সেবামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরীতে আছে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। আছে সাঁওতাল, মাহলে, পাহাড়িয়াসহ কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। বর্তমানে তাঁরা লিখাপড়া শিখে মূল জনগোষ্ঠীর সাথে একীভূত হয়ে পড়ছে। ধর্ম ও গোষ্ঠীগত বিভেদের পরিবর্তে এখানে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সহঅবস্থান করে। তাই ধর্মীয় সম্প্রীতি রাজশাহী মহানগরীর অন্যতম সামাজিক বৈশিষ্ট্য।

সৌহার্দতা ও অতিথিপরায়ণতাও রাজশাহীর মানুষের বৈশিষ্ট্যের অংশ। প্রকৃতিও জনবসতির অনুকূলে। কেবলমাত্র পদ্মার বন্যা ছাড়া এখানে তেমন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায় না। তবে বাঁধের কারণে পদ্মা মহানগরীর মধ্যে বন্যার প্রকট সমস্যা তৈরি করতে পারে না। অন্যান্য দুর্যোগ যেমন- খরা, ঝড় প্রভৃতি আছে; তবে মারাত্মক নয়। মানুষ আর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এক হওয়ার কারণেই রাজশাহী শান্তির মহানগরীর রূপ লাভ করেছে। মহানগরবাসীর আহার, আবাস, পেশা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করলেই এ ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষাকে রাজশাহী মহানগরীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানে ১৮২৮ সালে 'ইংলিশ স্কুল' স্থাপনের মাধ্যমে এখানেই সর্ব প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। ১৮৭৩ সালে বেসরকারি 'বোয়ালিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস স্কুল' স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়। যাকে এখানকার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যার একাডেমিক কার্যক্রমের সূচনা বলা যায়। ১৮৭৮ সালে স্থাপিত 'রাজশাহী কলেজ' ছিল অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশের সর্ব প্রথম মিউজিয়াম 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম' ১৯১০ সালে স্থাপন হয় রাজশাহী মহানগরীতে। ১৯৪৯ সালে বেসরকারি পর্যায়ে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে যে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল তা ১৯৫৮ সালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নীত হয়। সেকালে এটা ছিল ফেডারেল পাকিস্তানের সর্ব বৃহৎ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ১৯৫৩ সালে স্থাপন হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে রাজশাহী মহানগরী তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সাধারণ, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, কারিগরি, চিকিৎসা, মাদ্রাসা, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের আর্থিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রাজশাহী মহানগরবাসীর জীবিকার ভিত্তিও গড়ে উঠেছে কৃষিকে কেন্দ্র করে। তবে অফিস ভবন, ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা, দোকান-পাট গড়ে ওঠার ফলে ও নগরীতে আবাদী জমি না থাকার কারণে গ্রাম থেকে নগরীর মানুষের কর্মে ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিভাগীয় ও জেলা শহর হওয়ায় এখানে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অফিস ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও আছে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি। এ সব প্রতিষ্ঠানে বেশির ভাগ একাডেমিক শিক্ষিত মানুষই চাকরি করেন।

মহানগরীতে জেলা আদালত ও ভূমি সংক্রান্ত রেজেস্ট্রি অফিস থাকায় এখানকার বেশ কিছু মানুষ আইন ব্যবসা ও দলিল লেখক পেশার সঙ্গেও জড়িত। ঋতু অনুসারে বিভিন্ন ফল যেমন- আম, লিচু, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা ছাড়া অন্যান্য জেলা থেকে আগত আনারস, তরমুজ, খিরা ও বিভিন্ন সবজির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অনেক মানুষ। সম্প্রতি ড্রাগন ও দেশি সবুজ মালটার চাষ ও ব্যবসা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

রাজশাহী মহানগরীতে এক সময় অনেক পুকুর ছিল। ক্রমশ মানব বসতির ঘনত্বের কারণে এসব পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তবে এখনও অনেক পুকুর আছে। পদ্মা নদীর মাছ ধরে ও এ সব পুকুরে মাছ চাষ করে অনেক জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ী জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনেক শ্রমিক কাজ করে থাকেন।

রাজশাহী মহানগরীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিক রিক্সা চালান। স্থানীয় মানুষ ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের লোকজন মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ভাড়া থেকে রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং নিজ বাড়িতে টাকা পাঠান। গত শতাব্দীর আশির দশকে খরার কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির পর মারাত্মক অভাব দেখা দিলে রংপুর অঞ্চলের লোকজন আহারের অন্বেষণে রাজশাহী মহানগরী আগমন করেন। সেই থেকে তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অটোরিক্সা চালু হওয়ার পর মহানগরীর একাডেমিক শিক্ষিত বেকার যুবক এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে।

বিভিন্ন পরিবহন যেমন বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস, কার, বেবি, টেম্পুর ড্রাইভার ও হেলপার হিসেবে বেশ কিছু শ্রমিক জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। রাজশাহীতে শিল্পের প্রসার না ঘটলেও চিনিকল, পাটকল, হোটেল, বিভিন্ন রকমের দোকানে শ্রমিকরা কাজ করে থাকেন।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের প্রধান প্রধান শিল্প–বাণিজ্য

রেশম রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন শিল্প। এ শিল্পকে কেন্দ্র করেই রাজশাহী মহানগরীর উৎপত্তি। তাই রাজশাহী রেশম শিল্পনগরী নামেও পরিচিত। রেশমের পর নীল চাষ শুরু হয়েছিল। রেশম ও নীল ব্যবসাকে কেন্দ্র করে রাজশাহী হয়ে উঠেছিল

সমৃদ্ধ নদী বন্দর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী হতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজশাহী তৎকালীন বঙ্গের দ্বিতীয় বন্দর রূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই নীল চাষের বিলুপ্তি ঘটে। তবে ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্প এখনও বিদ্যমান। শিল্পটি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে স্থাপন করা হয় বাংলাদেশ রেশম বোর্ড। যার বর্তমান নাম বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। এ বোর্ডের আওতায় রাজশাহীতে আছে ১টি রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১টি আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ১টি পিঃ পলু পালন কেন্দ্র, ১টি রেশম কারখানা। এছাড়া রাজশাহী মহানগরীতে প্রায় ২০টি বেসরকারি কারখানায় রেশম বস্ত্র উৎপাদন হচ্ছে। শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে সপুরায় ১৯৬১ সালে ৯৬.৬৩ একর আয়তনের ৩২৯ টি প্লট বিশিষ্ট শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়। মহানগরীর উপকণ্ঠ পবা উপজেলার কেচুয়াতৈল এলাকায় ২৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, রাজশাহী- ২ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এ এস্টেটের প্লটের সংখ্যা ২৪৪টি। ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে তথ্যানুসারে এ পর্যন্ত ৪০টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ও ৫টি ছোট কারখানা স্থাপন হয়েছে।

১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার স্থাপন করা হয়। এখানকার চলমান গবেষণার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র: খাদ্য ও পুষ্টি, খাদ্য রসায়ন, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, উন্নত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি, লাক্ষা ঔষধবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক আঁশ, তেল-চর্বি ও মোম, বিভিন্ন শিল্পে আমদানিকৃত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পানি দূষণ ও আর্সেনিকের উপস্থিতি সনাক্তকরণ, বিভিন্ন দ্রব বিশ্লেষণ, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক ফাইবার ও পলিমার সংক্রান্ত গবেষণা ইত্যাদি। এখানে এ জাতীয় কিছু পণ্যও উৎপাদন হয়।

রাজশাহী মহানগরীর পূর্ব উপকণ্ঠে বর্তমানে কাটাখালি পৌরসভা এলাকয় ১৯৬৮-১৯৭৯ সালের মধ্যে রাজশাহী জুট মিলস ও রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় ১৯৭৫-১৯৭৮ সালের মধ্যে রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস স্থাপন হয়। তবে মিল দুটির কার্যত্রম বন্ধ। মহানগরীর পূর্ব দিকে পবা উপজেলার হরিয়ানে ১৯৬৫ সালে স্থাপিত হয় রাজশাহী চিনিকল। এর অবস্থাও শোচনীয়। আখ উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণে ২০/২৫ বছর থেকে কলটি শুধু ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সক্রিয় থাকে। এছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনি।

মহানগরবাসীর একটি অংশ ব্যবসায়ী। এখানকার বড় ব্যবসার মধ্যে কোল্ড স্টোরেজ, পরিবহণ, ঠিকাদারী ইত্যাদি। সম্প্রতি কিছু ডেভেলোপার কোম্পানিও গড়ে উঠেছে। রাজশাহীর কয়েকজন ব্যক্তির শিল্প আছে ঢাকা কেন্দ্রিক। যেমন আমান গ্রুপ লিমিটেডের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে টেক্সটাইল, সিমেন্ট, নির্মাণ, কোল্ড স্টোরেজ, কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়। সোনা মসজিদ স্থল বন্দরের মাধ্যমে কিছু ব্যবসায়ী আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। ৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে রাজশাহী জেলা থেকে শুধুমাত্র পাটজাত পণ্য ভারতে রপ্তানি হয়। এখানে বড় বড় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সাধারণ, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কারিগরিসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র/ছাত্রী নিবাস গড়ে উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণের গড়ে উঠেছে হাট-বাজার।

২.২. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

অবকাঠামো উন্নয়ন	▪ রাজশাহী সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ। ▪ নগর ভবন সংস্কার কাজ। ▪ ৬.০৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ। ▪ ৩.০৮ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ। ▪ নওদাপাড়া, শালবাগান ও ভদ্রা এলাকায় কর্পোরেশনের নিজস্ব এলাকায় বাজার নির্মাণ কাজ চলমান।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	▪ ১২৭৭৫০ মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারণ। ▪ ৬,৩৮,৪০০ কিলোগ্রাম মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ। ▪ প্রতিদিন ৩০ কিলোমিটার সড়ক পরিচ্ছন্নকরণ। ▪ প্রতিদিন ২৫ কিলোমিটার ড্রেন পরিচ্ছন্নকরণ। ▪ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সচেতনকরণ। ▪ সাধারণ বর্জ্য ও মেডিকেল বর্জ্য পৃথকীকরণের বিষয়ে ৭টি প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
জনস্বাস্থ্য (সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণসহ)	▪ ১২৪৮৭ টি শিশুতে ইপিআই টিকা প্রদান। ▪ শিশুদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে। ▪ মায়েদের টিকা প্রদান, ভিটামিন খাওয়ানো ও স্বল্প মূল্যে সিটি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	▪ অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা ও পুরুষ ফুটবল দল সিটি কর্পোরেশন এর টিম অংশগ্রহণ করে এবং জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপে ও সিটি কর্পোরেশন এর টিম অংশগ্রহণ।

	▪ ৩০টি ওয়ার্ডে ২০টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা। ▪ ১টি নার্সিং কলেজ পরিচালনা। ▪ শিক্ষা সহায়তা প্রদান।
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নসহ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা	▪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণ। ▪ মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণ। ▪ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন বিষয়ক প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণ। ▪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ সেনিার আয়োজন বিষয়ক প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণ।
শিশু পার্ক, পার্ক (উদ্যান) ও বনায়ন	▪ ৩০৩০০টি বিভিন্ন জাতের বৃক্ষ রোপণ ।
প্রশাসনিক উন্নয়ন	▪ ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।
নাগরিক সম্পৃক্তকরণ	▪ ০
অন্যান্য উদ্ভাবনিমূলক অর্জন	▪ ০

অধ্যায় ৩: ভিশন ও মিশন

৩.১ ভিশন

সহজ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ পৌর সুবিধা প্রদান, শিক্ষাবান্ধব ও নান্দনিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধময় মহানগরী।

৩.২ মিশন

ভিশনের গন্তব্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন জনপ্রতিনিধি ও নিজস্ব জনবলের সমন্বয়ে মিশন পরিচালনা করে আসছে। মিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে জনস্বাস্থ্যসেবা, আবর্জনা অপসারণ, পয়ঃনিষ্কাশন, রোড নেটওয়ার্ক ও নান্দনিক পরিবেশভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অবকাঠামো সংরক্ষণ ও নিয়মিত পরিচর্যাকরণ।

অধ্যায় ৪: সাংগঠনিক কাঠামো ও মানবসম্পদ

৪.১ বিভাগ ও জনবল

৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

বিভাগ/শাখা	কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক জনবলের সংখ্যা										
	প্রথম শ্রেণি (গ্রেড ১-৯)		দ্বিতীয় শ্রেণি (গ্রেড - ১০)		তৃতীয় শ্রেণি (গ্রেড ১১-১৬)		৪র্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭-২০)		চুক্তিভিত্তিক		মাস্টার রুলে কর্মরত কর্মী (দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
	অনুমোদিত	পূরণকৃত	অনুমোদিত	পূরণকৃত	অনুমোদিত	পূরণকৃত	অনুমোদিত	পূরণকৃত	স্টাফ	কর্মী	
মেয়র/প্রশাসকের কার্যালয়	০২	০০	০০	০০	০১	০০	০৩	০৩	০০	০০	০৫
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর	০১	০১	০০	০০	০১	০১	০১	০০	০০	০০	০৩
সচিবের দপ্তর/বিভাগ	০৫	০১	০৪	০২	৮৫	৩৫	১১৭	৪৭	০০	০০	২৮৪
রাজস্ব বিভাগ	০৩	০১	০৫	০৪	১১৬	৪৪	২১	১০	০০	০০	১০২
হিসাব বিভাগ	০১	০১	০২	০১	১৮	১০	০৬	০২	০০	০০	১৬
প্রকৌশল বিভাগ	২০	১২	১৮	০৯	৯১	৩০	৩৮	১৮	০০	০০	২৮৯
জনস্বাস্থ্য বিভাগ	১৪	০৬	০১	০১	১০১	৪৪	১২	০২	০০	০০	২৯০
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ কঞ্জারভেন্সী বিভাগ	০৩	০২	০২	০০	২১	০১	৮৭	৩৯	০০	০০	১৪১৫
সমাজকল্যাণ	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
ওয়ার্ড অফিস	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
আইসিটি	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
মোট	৪৯	২৪	৩২	১৭	৪৩৪	১৬৫	২৮৫	১২১	০০	০০	২৪০৪

সমাজকল্যাণ ও আইসিটি বিভাগ নাই। ওয়ার্ড অফিসের জনবল বিভিন্ন বিভাগের হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে সেগুলোর পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ (৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের মাস/বছর	অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা	মোট পূরণকৃত পদের সংখ্যা	মোট শূন্য পদের সংখ্যা	চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা		মাস্টার রুলে কর্মীর সংখ্যা (দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
				স্টাফ	কর্মী	
১৯৯৮	৮০০	৩২৭	৪৭৩	০০	০০	২৪০৪

সাংগঠনিক কাঠামো ও স্টাফ সম্পর্কে মন্তব্য: সাংগঠনিক কাঠামো আরো যুগোপযোগীকরণের লক্ষে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্তিকরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে, যা বাস্তাবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.২ কাউন্সিলর

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে "স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪" এর ধারা ২৫(ক)(২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম, পদবি, কর্মস্থলের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০টি ওয়র্ডে ৩০ জন কাউন্সিলর ও ১০টি সংরক্ষিত আসনে ১০ জন মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বর্তমানে নির্বাচিত কাউন্সিলর না থাকায় নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ ৩০টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করছেন। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নাই।

৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

ক্র: নং	নাম	গঠিত কমিটির পদবি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহ	কর্মস্থলের ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১.	মোঃ সানাউল্লাহ	সদস্য ওয়ার্ড- ১, ৪	উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী	০১৭১২-৫৮৪৪০৫
২.	প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম	সদস্য ওয়ার্ড- ২, ৩	তত্ত্বা: প্রকৌ:	০১৭১৯-৫৪৭৫১০

ক্র: নং	নাম	গঠিত কমিটির পদবি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহ	কর্মস্থলের ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
	আজাদ		জনস্বাস্থ্য প্রকৌ: অধিদপ্তর, রাজশাহী	
৩.	মোঃ হাফিজুর রহমান	সদস্য, ওয়ার্ড- ৫, ৬	তত্ত্বা: প্রকৌ: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, রাজশাহী	০১৭৩০-৭৮২৭০৪
৪.	সাবিনা ইয়াসমীন	সদস্য, ওয়ার্ড- ৭, ৯	অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, আরএমপি, রাজশাহী	০১৭০৯-৮৮৬০০২
৫.	মোঃ হাবিবুর রহমান	সদস্য, ওয়ার্ড- ৮, ১০	পরিচালক স্বাস্থ্য (ভারপ্রাপ্ত) রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	০১৭১৬-০৭৭৯১০
৬.	মোঃ আব্দুর রশিদ	সদস্য, ওয়ার্ড- ১১	তত্ত্বা: প্রকৌ: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	০১৭৫৫-৫৮২৩০৬
৭.	শেখ মাহফুজুর রহমান	সদস্য, ওয়ার্ড- ১২, ২২	মহাব্যবস্থাপক, বিটিসিএল, রাজশাহী	০১৫৫০-১৫১৩৭৭
৮.	মোঃ রেজাউল করিম	সদস্য, ওয়ার্ড- ১৩, ২০	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	০১৭১৪-৭১৩৯০৬
৯.	কাজী নজরুল ইসলাম	সদস্য, ওয়ার্ড-১৪, ১৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী	০১৮১৪-২৪৯৮৯৯
১০.	মোঃ মশিউর রহমান	সদস্য, ওয়ার্ড- ১৭, ১৮	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০১৭১৭-৬৭১৫৭২
১১.	মোঃ মেহেদীজ্জামান	সদস্য, ওয়ার্ড- ১৫, ১৯	সহকারী বন সংরক্ষক, সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহী	০১৮১৯-৭৫১৮৭৪
১২.	মোঃ জাকিউল ইসলাম	সদস্য, ওয়ার্ড- ২১, ২৭	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসনের কার্যালয়	০১৭৬৬-৬২৮০৮২
১৩.	ফ্যান্সিস আশিষ ডিকস্তা	সদস্য, ওয়ার্ড- ২৩, ২৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজশাহী	০১৭৭৬-৫০৯০৩৩
১৪.	মোঃ দিদারুল আলম	সদস্য, ওয়ার্ড- ২৫, ২৮	সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী	০১৮১৫-৬৭৮৮৯২
১৫.	মোসাঃ তাসলিমা খাতুন	সদস্য, ওয়ার্ড- ২৬	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী	০১৩৪৪-২৮৮৮৭৮
১৬.	মোঃ আব্দুর রশিদ	সদস্য, ওয়ার্ড- ২৯	উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী	০১৭১২-৫৩৪৭১১
১৭.	মোঃ শাহদাত হোসেন	সদস্য, ওয়ার্ড- ৩০	তত্ত্বা: প্রকৌ:, স্থানীয় সরকার, প্রকৌ: অধিদপ্তর, রাজশাহী	০১৭১১-২৪০৯৫৭

অধ্যায় ৫: বাজেট ও আর্থিক

৫.১ সংক্ষিপ্ত বাজেট বিবরণী

(১) প্রাপ্তি / আয়

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (খ/ক X১০০)	মোট প্রকৃত প্রাপ্তির শতকরা (%) হার
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে প্রাপ্তি <(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১৮৬,৯১,১২,৬৯১.৫৬	১৭৬,৭৬,০৫,৩৩৯.২৪	৯৪.৫৭%	৯৪.৫৭%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি	২০,০০,০০,০০০.০০	৩৭,৮২,৬৪,০০০.০০	১৮৯.১২%	১৮৯.১২%
মোট প্রাপ্তি	২০৬,৯১,১২,৬৯১.৫৬	২১৪,৫৮,৬৯,৩৩৯.২৪		

	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ (পূর্ববর্তী বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (খ/ক X ১০০)	মোট প্রকৃত প্রাপ্তির শতকরা হার (%)
রাজস্ব (আবর্তক) প্রাপ্তি <(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১৭৪,৬১,৩৯,৫৩৭.৭২	১১৫,৪৩,৮৫,৪০৯.৪২	৬৬.১১%	৬৬.১১%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি	২৫,০০,০০,০০০.০০	১,৭৬৯,২০,০০০.০০	৭০.৭৭%	৭০.৭৭%
মোট প্রাপ্তি	১৯৯,৬১,৩৯,৫৩৭.৭২	১৩৩,১৩,০৫,৪০৯.৪২		

(২) পরিশোধ (ব্যয়)

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত পরিশোধের হার (খ/কX১০০)	মোট প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১৭৭,৭৪,৩২,১৩৬.৯৪	৮৬,১৩,১৯,৭৩৯.১৫	৪৮.৪৬%	৪৮.৪৬%
উন্নয়নখাতে ব্যয়	১৬,৫০,০০,০০০.০০	৯,৫৭,১৯,০৬৬.০০	৫৮.১০%	৫৮.১০%
মোট পরিশোধ/ব্যয়	১৯৪,২৪,৩২,১৩৬.৯৪	৯৫,৭০,৩৮,৮০৫.১৫		

	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ (পূর্ববর্তী অর্থবছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত পরিশোধের হার (খ/কX১০০)	মোট প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১৫১,৫৫,৬৪,৯৩৯.০২	৭৫,৬৮,১৪,৮৩৯.০৫	৪৯.৯৪	৪৯.৯৪
উন্নয়নখাতে ব্যয়	২৫,০০,০০,০০০.০০	১৭,৪৫,৯৬,৪০৭.০০	৬৯.৮৪	৬৯.৮৪
মোট পরিশোধ	১৭৬,৫৫,৬৪,৯৩৯.০২	৯৩,১৪,১১,২৪৬.০৫		

৫.২ রাজস্ব আদায়

(১) হোল্ডিং ট্যাক্স

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

হোল্ডিং ট্যাক্স-এর উপাদান	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ (পূর্ববর্তী বছর)	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)		
	প্রকৃত আদায়	দাবি (ক)	আদায় (খ)	সংগ্রহের হার খ/ক *১০০(%)
ভূমি ও ইমারতের উপর কর (৭%)	৭০৪৭৫০১৪.০৪	২১৪৪৮৭৪৬১.৯৫	৫৮৫৭০১৮৬.৭৬	২৭.৩১%
কনজারভেন্সি রেইট (৭%)	৭০৪৭৫০১৪.০৪	২১৪৪৮৭৪৬১.৯৫	৫৮৫৭০১৮৬.৭৬	২৭.৩১%
বাতির রেইট (৫ %)	৫০৩৩৯২৯৫.৭৩	১৫৩২০৫৩২৯.৯৬	৪১৮৩৫৮৪৭.৬৮	২৭.৩১%
স্বাস্থ্য কর ৮%)	৮০৫৪২৮৭৩.১৯	২৪৫১২৮৫২৭.৯৪	৬৬৯৩৭৩৫৬.৩০	২৭.৩১%
পানির রেইট (-- %)	০	০	০	০
মোট হোল্ডিং ট্যাক্স (%)	২৭১৮৩২১৯৭.০০	৮২৭৩০৮৭৮১.৮০	২২৫৯১৩৫৭৭.৫০	২৭.৩১%

(২) হোল্ডিং ট্যাক্স দাবি ও আদায়ের বিভাজন

(ইউনিট: লক্ষ টাকায়)

বর্ণনা	অর্থবছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)
দাবি (অর্থবছরের শুরুতে)	
চলতি দাবি	৩৬৯৮২৮৮১৮.০০
বকেয়া দাবি	৪৫৭৪৭৯৯৬৩.৮০
মোট দাবি (ক)	৮২৭৩০৮৭৮১.৮০
প্রকৃত আদায়	
চলতি আদায়	২০৫৯৮১৬৬১.৫০
বকেয়া আদায়	১৯৯৩১৯১৬.০০
মোট আদায় (খ)	২২৫৯১৩৫৭৭.৫০
আদায়ের হার (দক্ষতা): খ/ক*১০০(%)	২৭.৩১%

(৩) ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

ওয়ার্ড নং	অর্থবছর ২০২৩-২৪ (পূর্ববর্তী বছর)	অর্থবছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)		
	প্রকৃত আদায়	দাবি (ক)	প্রকৃত আদায় (খ)	আদায়ের হার (দক্ষতা): খ/ক*১০০ (%)
১	৫৯৬৬০৮২.০০	৭৩৮৩৮২২,০০	২৬১৮৪৩৭.০০	৩৫%
২	৬১৭৫০৬৩.০০	১১৪৩৬০৫৬.০০	৬০৬৩৪৪৫.০০	৫৩%
৩	১০৫৮৩৯২৬.০০	১৫৬৫৮৮৭৮.০০	৭৯১০১২৫.০০	৫১%
৪	৪৮৬৬৯০৮.০০	২০৫৩৩০৫৮.০০	১০১৫৭০০৮.০০	৪৯%
৫	৭২৬১৭৬৭.০০	১৬০৬৫৭৩৭.০০	৫৫৯৫৫৭৫.০০	৩৫%
৬	৭৪৩০৫৬০.০০	১৬৬৬২২৬৮.০০	১০৬৬৬২৬৭.০০	৬৪%
৭	৫৩৯৪২৪৭.০০	৬০৮৯২৯৩৯.০০	২৫৮২৯৫৯৭.০০	৪২%
৮	৭৯৮৬২১৪.০০	১৮০৪৬২৯৫.২০	১০৩৮৪৪২৪.০০	৫৮%
৯	৫৯১৩৮৫৩.০০	১৭৫২২৩২১.০০	১১৬৩১১২২.০০	৬৬%
১০	৫৯৪০২৫১.০০	৩২০৬৬৮৮৭.০০	২৩৫৮৯৭২৩.০০	৭৪%
১১	৫৭৬৮০৬৬.০০	৮৭২৫২৩৯.০০	৩১১৯৭৩৫.০০	৩৬%
১২	১০০৪৫২২৪.০০	২০৯৮৫৯১২.০০	৩৮৬০৯৯৩.০০	১৮%
১৩	৭৯৯২১৪২.০০	৮৮৯৮২৯০.০০	৩৯২১১৫৩.০০	৪৪%
১৪	১২৪৬৫৫৯০.০০	১৭৩৬৮৫৬৬.০০	৫০৪৪৫৯৫.০০	২৯%
১৫	৬৭৮৪৮২৪.০০	১৩৫০৯৫৭৯.০০	৬৯৪৫৮৪১.০০	৫১%
১৬	৮৪৯৯৭৩০.০০	১০০৬২৯৯২৯.০০	৩১৫৯৮০৯.০০	৩%
১৭	১২২৩৪২৮২.০০	১৪৫০৯১৫৯.০০	৯১০৫৪৬১.০০	৬৩%
১৮	১০৫১২৭১৭.০০	২৫৭৩৪০২২.৪০	১৩৯৬৫৬৭২.৫০	৫৪%
১৯	১০৫০৩৩০০.০০	২৬২৭৮১১২.৮০	৪৭৭৪২৬৪.০০	১৮%
২০	৯৪২১০২২.০০	৮৭৭১৩২৩.০০	৩২৮৫৬৯৯.০০	৪৯%
২১	৯৪৪২৩১০.০০	১৭০৬২৯১২.৪০	৮৩৫৬০৩৩.০০	৪৯%
২২	৯৮১৮৮৪১.০০	৭৭৬১৫২৪.০০	৩১৫২১৫৬.০০	৪১%
২৩	৮২১৪২৫২.০০	৭১৫০৭৮৬.০০	২৪৩৪৯৫৯.০০	৩৪%
২৪	৯৫৮৮৬২৪.০০	৭১১৩৬০৬.০০	২৩৫৬৪২৭.০০	৩৩%
২৫	৩৪৩৯২০৮.০০	৭৫৬৩৩৭৬.০০	২৭৬৮৫৬৭.০০	৩৭%
২৬	১৬৬৮২১৮০.০০	৮৪৫২০৩৭০.০০	৫৮৮৭৪১২.০০	৭%
২৭	১৩৯৫৩৮০৪	৮৫২৮৪৮৯.০০	৪১৫২৮২৫.০০	৪৯%
২৮	১২৭১২২৯৮.০০	৭৫১৪৬৫৩.০০	২৭৫০৯৫৪.০০	৩৭%
২৯	৭৩৪২২৯১.০০	৭০৯৬৪৩৮.০০	২৩২৫২৩৭.০০	৩৩%
৩০	১২১৩৮৫৭৩.০০	২১১৩১৯২৩২.০০	১৯১০০০৬২.০০	৯%
মোট	২৭১৮৩২১৯৭.০০	৮২৭৩০৮৭৮১.৮০	২২৫৯১৩৫৭৭.৫০	২৭%

(৪) ওয়ার্ডভিত্তিক (বেসরকারি) হোল্ডিং ট্যাক্স-এর বকেয়া ও চলতি আদায়

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

ওয়ার্ড নং	অর্থবছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)						
	দাবি			প্রকৃত আদায়			আদায়ের হার (দক্ষতা): খ/ক*১০০ (%)
	চলতি দাবি	বকেয়া দাবি	মোট (ক)	চলতি আদায়	বকেয়া আদায়	মোট (খ)	
১	৪১৮০৬৩৭.০০	৩২০৩১৮৫.০০	৭৩৮৩৮২২.০০	২৪২৩৯৪৬.০০	১৯৪৪৯১.০০	২৬১৮৪৩৭.০০	৩৫%
২	৭৮০১৮০৮,০০	৩৬৩৪২৪৮.০০	১১৪৩৬০৫৬.০০	৫৬৮৫৫৪৩.০০	৩৭৭৯০২.০০	৬০৬৩৪৪৫.০০	৫৩%

৩	১০৬৩০৮৪২.০০	৫০২৮০৩৬.০০	১৫৬৫৮৮৭৮.০০	৭৩৮২৪২০.০০	৫২৭৭০৫.০০	৭৯১০১২৫.০০	৫১%
৪	১১১৫৩৯৭৫.০০	৯৩৭৯০৮৩.০০	২০৫৩৩০৫৮.০০	৯০৫৯৫১৭.০০	১০৯৭৪৯১.০০	১০১৫৭০০৮.০০	৪৯%
৫	৯৫৩৯৬২৫.০০	৬৫২৬১১২.০০	১৬০৬৫৭৩৭.০০	৫০০১০৮৪.০০	৫৯৪৪৯১.০০	৫৫৯৫৫৭৫.০০	৩৫%
৬	১১৮৮৯৯০৫.০০	৪৭৭২৩৬৩.০০	১৬৬৬২২৬৮.০০	৮৯৭৮৭৫২.০০	১৬৭৮৫১৫.০০	১০৬৬৬২৬৭.০০	৬৪%
৭	৩৩৭২৭৮৪৫.০০	২৭১৬৫০৯৪.০০	৬০৮৯২৯৩৯.০০	২৫২৮১৮৫৪.০০	৫৪৭৭৪৩.০০	২৫৮২৯৫৯৭.০০	৪২%
৮	১২৯২৩৫১৫.০০	৫১২২৭৮০.২০	১৮০৪৬২৯৫.২০	৮৮৩৯৯৩৩.০০	১৫৪৪৯৪১.০০	১০৩৮৪৪২৪.০০	৫৮%
৯	১৩৯০৫৭৮০.০০	৩৬১৬৫৪১.০০	১৭৫২২৩২১.০০	১১০৬৬৬৭৫.০০	৫৬৪৪৪৭.০০	১১৬৩১১২২.০০	৬৬%
১০	২৭২১৪৫৮৬.০০	৪৮৫১৩০১.০০	৩২০৬৫৮৮৭.০০	২২০৯০২৩২.০০	১৪৯৯৪৯১.০০	২৩৫৮৯৭২৩.০০	৭৪%
১১	৫৫২২০৫৪.০০	৩২০৩১৮৫.০০	৮৭২৫২৩৯.০০	২৯২৫২৪৪.০০	১৯৪৪৯১.০০	৩১১৯৭৩৫.০০	৩৬%
১২	৮৯৬৪১৬৭.০০	১১১২১৭৪৫.০০	২০৯৮৫৯১২.০০	৩৬৬৬৫০২.০০	১৯৪৪৯১.০০	৩৮৬০৯৯৩.০০	১৮%
১৩	৫৫৩২৬০৫.০০	৩৩৬৫৬৮৫.০০	৮৮৯৮২৯০.০০	৩৫৬৪১৬২.০০	৩৫৬৯৯১.০০	৩৯২১১৫৩.০০	৪৪%
১৪	১০১৯৭১১১.০০	৭১৭১৪৫৫.০০	১৭৩৬৮৫৬৬.০০	৪৮৫০১০৪.০০	১৯৪৪৯১.০০	৫০৪৪৫৯৫.০০	২৯%
১৫	৯০১০৬৬৪.০০	৪৪৯৮৯১৫.০০	১৩৫০৯৫৭৯.০০	৫৩৩৯১২০.০০	১৬০৬৭২১.০০	৬৯৪৫৮৪১.০০	৫১%
১৬	১৯৭৭০০৪৯.০০	৮০৮৫৯৮৮০.০০	১০০৬২৯৯২৯.০০	২৯৬৫৩১৮.০০	১৯৪৪৯১.০০	৩১৫৯৮০৯.০০	৩%
১৭	১১১৪৫৯৭৪.০০	৩৩৬৩১৮৫.০০	১৪৫০৯১৫৯.০০	৮৮৩৮৪৭০.০০	২৬৬৯৯১.০০	৯১০৫৪৬১.০০	৬৩%
১৮	১৮৫১৯৮১৭.০০	৭২১৪২০৭.৪০	২৫৭৩৪০২৪.৪০	১২৭৯৭৪৫৪.৫০	১১৬৮২১৮.০০	১৩৯৬৫৬৭২.৫০	৫৪%
১৯	৭২৪৪৫১৪.০০	১৯০৩৩৫৯৮.৮০	২৬২৭৮১১২.৮০	৪২৫৩২৭৭.০০	৫২০৯৮৭.০০	৪৭৭৪২৬৪.০০	১৮%
২০	৫৫৬৮১৩৮.০০	৩২০৩১৮৫.০০	৮৭৭১৩২৩.০০	৩৬৬২৮৩৪.০০	৬২২৮৬৫.০০	৪২৮৫৬৯৯.০০	৪৯%
২১	১০৯৯৭৯০৮.০০	৬০৬৫০০৪.৪০	১৭০৬২৯১২.৪০	৭২১২৬১৭.০০	১১৪৩৪১৬.০০	৮৩৫৬০৩৩.০০	৪৯%
২২	৪৪৫১৪১৯.০০	৩৩১০১০৫.০০	৭৭৬১৫২৪.০০	২৫৮৭৮০৮.০০	৫৬৪৩৪৮.০০	৩১৫২১৫৬.০০	৪১%
২৩	৩৯৪৭৬০১.০০	৩২০৩১৮৫.০০	৭১৫০৭৮৬.০০	২১৯০৯১০.০০	২৪৪০৪৯.০০	২৪৩৪৯৫৯.০০	৩৪%
২৪	৩৯১০৪২১.০০	৩২০৩১৮৫.০০	৭১১৩৬০৬.০০	২০৫৩৯৩৮.০০	৩০২৪৮৯.০০	২৩৫৬৪২৭.০০	৩৩%
২৫	৪৩৬০১৯১.০০	৩২০৩১৮৫.০০	৭৫৬৩৩৭৬.০০	২৫০৬৩০০.০০	২৬২২৬৭.০০	২৭৬৮৫৬৭.০০	৩৭%
২৬	১৯৮১৭১৮৫.০০	৬৪৭০৩১৮৫.০০	৮৪৫২০৩৭০.০০	৫০২৮৯৩৮.০০	৮৫৮৪৭৪.০০	৫৮৮৭৪১২.০০	৭%
২৭	৫৩২৫৩০৪.০০	৩২০৩১৮৫.০০	৮৫২৮৪৮৯.০০	৩৩৭০৯৩৮.০০	৭৮১৮৮৭.০০	৪১৫২৮২৫.০০	৪৯%
২৮	৪৩১১৪৬৮.০০	৩২০৩১৮৫.০০	৭৫১৪৬৫৩.০০	২৩৫৪৯৩৪.০০	৩৯৬০২০.০০	২৭৫০৯৫৪,০০	৩৭%
২৯	৩৮৯৩২৫৩.০০	৩২০৩১৮৫.০০	৭০৯৬৪৩৮.০০	২০৫৩৯৩৮.০০	২৭১২৯৯.০০	২৩২৫২৩৭.০০	৩৩%
৩০	৬৩৪৭০৪৫৭.০০	১৪৭৮৪৮৭৭৫.০০	২১১৩১৯২৩২.০০	১৭৯৪৮৮৯৯.০০	১১৫১১৬৩.০০	১৯১০০০৬২.০০	৯%
মোট=	৩৬৯৮২৮৮১৮.০০	৪৫৭৪৭৯৯৬৩.৮০	৮২৭৩০৮৭৮১.৮০	২০৫৯৮১৬৬১.৫০	১৯৯৩১৯১৬.০০	২২৫৯১৩৫৭৭.৫০	২৭%

(৫) সময়মত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

১.	প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ট্যাক্স ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা।
২.	অগ্রিম ট্যাক্স প্রদানের ক্ষেত্রে ১০% ছাড়ের মাধ্যমে করা আদায়।
৩.	প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে হোল্ডিং প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ।
৪.	প্রতিটি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড পৌরকর আদায় ক্যাম্প স্থাপন।
৫.	সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৪র্থ কিস্তিতে সারচার্জ মওকুফ করে পৌরকর আদায়।

(৬) নিজস্ব রাজস্ব আয়ের অন্যান্য উৎস

	অর্থ বছর ২০২৩-২৪ (পূর্ববর্তী বছর)	অর্থ বছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)		
	প্রকৃত আদায়	দাবি (ক)	আদায় (খ)	পাথর্ক্য খ/ক×১০০%
ট্রেড লাইসেন্স	৫,০৮,১,০৯০.০০	৫,১০,০০,০০০.০০	৪,৭৯,৩৮,০৫৯.০০	৯৪%
বিজ্ঞাপন কর	১,৫৬,৮৮,১১১.০০	১,৬০,০০,০০০.০০	৭৭,৬০,৩৮৫.০০	৪৮.৫০%

	অর্থ বছর ২০২৩-২৪ (পূর্ববর্তী বছর)	অর্থ বছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)		
অযান্ত্রিক যানবাহন	২,০৯,৯৬,৯১৮.০০	৪,৫৩,০০,০০০.০০	২,২৯,৫৮,০৫০.০০	৫০.৭০%
বাজার (দোকান ভাড়া)	১,২৮,৮৮,১৪৫.০০	১,৪২,৫৫,৬৯৭.০০	১,২৮,৩৬,০৫৩.০০	৯০%

(৭) নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার জন্য অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

১.	পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে টিম গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোকে মৌখিক তাগাদা প্রদান।
২.	ওয়ার্ডভিত্তিক আদায় ক্যাম্প স্থাপন।
৩.	বিশেষ ক্ষেত্রে সারচার্জ মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪.	যে সকল প্রতিষ্ঠানে বকেয়া রয়েছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ প্রদান করা।
৫.	অযান্ত্রিক যানবাহন আদায় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধ্যায় ৬ : অবকাঠামো উন্নয়ন

৬.১ প্রতিবেদন **প্রস্তুতের** বছরের **অবকাঠামোগত** উন্নয়ন প্রকল্প/**কাজসমূহ (গৃহীত ও চলমান)**

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
ক) অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প/কাজসমূহ					
ক ১) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ					
পরিবহণ (রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, ফুট ওভার ব্রীজ, ইত্যাদি)					
১. লোকাল গর্ভনমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট।	২০২২	১৮৯৭.২৫	৫১৯.০৮	৪০%	২৭.৩৬%
ড্রেনেজ/নিষ্কাশন					
১. লোকাল গর্ভনমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট।	২০২২	১২৮৯.৭৫	৩৫২.৮৭	৪৭%	২৭.৩৬%
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	প্রযোজ্য নয়				
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা					
১. রাজশাহী সেনানিবাসের অভ্রান্তরে সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।	২০২৫	২২.৯৩	২১.০৯	১০০%	১০০%
সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য সুবিধাদি					
১. নগর ভবন সংস্কার কাজ	২০২৪	৬৯.৬২	৩৪.৭৫	৬০%	৪৯.৯১%
ক ২) ডিপিপি বহির্ভূত সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ					
পরিবহণ (রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, ফুট ওভার ব্রিজ, ইত্যাদি)	০	০	০	**০**	**০**
ড্রেনেজ/নিষ্কাশন	০	০	০	০	০
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	০	০	০	০	০

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	০
সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য সুবিধাদি	০	০	০	০	০
প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরু/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
খ) সরকারি অনুদানে বাস্তবায়িত ডিপিপি প্রকল্প					
১. রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)।	২০২০	২৮০৩২০.০০	১৮৬৮৪১.০০	৭৪%	৬৬.৬৫%
গ) বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প					
১. লোকাল গর্ভনমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট।	২০২২	৩১৮৭	৮৭২	৪০%	২৭.৩৬%
২. Resilient Urban & Territorial Development Project (RUTDP)	২০২৪ (প্রকল্পটি চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, স্কিম গ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন-সম্পর্কিত অর্জনসমূহ

নোট: নিচের সারণিতে সরাসরি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত/বাস্তবায়িত অবকাঠামো এবং প্রদেয় সেবামূলক কার্যক্রম দেখানো হয়েছে

	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ শেষে মোট অর্জন (পূর্ববর্তী বছর)	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ শেষে মোট অর্জন (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)	আগের বছর থেকে বৃদ্ধি/পরিবর্তন
মোট রাস্তা - মোট দৈর্ঘ্য	২৮.২৮ কিলোমিটার	৬.০৭ কিলোমিটার	২২.২১ কিলোমিটার
বিসি (বিটুমিনাস কার্পেটিং)	৫.৫৬ কিলোমিটার	৫.৪৩ কিলোমিটার	০.১৩কিলোমিটার
সিসি (সিমেন্ট কনক্রিট)	২২.৭২ কিলোমিটার	০	২২.৭২ কিলোমিটার
আরসিসি (রড-সিমেন্ট-কনক্রিট)	০	০.৬৪ কিলোমিটার	-০.৬৪ কিলোমিটার
সেতু			
মোট সংখ্যা	০	০	০
মোট দৈর্ঘ্য	০	০	০
কালভার্টস			
মোট সংখ্যা	৫	০	৫
ড্রেনেজ – মোট দৈর্ঘ্য	১৩.৫০ কিলোমিটার	৩.০৮ কিলোমিটার	১০.৪২ কিলোমিটার
ব্রিক - মোট দৈর্ঘ্য	০	০	০
আরসিসি - মোট দৈর্ঘ্য	১৩.৫০ কিলোমিটার	৩.০৮ কিলোমিটার	১০.৪২ কিলোমিটার
কাঁচা - মোট দৈর্ঘ্য	০	০	০
খাল - মোট দৈর্ঘ্য	০	০	০
পানি সরবরাহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সংযুক্ত পরিবার /ভবনের সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
খেলাধুলার মাঠ ও উদ্যান/পার্ক			
মোট সংখ্যা	১	০	১
মোট আয়তন	২.২৫৩৩ একর	০	২.২৫৩৩ একর
বাস-ট্রাক টার্মিনাল	০	০	০
মোট সংখ্যা	০	০	০

	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ শেষে মোট অর্জন (পূর্ববর্তী বছর)	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ শেষে মোট অর্জন (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)	আগের বছর থেকে বৃদ্ধি/পরিবর্তন
কবরস্থান/শশ্মান	০	০	০
মোট সংখ্যা	৪৪	০	৪৪
সড়ক বাতি			
সড়কবাতির পুলের মোট সংখ্যা	৩৫০	০	৩৫০
সাধারণের বাজার	০	০	০
বাজারের মোট সংখ্যা	০	০	০
মোট ফ্লোরের আয়তন	০	০	০
কমিউনিটি সেন্টার			
মোট সংখ্যা	০	০	০
পাঠাগার			
মোট সংখ্যা	০	০	০
গণশৌচাগার			
মোট সংখ্যা	০	০	০
জেন্ডার পৃথকীকরণ (নারী-পুরুষ অনুযায়ী) গণশৌচাগারের সংখ্যা	১৫	০	১৫
ল্যান্ডফিল সাইট			
মোট সংখ্যা	০	০	০
মোট আয়তন	০	০	০
সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন			
মোট সংখ্যা	৩টি	১টি	২টি
অন্যান্য	০	০	০

অধ্যায় ৭ : অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ

৭.১ সচিবের দপ্তর

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
সাধারণের বাজার ব্যবস্থাপনা	• নওদাপাড়া, শালবাগান ও ভদ্রা এলাকায় কর্পোরেশনের নিজস্ব এলাকায় বাজার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ১৪৩২ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ২টি পশুহাট ও ১১ টি কাঁচা বাজারসহ মোট ১৩ টি বাজারে ইজারা প্রদান করা হয়েছে।
সনদ প্রদান (জন্ম, মৃত্যু ও ওয়ারিশ সনদ)	• ওয়ার্ড কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর/জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধক এর মাধ্যমে জন্ম, মৃত্যু ও ওয়ারিশ সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে।
যানজট নিয়ন্ত্রণ	• রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রধান প্রধান রাস্তা এবং বাজারের জায়গায় ট্রাফিক পুলিশের মাধ্যমে যানজট নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
নাগরিক তথ্য সেবাকেন্দ্র (সিআইএসসি)	• নাগরিক সেবা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) চালুকরণের জন্য বিডা'র সঙ্গে সমঝোতা স্মারকের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার	• ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ক্রীড়া সংস্কৃতিক বা অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়নি।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন-সংক্রান্ত তথ্য		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
জন্ম, মৃত্যু, ওয়ারিশ সনদ	জন্মসনদ প্রদানের মোট সংখ্যা	১১২২৫ টি	১১৪০৫ টি
	মৃত্যুসনদ প্রদানের মোট সংখ্যা	২৮৭৭ টি	২৩৫১ টি
অভিযোগ ও মতামত	প্রাপ্ত অভিযোগ ও মতামতের মোট সংখ্যা	২৩টি	২১টি
	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ ও মতামতের মোট সংখ্যা	১৭টি	১০টি
অনধিকার প্রবেশ	সরকারি জায়গা থেকে অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান ও অন্যান্য স্থাপনার মোট উচ্ছেদকৃত সংখ্যা	৪২৩টি দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে।	২৯টি দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে।

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জন্ম বৃদ্ধি হওয়ায় জন্ম সনদ বেশি প্রদান করা হয়েছে।
২.	মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় মৃত্যু কম হয়েছে। ফলে মৃত্যু সনদ কম প্রদান করা হয়েছে।
৩.	জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অফিসিয়াল নথি ও অন্যান্য সামগ্রী বিনষ্ট হওয়ায় যথা সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি কাজে বিঘ্ন ঘটেছে।
৪.	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট না থাকায় অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান ও অন্যান্য স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান যথা সময়ে করা সম্ভব হয়নি।
৫.	জনপ্রতিনিধি না থাকায় নীতি নির্ধারণেরও অভাব দেখা দেয়।

৭.২ রাজস্ব বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা জমা প্রদান করে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান	অটোমেশনের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়।
পাবলিক মার্কেট ব্যবস্থাপনা	বিভিন্ন দোকান ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভাড়া আদায় করা হয়।
কসাইখানার ব্যবস্থাপনা	সাহেব বাজারে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১টি মাত্র অস্থায়ী কসাইখানা আছে। এছাড়া নিজস্ব কসাইখানা নাই। রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে সাধারণত ড্রেনের ধারে গবাদি পশু জবাই করা হয় এবং রক্ত ও দূষিত পদার্থসমূহ ধুয়ে ফেলা হয়। সেখানে জবাইযোগ্য পশুর মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারিত ফি আদায়ের জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উপস্থিত থাকেন।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জনসংক্রান্ত তথ্য		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
ট্রেড লাইসেন্স	নতুনভাবে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	২৫১৯টি	২৪৫১টি
	নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৮৭৬৭টি	৭৯৫৪টি
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স	অযান্ত্রিক যানবাহনের (মোটরবিহীন গাড়ির) জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	১৪৭৮৯টি	৮১২৩টি
	নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	৯৮১১টি	৮১৭১টি
পাবলিক মার্কেট ব্যবস্থাপনা	অর্থবছরের শেষে পাবলিক মর্কেটে (অস্থায়ী বাজার ব্যতীত) খালি জায়গার পরিমাণের হার = *সকল পাবলিক মার্কেটে মোট খালি দোকানের সংখ্যাকে সকল পাবলিক মার্কেটের মোট দোকানের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুন*	৯০%	১০%
কসাইখানা ব্যবস্থাপনা	কসাইখানার মোট সংখ্যা	১টি (অস্থায়ী)	১টি (অস্থায়ী)
	কসাইখানার ব্যবস্থাপনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মোট সংখ্যা	১টি	০
গণশৌচাগার	সিটি কর্পোরেশনে মোট গণশৌচাগার এর সংখ্যা	১৪টি	১৪টি
	ব্যবস্থাপনার জন্য চুক্তিবদ্ধ মোট গণশৌচাগার এর সংখ্যা	১৪টি	২টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে অফিসিয়াল কাজে বিঘ্নসহ বিভিন্ন কারণে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সেবার সূচক কিছুটা কম হয়।
২.	রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেও নতুন লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়নে বিরূপ প্রভাব পড়ে।
৩.	পূর্বে নবায়নের ক্ষেত্রে উৎস কর প্রদান করতে হতো। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর থেকে নতুন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণেও ২০০০ টাকা উৎস কর বাধ্যতামূলক করার কারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
৪.	আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার কারণেও লাইসেন্স গ্রহণ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ।
৫.	কসাইখানা ও গণশৌচাগারগুলো ১৪৩২ বঙ্গাব্দে দরপত্র মোতাবেক ইজারা প্রদানের পর নির্ধারিত সময়ে কসাইখানাটি ও ১২টি গণশৌচাগারের অর্থ পরিশোধ না করায় প্রদত্ত ইজরা বাতিল করে পুনরায় ইজারা প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান। বর্তমানে খাস আদায়ের মাধ্যমে কসাইখানা ও গণশৌচাগার সেবা অব্যাহত আছে।

৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ

(১) অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা (কিলোমিটার)
রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬.০৭
ড্রেনেজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩.০৮
সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
সড়কবাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৭০০ টি
গণশৌচাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১ টি
জনসাধারণের বিনোদনের স্থান (পাবলিক পার্কস) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩ টি
নাগরিকদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার অথবা অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ	১ টি
পানি সরবরাহ ও পানি সরবরাহজনিত সুবিধাদির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	প্রযোজ্য নয়
ভবন নিয়ন্ত্রণ	প্রযোজ্য নয়
ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ	প্রযোজ্য নয়

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	**সূচক ও অর্জনসংক্রান্ত তথ্য**		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
ভবন নিয়ন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের মোট সংখ্যা	০	০
অস্বাস্থ্যকর/ঝুঁকিপূর্ণ ভবন	অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনের সংখ্যা	০	০
পানি সরবরাহ	পানি সরবরাহ সুবিধাদির সাথে সংযুক্ত পরিবার /ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা	০	০
	অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার মোট সংখ্যা	০	০
বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন	রোপণকৃত মোট গাছের সংখ্যা	৫৩১৬৫টি	৩০৩০০টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী হারিয়ে যাওয়া।

২.	অর্থ সংকট।
৩.	প্রকল্প অনুমোদন না হওয়া।
৪.	জনবলের অভাব।
৫.	জনপ্রতিনিধি না থাকায় নীতি নির্ধারণের অভাব।

৭.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার ও গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ	মহানগরীর হাটবাজার কেন্দ্রীয়ভাবে ঝাড়ুদার দ্বারা পরিষ্কার এবং গৃহস্থালীর বর্জ্য ডোর টু ডোর সংগ্রহ করে ভ্যান শ্রমিকের মাধ্যমে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে জমা করা হয়। সেখান থেকে ট্রাক/ট্রাক্টরের মাধ্যমে ল্যান্ডফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অপসারণ করা হয়।
সড়ক ও ড্রেনেজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ড্রেনেজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম দুই স্তরে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে ড্রেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কেন্দ্র ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কঞ্জারভেন্সি বিভাগের মশক শাখার শ্রমিকদের মাধ্যমে ড্রেনের ভাসমান ময়লা ও ড্রেনের আশে-পাশের ঝোপঝাড়, জঙ্গাল পরিষ্কার করানো হয়ে থাকে এবং ড্রেন শ্রমিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি ড্রেনের কাদামাটি উত্তোলন করা হয়। এছাড়াও এক্সাভেটর ও ট্রাকের সহায়তায় প্রাইমারি ড্রেনের কাদামাটি প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রায় বছরান্তর উত্তোলন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন রাজশাহী মহানগরীর সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ও ডেন্টালসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান হতে সংগৃহীত বর্জ্য প্রথমে পৃথকীকরণ করা হয়। এরপর ক্যাটাগরি অনুযায়ী অটোক্লেভিং, ইনসিনারেশন, ওয়াশিং ও ইটিপির মাধ্যমে দূষিত পানি শোধন করা হয়।
গণশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা ও মনিটরিং করা	সিটি কর্পোরেশন আইন/অনুযায়ী গণশৌচাগারের জন্য দরপত্র আহবান করা এবং ঠিকাদারকে পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। তারাই পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম করে থাকে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগ তদারকী করে থাকে।
ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা	রাজশাহী মহানগরীর সকল আবর্জনা ট্রাক/ট্রাক্টরের মাধ্যমে ল্যান্ডফিলে অপসারণ করা হয়।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	**সূচক ও অর্জনসংক্রান্ত তথ্য**		
	সূচক	**অর্থবছর ২০২৩-২০২৪**	**অর্থবছর ২০২৪-২০২৫**
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	মোট সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমাণ (আনুমানিক)	১২৭৭৫০ মেট্রিক টন	১২৭৭৫০ মেট্রিক টন
মেডিক্যাল বর্জ্য	সংগৃহীত মেডিক্যাল বর্জ্যের পরিমাণ (আনুমানিক)	৫,৬৬,৪০০ কিলোগ্রাম	৬,৩৮,৪০০ কিলোগ্রাম
সড়ক ও ড্রেনেজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন	প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন করে এমন সড়কের পরিমাণ (আনুমানিক দূরত্ব)	২৮ কিলোমিটার	৩০ কিলোমিটার

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জনসংক্রান্ত তথ্য		
	সূচক	**অর্থবছর ২০২৩-২০২৪**	**অর্থবছর ২০২৪-২০২৫**
রাখা	প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন করে এমন ড্রেনের পরিমাণ (আনুমানিক দূরত্ব)	২০ কিলোমিটার	২৫ কিলোমিটার

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	এ বছর আমরা কেন্দ্র ও ওয়ার্ড থেকে শ্রমিক নিয়ে ৫০ জনের একটি দল গঠন করি এবং এ দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করে গাংপাড়া খাল পরিষ্কার করা হয়। এছাড়া যে সকল ড্রেনের কাদামাটি জমে যাওয়ার কারণে বর্ষার সময় ড্রেনের পানি ওভার ফ্লো হয় এবং কেন্দ্র ও ওয়ার্ড শ্রমিক দ্বারা এককভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়, সে সকল ড্রেনের কাদামাটি উত্তোলনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে। জনসচেতনতার জন্যও বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
২.	যে সব প্রতিষ্ঠান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের বাইরে ছিলো তাদের ভেতরে সচেতনতা সৃষ্টি করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৩.	সাধারণ বর্জ্য ও মেডিকেল বর্জ্য পৃথকীকরণের জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে অবগত করতে প্রচুর পরিমাণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট ১৮টি সেসনে ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে ও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট ৭টি সেসনে ৭টি প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৪.	**পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম ছাড়াও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাধ্যমে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত কাজের মাধ্যমে মশক নিয়ন্ত্রণে সাফল্য পাওয়া যায়:** **লার্ভিসাইড প্রয়োগ:** ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রতিনিয়ত মশার লার্ভা নিধনের জন্য প্রাত্যহিক কাজে লার্ভিসাইডের ব্যবহার চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম ব্লক ভিত্তিক পরিচালনা করা হয়। **ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচার/প্রচারণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম:** রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে প্রচার প্রচারণা চলমান রয়েছে। এছাড়া মশককর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা ওয়ার্ড পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। **মাইকিং:** রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় ৩০টি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। **লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ:** লিফলেট বিতরণ চলমান এবং আরো কিছু লিফলেট ছাপিয়ে বিতরণের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। **মসজিদ/মন্দির/গীর্জা/প্যাগোডা হতে সচেতনতামুলক বার্তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ:** জুম্মার নামাজের খুতবার পূর্বে ৩০ টি ওয়ার্ডে ৪৩০ টি মসজিদে প্রচার করা হয়েছে। **পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতামুলক বার্তা প্রচার:** রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে প্রচার প্রচারণা চলমান রয়েছে। **পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা:** ১৬ জুন ২০২৫ হতে ০২ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ৩০ টি ওয়ার্ড ও কেন্দ্রে মোট ৭৯০ টি পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্র ও ওয়ার্ড হতে প্রতিদিন ২২ কি.মি. ড্রেন পরিস্কার করে পানি সচল রাখা হয়, ফলে জলাবদ্ধতা নাই। **স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে প্রচারণা ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান:** উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এর সহায়তায় স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মোট ১১০ টি পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ইপিআই টিকা	● ইপিআই সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে ০-১ বছর (এমআর টিকা ১৮ মাস) শিশুদের ১০টি মারাত্মক রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান। ● ১৫-৪৯ বছরের সন্তান ধারণক্ষম মহিলাদের ৫ ডোজ টিডি টিকা প্রদান। ● গর্ভবতী নিবন্ধন ও পরামর্শ প্রদান। ● ইলেক্ট্রোনিক ইমুনাইজেশন রেজিস্ট্রেশন এবং ইপিআই টিকা সনদ প্রদান করা হয়। ● ইপিআই সার্ভিলেন্স (এএফপি, হাম, রুবেলা এইএস, সিআরএস) করা হয়। ● জাতীয় কার্যক্রম যেমন- ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন, কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ, বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহ, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু সচেতনতা কার্যক্রমসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন জাতীয় কার্যক্রম পালন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী ২৩টি এবং অস্থায়ী ১০৬টি মোট= ১২৯টি টিকা কেন্দ্রের মাধ্যমে ইপিআই সেবা প্রদান করা হয়।
নিরাপদ খাদ্য	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার জন্য প্রিমিসেস লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিরোধের জন্য খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে সচেতন করা হয় এবং অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানে নোটিশ প্রদান করা হয়। এছাড়া পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিক্যাল চেকআপ	কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষুদে ডাক্তারদের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়।
অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণ	ডেঙ্গু ও মশক সংশ্লিষ্ট রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পরিচালকের সহযোগিতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন মশক শাখা অস্বাস্থ্যকর ভবনসমূহে মশক নিধনের ব্যবস্থা করে থাকে।
সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	মা ও শিশুদের টিকা প্রদান, ভিটামিন খাওয়ানো ও স্বল্প মূল্যে সিটি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	**সূচক ও অর্জনসংক্রান্ত তথ্য**		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
ইপিআই টিকা	টিকা দেওয়া হয়েছে এমন শিশুদের মোট সংখ্যা	১২৩২০ টি	১২৪৮৭ টি
শিক্ষার্থীদের মেডিক্যাল চেকআপ	মেডিক্যাল চেক আপ করা হয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১০৮৭৮৭ টি	০ টি
খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ	পরিবীক্ষণ করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	২১৫ টি	১৬০ টি
	পরিদর্শন করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	০ টি	০ টি
মশক নিয়ন্ত্রণ	স্প্রে করা মোট এলাকা	২০.৪৪ বর্গ কিলোমিটার	২১.১৭ বর্গ কিলোমিটার
কসাইখানা	সিটি কর্পোরেশন যে সকল পশু জবাইয়ের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিল, তার মোট সংখ্যা	মোট ৩০০১৫টি (গরু ১২৫৯৩টি, মহিষ ২২৮টি, ছাগল ৯৭৪৫টি, ভেড়া ৭৪৪৯টি)	মোট ৩১১১০টি (গরু ১৩২৪২টি, মহিষ ২২০টি, ছাগল ১০৪১৩টি, ভেড়া ৭২৩৫টি)

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান

১.	সচেতনতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ইপিআই টিকা প্রদানের পরিমাণও বেশি হয়েছে।
২.	জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেও ইপিআই টিকা প্রদানের পরিমাণও বেশি হয়েছে।
৩.	সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা না আসার কারণে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে শিক্ষার্থীদের মেডিক্যাল চেক আপ কর্মসূচি পালন হয়নি।
৪.	যথাযোগ্য জনবলের অভাবে সরবরাহকারীদের খাদ্য পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।
৫.	জনবসতি সম্প্রসারণের ফলে মশক নিয়ন্ত্রণের কাজও বৃদ্ধি পায়।

৭.৬ সমাজকল্যাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

(১) প্রধান সেবাসমূহ

প্রধান সেবাসমূহ	বিবরণ
দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা	প্রযোজ্য নয়
কর্পোরেশনের নিজ খরচে নগরীতে দুঃস্থ এবং পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা;	প্রযোজ্য নয়
ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা;	প্রযোজ্য নয়
শিক্ষা কার্যক্রম (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়নসহ বয়স্ক শিক্ষা এবং শিক্ষা বৃত্তি)	৩০টি ওয়ার্ডে ২০টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু রয়েছে। ১টি নার্সিং কলেজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সামাজিক কার্যক্রম	অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা ও পুরুষ ফুটবল দল সিটি কর্পোরেশন এর টিম অংশগ্রহণ করে এবং জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপে ও সিটি কর্পোরেশন এর টিম অংশগ্রহণ করে।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা	নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহ করার মোট সংখ্যা (হেমতখাঁ গোরস্থানে বেওয়ারিশ লাশগুলোর দাফন সম্পন্ন করা হয়)।	১৫	১৯
সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সামাজিক কার্যক্রম	আর্থিক বছরে সংগঠিত সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের মোট সংখ্যা	০	৩টি
	অর্থবছরে স্পনসর করা মোট সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সংখ্যা	০	০
পাঠাগার	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত লাইব্রেরি ব্যবহারকারীর সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
দু:স্থদের জন্য সহায়তা	সিটি কর্পোরেশন ভর্তুকি প্রদান করেছে এমন দুঃস্থ উপকারভোগীর মোট সংখ্যা	০	০
	উক্ত অর্থবছরে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সিটি কর্পোরেশনের সহায়তার মোট পরিমাণ	০	০

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
	উক্ত অর্থবছরে শিক্ষা, বিবাহ ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশনের সহায়তার মোট পরিমাণ	৩২,৩৭,৫০০ টাকা	৬২,৬৪,০০০ টাকা

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	**উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন** হয়নি।

অধ্যায় ৮: প্রশাসনিক উন্নয়ন ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম

৮.১ লক্ষিত কার্যাবলী, উদ্দেশ্য ও ফলাফলসমূহ

বিভাগ/শাখা	রাজস্ব বিভাগ
লক্ষিত কার্যাবলী:	১. অটো লাইসেন্স ও ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনে প্রদান।
উন্নয়ন/উদ্ভাবনী কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:	১. মহানগরবাসীকে সহজ প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদান।
কার্যক্রম:	১. অনলাইনে অটো লাইসেন্স চালু হয়ে গেছে। ২. অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান শীঘ্রই চালু হবে।
অগ্রগতি/ফলাফল:	১. সেবা কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রম	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী (সিসি বা এক্সটারনাল)	ফ্যাসিলিটেটর (অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক)	শুরুর তারিখ (দিন/মাস/বছর)	মোট দিন	ঘণ্টা/প্রতিদিন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
							কর্মকর্তা/কর্মচারী	নির্বাচিত প্রতিনিধি
১.	ট্রেনিং অন ইন হাউজ মেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট	এসএম সম্রাট, ট্রেনিং অফিসার, প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, রাসিক	১	৭.৭.২০২৪	৭	২	৫০	০
২.	সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)	-	১৬.৬.২০২৫	৩	৮	৬	০
৩.	সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)	-	২১.৬.২০২৫	৩	৮	৬	০
৪.	সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)	-	২৪.৬.২০২৫	৩	৮	৫	০
৫.	সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত অবহিতকরণ	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)		২৩.১২.২০২৪	২	৮	৩০	০

৬.	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন টু পার্টিসিপেট ইন দ্য টওট অন সেফলি ম্যানেজড অন সাইট স্যানিটেশন ট্রান্সফরমেটিভ টেকনোলজিক্যাল সলিশন ফর সিটি ডোয়েলার্স ডুরিং	আইটিএন-বুয়েট ও ইউনিসেফ	-	৭.১২. ২০২৪	৩	১০	৮	

অধ্যায় ৯. কর্পোরেশন ও কমিটির সভা

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত
৬ অক্টোবর ২০২৪	১. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটির সদস্যগণ দ্বারা কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন এবং ওয়ার্ড বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। ২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৫০(১) ধারার আলোকে ১৪ (চৌদ্দ) টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।	১. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটির সদস্যগণ যে যে ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করেন, সে সংক্রান্ত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৫০ (১) ধারার আলোকে ১৪ (চৌদ্দ) টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয়।
১০ নভেম্বর ২০২৪	১. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রনাধীন “সিটি সেন্টার” মার্কেটের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত দোকান/স্পেস বরাদ্দ মূল্য, বরাদ্দ মূল্যের ১০% আয়কর ও ১৫% মূল্য সংযোজন কর বাবদ অর্থ জমা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন। ২. ০৫/২৩-২৪ নম্বর এলএ কেসভুক্ত “সিটি কবরস্থান এবং ঈদগাহ মাঠ” নির্মাণার্থে ৪.৬১৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবিত প্রকল্প বাতিল সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	১. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন “সিটি সেন্টার” মার্কেটের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত দোকান/স্পেস বরাদ্দ মূল্য, বরাদ্দ মূল্যের ১০% আয়কর ও ১৫% মূল্য সংযোজন কর বাবদ অর্থ জমাকরণের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহার পূর্বক পুণরায় নোটিশ প্রদানের জন্য সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. ৩৫/২৩-২৪ নম্বর এলএ কেসভুক্ত “সিটি কবরস্থান এবং ঈদগাহ মাঠ” নির্মাণার্থে ৪.৬১৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবিত প্রকল্প বাতিলকরণের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০১ ডিসেম্বর ২০২৪	১. বেসরকারি হোল্ডিং এর কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাকা আবাসিক ১.২০ (এক টাকা বিশ পয়সা) টাকা এর স্থলে ১.০০ (এক) টাকা নির্ধারণের বিষয়টি সংশোধন করার আলোচনা হয়।	১. বেসরকারি হোল্ডিং এর কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাকা আবাসিক ১.২০ (এক টাকা বিশ পয়সা) টাকা এর স্থলে ১.০০ (এক) টাকা নির্ধারণের বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত
	২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পরিষ্কার মহানগরী হিসেবে সুপরিচিত। বর্তমানে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু ড্রেনসমূহ অপরিষ্কার রয়েছে। উক্ত ড্রেনসমূহ পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি মহানগরীর নাগরিকবৃন্দকে ড্রেন পরিষ্কার রাখার বিষয়ে সচেতনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে আলোচনা হয়।	২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পরিষ্কার মহানগরী হিসেবে সুপরিচিত রাখার জন্য ড্রেনসমূহ পরিষ্কারের পাশাপাশি মহানগরীর নাগরিকবৃন্দকে সচেতনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বসম্মত সিদ্ধন্ত গৃহীত হয়।
০২ মার্চ ২০২৫	১. নগর ভবন সংস্কার। ২. সিটি কর্পোরেশনের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি।	১. (ক) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেয়র/প্রশাসক অফিস, স্টাফ, কনফারেন্সরুম, দর্শনার্থী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কক্ষ ব্যবহার উপযোগী করতে আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ৫২,৪০,৮৮২.৪৮ (বায়ান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত বিরাশি টাকা আটচল্লিশ পয়সা) টাকা এবং শুধুমাত্র মাননীয় মেয়র/প্রশাসক অফিস'র রেস্ট হাউস ও অন্যান্য সংস্কার কাজের অবশিষ্ট সিভিল ওয়ার্ক সম্পাদনের লক্ষে সম্ভাব্য ৩৫,০০,০০০.০০ (পয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) সাধারণ/সংরক্ষিত কাউন্সিলর কক্ষগুলি যেহেতু এখনই ব্যবহার হচ্ছে না, সেহেতু সেগুলিসহ সরিৎ দত্ত গুপ্ত সভাকক্ষ, এনেক্স হলরুম, অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কক্ষ সংস্কার ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য সিভিল, আসবাবপত্র ও বৈদ্যুতিক কাজের পৃথক পৃথক প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ প্রাক্কলন প্রস্তুতি ও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে দরপত্র আহবানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৪ মার্চ ২০২৫	১. রাজশাহী কেন্দ্রীয় বোটানিক্যাল গার্ডেন এর ১, ২, ৩ ও ৪ নং গেটের পার্টিশন গ্লাস, জানালা ও সুইং দরজার গ্লাস রিপায়ারিং ও নতুন গ্লাস উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কাজটি সম্পাদন। ২. রাজস্ব আদায় অব্যাহত রাখার স্বার্থে পৌরকর আদায়, বাজারে দোকান	১. রাজশাহী কেন্দ্রীয় বোটানিক্যাল গার্ডেন এর ১, ২, ৩ ও ৪ নং গেটের পার্টিশন গ্লাস, জানালা ও সুইং দরজার গ্লাস রিপায়ারিং ও নতুন গ্লাস উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কাজটি সম্পাদন করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. পৌরকর আদায়, বাজারে দোকান

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত
	ভাড়া আদায় ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায় এ তিনটি (এপ্রিল-জুন) ৩ (তিন) মাস সারচার্জ মওকুফকরণ।	ভাড়া আদায় ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায় এ তিনটি খাতে বকেয়ার উপর এপ্রিল ২০২৫ মাসের জন্য সারচার্জ মওকুফ রাখার বিষয়টি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩০ জুন ২০২৫	১. রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যান জামে মসজিদ নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ১.৫০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা নির্বাহ সম্পর্কে আলোচনা। ২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক শিক্ষা বৃত্তি চালু করা প্রয়োজন। এ খাতে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকার ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে বরাদ্দ রাখা এবং ফিক্সড ডিপোজিটের লভ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে আলোচনা। ৩. বোয়ালিয়া ক্লাবের সম্মুখভাগে ফাঁকা জায়গায় জেলা প্রশাসক, রাজশাহী হতে প্রাপ্ত চাহিদায় রাজশাহী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের প্রাক্কলিত ব্যয় ১,০০,০০,০০০.০০ (এক কোটি) টাকা সম্পর্কে আলোচনা।	১. রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে টিনসেড ওয়াক্তিয়া মসজিদের পরিবর্তে পশ্চিম অংশে ফাঁকা জায়গায় সম্ভাব্য ৩৩০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী বিশেষ বরাদ্দ থেকে ১.৫০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে (আলোচ্যসূচি ৭ এ গৃহীত স্কিম এর তালিকার ১ নং ক্রমিকে সংযুক্ত) বাস্তবায়নের সুপারিশ এবং আগামী ১০ মহরম ১৪৪৭ হিজরী ০৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক শিক্ষা বৃত্তি চালু করার উদ্দেশ্যে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকার ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে বরাদ্দ রাখা এবং ফিক্সড ডিপোজিটের লভ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. বোয়ালিয়া ক্লাবের সম্মুখভাগে ফাঁকা জায়গায় ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণে সম্ভাব্য ১,০০,০০,০০০.০০ (এক কোটি) টাকা ব্যয়ে নির্বাহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা

(১) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	প্রশাসক, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
২.	সদস্য	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৪.	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)	বাজেট কাম-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২৯.১০.২০২৪	১. জুলাই-২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর- ২০২৪ পর্যন্ত প্রকৃত আয় ও ব্যয় নিয়ে পর্যালোচনা ও প্রস্তাব।	১. (ক) মহানগরীতে যে সব সিনেপ্লেক্স রয়েছে সেগুলো থেকে বিধি মোতাবেক প্রমোদকর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	২. অত্র কর্পোরেশনের নিকট বিভিন্ন সংস্থার বকেয়া দাবি পরিশোধ। ৩. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৩০টি ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত কাউন্সিলরগণের সম্মানী, কার্যালয়ের ভাড়া ও অফিস ব্যবস্থাপনা খরচ কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে নগদ প্রদান। ৪. রাজস্ব বিভাগের কাজের প্রয়োজনে ৩ (তিন)টি কম্পিউটার, ৩ (তিন)টি ডট প্রিন্টার, ১ (এক)টি ফটোকপি মেশিন ও সরবরাহকৃত ৭ (সাত)টি সিপিইউ এর সহিত মনিটরসহ অন্যান্য সামগ্রী জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ। ৫. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এরিয়ায় রাস্তার বাতির বিদ্যুৎ বিল যৌক্তিক পর্যায়ে আনায়ন। ৬. পরিচ্ছন্ন কাজে জ্বালানী ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে আনায়ন। ৭. পরিবহণ শাখায় নতুন সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির ভাড়া নির্ধারণ। ৮. জুলাই- ২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর-২০২৪ পর্যন্ত প্রদানকৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিয়মিত/অনিয়মিত অনুদান সম্পর্কে অবহিতকরণ। ৯. বিএমডিএফ এর বকেয়া পাওনা পরিশোধকরণ। ১০. মৎস্য ভবনের বকেয়া পাওনা পরিশোধ। ১১. রাস্তা কর্তনের ক্ষতি পূরণের অর্থ ফেরত প্রদান। ১২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের কম্পিউটার সামগ্রী, স্টেশনারী মালামালসহ ইত্যাদি মালামাল ক্রয়।	করা হয়। ১. (খ) অর্থ বছরের যে সময় পর্যন্ত প্রকৃত আয় ও ব্যয় উপস্থাপন হবে সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের আয় ও ব্যয়ের চিত্র উপস্থাপন করার জন্য বাজেট কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া সভায় জুলাই-২৪ হতে সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত আয় ও ব্যয় অনুমোদন করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২. সরকারি বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেন তাদের অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে ডিসেম্বরের মধ্যে পত্র প্রেরণ করে সেজন্য প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৩. কাউন্সিলরগণের সম্মানী বাবদ ৫,০০০/- টাকা চেকের মাধ্যমে এবং ওয়ার্ড কার্যালয় ভাড়া ৮,০০০/- টাকা ও অফিস ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাবদ ৪,০০০/- টাকা দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ড সচিবদের চেকের মাধ্যমে/তাদের ব্যাংক হিসাবে প্রদানের প্রস্তাব করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৪. জরুরী ভিত্তিতে রাজস্ব বিভাগের উপস্থাপিত কম্পিউটার ক্রয় বাবদ প্রস্তাবিত ব্যয় অনুমোদনসহ অতি প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, কিবোর্ড, মাউসসহ ইত্যাদি মালামাল চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করার জন্য ভান্ডার শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৫. (ক) শীতকালে যেন সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ লাইন থেকে কোনো অবৈধ সংযোগ না নিতে পারে সে বিষয়ে তদারকি জোরদার করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ৫. (খ) বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ের জন্য নগরীর সকল রাস্তায় একটির পর একটি স্ট্রিট লাইট রাত ৯ ঘটিকা হতে বন্ধ এবং হাইমাস পোলের লাইট রাত ১২টার পরিবর্তে ১১ঘটিকায় বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৫. (গ) সিটি কর্পোরেশন এরিয়ার বাইরে যে সকল স্ট্রিট লাইট রয়েছে তা আগামী দুই মাসের মধ্যে সড়ক জনপথ বিভাগ ও কাটাখালি, নওহাটা পৌরসভার সঙ্গে আলাপ করে তাদের অনুকূলে স্ট্রিট লাইটের বিল পরিশোধের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎকে নেসকোর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৫. (ঘ) নিয়মিত মাসিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৬. যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রাধিকার ভুক্ত নয় কিন্তু দাপ্তরিক প্রয়োজন আছে এমন সংখ্যক গাড়ি/মটর

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		সাইকেল পরিবহণ পুল থেকে সংগ্রহ করার নির্দেশনা প্রদান করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৭. পরিবহণ শাখায় যানবাহনের প্রস্তাবিত ভাড়া আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৮. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিয়মিত/অনিয়মিত অনুদান অনুমোদনের প্রস্তাব করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৯. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে দ্রুত বিএমডিএফ এর বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার প্রস্তাব করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১০. মৎস্য ভবনের বকেয়া সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে অতি দ্রুত পরিশোধ করার প্রস্তাব করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১১. সভায় গোবিন্দ কুমার কর্মকার, ২১৯ সাগরপাড়া, ওয়ার্ড নং-২২ এর জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের প্রস্তাব করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১২. রাজস্ব বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য সকল বিভাগে জরুরী ভিত্তিতে অতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার সামগ্রী, টোনার, ফটোকপির কালি, কলম, কাগজ, রেজিষ্টার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মালামাল জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় করার প্রস্তাব করে তা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।
২৮.১১.২০২৪	১. জুলাই-২০২৪ হতে অক্টোবর-২০২৪ পর্যন্ত প্রকৃত আয় ও ব্যয়। ২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারীর মাসিক কাজের অনুমোদন প্রদান। ৩. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সচিবালয়ের ন্যায় নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও প্রস্তাব। ৪. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, মিডল্যান্ড ব্যাংক লিঃ ও গ্রীন প্লাজার জন্য পৃথক মিটারসহ বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান। ৫. স্থানীয় সরকার বিভাগের পত্রের আলোকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগে দাখিলকৃত বিলের বিপরীতে সরবরাহকারীর ব্যাংক হিসাব অন্তর্ভুক্তকরণ।	১. বাজেট কাম হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত জুলাই-২০২৪ হতে অক্টোবর-২০২৪ পর্যন্ত আয়-ব্যয় অনুমোদনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২. সরকার গঠিত ২য় সাধারণ সভার গঠিত কমিটির মাধ্যমে আগামীতে কোন বিভাগ/শাখার দৈনিক মজুরিভিত্তিক জনবল মাসে কত দিন কাজ করবে সে বিষয়ে সুপারিশ করবে। অতঃপর সাধারণ সভায় আলোচনা সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন হবে। ৩. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সচিবালয়ের ন্যায় নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ করার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে আগামী জানুয়ারি-২০২৫ এর মধ্যে প্রতিবেদন অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিতে পেশ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৪. সভায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ভবনের সহিত আলাদা করে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, মিডল্যান্ড ব্যাংক লিঃ ও গ্রীন প্লাজার জন্য পৃথক মিটারসহ বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর (বিদ্যুৎ)কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৫. বাজেট কাম হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগে দাখিলকৃত বিলের

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	৬. তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রের লাইসেন্স রাজস্ব বিভাগের মাধ্যমে প্রদান। ৭. রাজশাহী প্রেস ক্লাবের আহ্বায়কের আবেদনের প্রেক্ষিতে অফিস সংস্কার, আসবাবপত্র ও কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান। ৮. রাজশাহী সমগ্র (রাজশাহীর সামগ্রিক ইতিহাস) গ্রন্থের (আনুমানিক ২০০০ পৃষ্ঠা) প্রকাশনা বাবদ সম্ভাব্য ব্যয় (৫০০ কপি) ১৪,৫০,০০০/- টাকা অনুমোদন। ৯. পঞ্চবার্ষিকী এ্যাসেসমেন্ট ২০২৪-২০২৫ বেসরকারি হোল্ডিং বাস্তবায়ন। ১০. রাজশাহী সিটি নার্সিং কলেজের ব্যয় অনুমোদন। ১১. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনরে সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভুত শাখা/বিভাগ বিলুপ্তকরণ।	বিপরীতে সরবরাহকারীর ব্যাংক হিসাব অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে অবহিতকরণের দ্বায়িত্ব প্রদান করা হয়। ৬. যে সমস্ত ব্যবসায়ী সিগারেট জাতীয় পণ্য বিক্রয়/বিপনণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে পৃথক লাইসেন্স না দিয়ে সর্বনিম্ন ৫০ টাকা ও সর্বোচ্চ ১০% অতিরিক্ত ফি যুক্ত করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৭. সভায় উন্নয়ন তহবিলের/নিজস্ব তহবিলের আর্থিক সচ্ছলতা সাপেক্ষে প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে প্রেসক্লাবটি সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৮. (১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাসিক- আহব্বায়ক (২) পরিচালক বরেন্দ্র সিটি মিউজিয়াম- সদস্য। (৩) অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাবি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত)- সদস্য। (৪) অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, রাবি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত)- সদস্য। (৫) অধ্যাপক রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগ, রাবি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত)- সদস্য। উল্লেখিত কমিটির মাধ্যমে প্রকাশনা, লেখকের পারিশ্রমিক সার্বিক কাজ সম্পন্ন হবে। উক্ত ব্যয় ১৪,৫০,০০০.০০ (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার মধ্য সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ৯. (ক) পঞ্চবার্ষিকী এ্যাসেসমেন্ট ২০২৪-২০২৫ বেসরকারি হোল্ডিং বাস্তবায়ন আগামী পহেলা জুলাই ২০২৫ হতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৯.(খ) বেসরকারি হোল্ডিং এর ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বের রেট অর্থাৎ পাকা আবাসিক ১.২০ টাকা, আধা-পাকা আবাসিক ০.৬০ টাকা, পাকা বাণিজ্যিক ৩.০০ টাকা, আধা-পাকা বানিজ্যিক ১.২০ টাকা হারে নির্ধারণ করলে বাৎসরিক বেসরকারি হোল্ডিং কর নির্ধারণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৯.(গ) বেসরকারি হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে হোল্ডিং মালিকগণকে পঞ্চবার্ষিক করের বিষয়ে আগামী ১লা জুলাই হতে অবহিতকরণের জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১০. (ক) রাজশাহী সিটি নার্সিং কলেজের বাৎসরিক পরিচালনা বাবদ (বেতনভাতা ও আনুষঙ্গিক) ২ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। ১০. (খ) এ খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ আয়-ব্যয়ের হিসাব নতুনভাবে গঠিত পরিচালনা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক হিসাব কলেজের অধ্যক্ষ যথা নিয়মে প্রদান করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১০. (গ) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আলাদা উইং হিসাবে সরকারের অডিট কমিটির নিকট আয়-ব্যয় হিসাব পেশ করবেন। ১০. (ঘ) পরবর্তী বেতনভাতাদি প্রদানের পূর্বে সিটি নার্সিং কলেজের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		বেতনভাতার বিস্তারিত হিসাবসহ প্রকৃত প্রতিবেদন অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভায় পেশ করতে হবে। ১১. (ক) ১. ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও টুরিজম শাখা, ২. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শাখা, ৩. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট শাখা, ৪. প্রকিউরমেন্ট এন্ড লজিস্টিক শাখা, ৫. সামাজিক বিরোধ নিস্পত্তি শাখা, ৬. ধর্ম বিষয়ক শাখা, ৭. এনফোর্সমেন্ট এন্ড মনিটরিং শাখা, ৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ শাখা, ৯. আইসিটি শাখা, ১০. সিটি মিউজিয়াম ও আর্কাইভ শাখা, ১১. জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, ১২. অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী সহায়তা শাখা, ১৩. অন্যান্য পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র, ১৪. শিক্ষা ও আইসিটি শাখা, ১৫. আইন ও বিচার বিভাগ, ও ১৬. নারী ও শিশু কল্যাণ শাখা/বিভাগ বিলুপ্ত শাখা হিসাবে বিবেচিত হবে। ১২. (খ) উল্লেখিত শাখা/বিভাগ হতে ১৪২ জন অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় তাদেরকে পর্যায়ক্রমে দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী হতে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া উল্লেখিত শাখা/ বিভাগ হতে দক্ষ ৩৭ জন দাপ্তরিক কাজে অপরিহার্য হওয়ায় বিভিন্ন শাখা/বিভাগে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সংযুক্ত করা হলো। ১২. (গ) উল্লেখিত জনবল ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশেধিত বাজেট ও প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।
৪.৬.২০২৫	১. ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত খসড়া বাজেট ও ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট চুড়ান্তকরণ। ২. স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুতোষিক তহবিল খাতে অর্থ প্রদান। ৩. কাউন্সিলরগণের বর্ধিত সুযোগ সুবিধা বহাল রাখা।	১. (ক). সভায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত আয় ও ব্যয় এর প্রস্তাব বিশেষ সাধারণ সভায় (বাজেট) অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। ১. (খ) সভায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা/গাইডলাইন অনুসরণ করে কোড ভিত্তিক বাজেট প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২. সভায় নীতিগতভাবে আনুতোষিক তহবিল গঠনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরবর্তী সভায় বাজেট বরাদ্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৩. বর্ধিত সুযোগ সুবিধার বিষয়টি অনুমোদিত না হলে গৃহীত বর্ধিত অর্থ কর্পোরেশনের তহবিলে ফেরত প্রদানের অঙ্গিকার করে গ্রহণ করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
২৯.৬.২০২৫	১. ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত খসড়া বাজেট ও ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট চুড়ান্তকরণ। ২. স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুতোষিক তহবিল খাতে অর্থ প্রদান।	১. সভায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে =২৩৭,৯৬,৯৭,৯৪২.০৯ (দুইশত সাইত্রিশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত বিয়াল্লিশ টাকা নয় পয়সা) ও উন্নয়ন সহায়তা খাতে =৫৬৮,৬৪,২৩,২৬৯.২৭ (পাঁচশত আটষট্টি কোটি চৌষট্টি লক্ষ তেইশ হাজার দুইশত উনসত্তর টাকা সাতাশ পয়সা) সহ মোট =৮০৬,৩৬,২১,২১১.৩৭ (আট

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	৩. দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান (ফান্ড)।	শত ছয় কোটি ছত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার দুই শত এগারো টাকা সাইত্রিশ পয়সা) টাকা বাজেট প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে আগামী বিশেষ সাধারণ সভায় (বাজেট) উপস্থাপনের সুপারিশ গৃহীত হয়। ২. সভায় আনুতোষিক তহবিল খাতে ৫০ কোটি (পঁঞ্চাশ কোটি) টাকা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। উক্ত অর্থ তহবিলের বিপরীতে ফিক্স ডিপোজিট থাকবে এবং এর মুনাফার অর্থ আনুতোষিক তহবিল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। জমাকৃত ৫০ কোটি (পঁঞ্চাশ কোটি) টাকা মূলধন হিসাবে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে। ৩. সভায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেটে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান (ফান্ড) খাতে ৫,০০,০০,০০০.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ নির্দিষ্ট হিসাবে প্রদানের পর তা এফডিআর করতে হবে। প্রাপ্ত মুনাফা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয় হবে। এ অর্থ স্থায়ী মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।
২.	সদস্য	উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	সহকারী বন সংরক্ষক, সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহী।
৪.	সদস্য-সচিব (পদাধিকার বলে)	প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
১৯.১১.২০২৪	০১. Excavator মেশিন দ্বারা রাজশাহী মহানগরীর প্রধান প্রধান নর্দমার কাদামাটি পরিষ্কার।	১. মহানগরীর যে সমস্ত প্রধান প্রধান নর্দমার কাদামাটি Excavator মেশিন দ্বারা পরিষ্কার করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী Excavator মেশিন ০২ টি (১টি বড় ও ১টি ছোট), ছোট হাইড্রোলিক ট্রাক ১০ টি, আইস্যার বড় ড্রাম ট্রাক ০৪ টি, লো-বেড ট্রেইলর ২টি (ছোট ১টি, বড় ১টি) দ্বারা পরিষ্কার করতে জ্বালানী ৬০৫১০ লিটার অর্থাৎ টাঃ ৬৬,০৮,৯০২.০০ (ছিষট্টি লক্ষ আট হাজার নয়শত দুই টাকা) ব্যয়ের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৌশল বিভাগের পরিবহণ শাখাকে অবহিতকরণের সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ড্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণেরও সুপারিশ গৃহীত হয়।
	০২. শ্রমিক নিযুক্ত করে রাজশাহী	২. রাজশাহী মহানগরীর যে সমস্ত প্রধান প্রধান নর্দমা

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	মহানগরীর প্রধান প্রধান নর্দমার কাদামাটি পরিষ্কার।	Excavator মেশিন দ্বারা পরিষ্কার করা সম্ভব হবে না, সে সমস্ত নর্দমা ১০০ জন শ্রমিক ০৩ মাসের জন্য নিযুক্ত করে নর্দমা পরিষ্কার করার সুপারিশ গৃহীত হয়। প্রয়োজনে নর্দমা পরিষ্কারের সময় বৃদ্ধি করার সুপারিশ গৃহীত হয়। ১০০ জন শ্রমিক ০৩ মাস অর্থাৎ ৯০ দিনের জন্য নিয়োজিত করে কাজটি সম্পাদন করতে টাঃ ১০০ জন×৬০০/-হিঃ×৯০ দিনে = টাঃ ৫৪,০০,০০০/- (চুয়ান্ন লক্ষ টাকা) ব্যয়ের সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়। প্রয়োজনে পরবর্তীতে প্রধান প্রধান নর্দমা পরিষ্কারের সময় বৃদ্ধি করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থাপনা (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) স্থায়ী কমিটি

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	পরিচালক, স্বাস্থ্য, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
২.	সদস্য	উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী।
৪.	সদস্য-সচিব (পদাধিকার বলে)	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
১৪.১১.২০২৪	১. হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৪।	১. আগামী প্রজন্মকে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে জাতীয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ মূল্যবান টিকার অপচয় রোধকল্পে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যথাসময়ে টিকা সম্পন্নকরনে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়।
	২. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পদটি ৫ম গ্রেডে উন্নীতরকণ।	২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পদটি ৬ষ্ঠ গ্রেডের পরিবর্তে ৫ম গ্রেডে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
	৩. সিটি হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় মালামাল ও ইকুইপমেন্ট ক্রয় প্রসঙ্গে।	৩. সিটি হাসপাতালের সেবার পরিধি বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে তালিকা মোতাবেক মালামাল ও ইকুইপমেন্টগুলি জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহের জন্য অত্র কর্পোরেশন কমিটিকে সুপারিশ প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৩.১.২০২৫	১. হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৪ এর ফলাফল প্রসঙ্গে।	১. আগামী প্রজন্মকে জরায়ূমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে ‘হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৪ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সফল হওয়ায় এবং এর সহযোগিতায় স্কুল কর্তৃপক্ষ এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামীতেও এ ধরনের কার্যক্রমে সহযোগিতা কামনা করে সভায়

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়।
২৩-০৩-২৫	১. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী দৃঢ়করণে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান প্রসঙ্গে	১. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী ঝরে পড়া প্রতিরোধ, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী দৃঢ়করণে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে একমত পোষণ করে আগামী সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়।
	২. জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ১৫ মার্চ ২০২৫ পরবর্তী ফলাফল প্রসঙ্গে।	২. জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য এ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনগণ, জনপ্রতিনিধি এবং মহানগরীর সকল মসজিদ, মাদ্রাসাসহ সকল সকরারি-বেসরকারি স্কুল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানোর সুপারিশ গৃহীত হয়।

(৪) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি

নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
২.	সদস্য	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	নির্বাহী প্রকৌলশী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
৪.	সদস্য-সচিব (পদাধিকার বলে)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
৬.১১.২০২৪	১. পুরাতন আরডিএ ভবনের পেছনে রাস্তা সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। ২. ১৯ নং ওয়ার্ড, মদিনানগর মসজিদের পাশে গোরস্থানের ভূমি অধিগ্রহণ। ৩. নওদাপাড়া বাস টার্মিনালের পিছনের জায়গায় ভূমি অধিগ্রহণ। ৪. "শহীদ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এঁর সমাধিসৌধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প স্থগিত। ৫. IRG Development Services Limited এর ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির বিল প্রদান। ৬. আলিফ লাম মীম ভাটার মোড় থেকে কাশিয়াডাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তার ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এবং প্রকল্প গ্রহণ। ৭. কোভিড-১৯ প্রকল্পে অন্তভুর্ক্ত স্কিমমসমূহের অনুমোদন।	১. বর্তমানে পুরাতন আরডিএ ভবনের পেছনে রাস্তা সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ স্কিম স্থগিত রাখার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ গৃহীত হয়। ২. মদিনানগর মসজিদের পাশে গোরস্থানের ভূমি অধিগ্রহণ বাতিলের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করার সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৩. নওদাপাড়া বাস টার্মিনালের পিছনের জায়গায় ভূমি অধিগ্রহণ খাতে বাজেট না থাকায় আপাতত ভূমি অধিগ্রহণ বাতিলের সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৪. "শহীদ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এঁর সমাধিসৌধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প স্থগিত রাখা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৫. সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে IRG Development Services Limited এর ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এর বিল প্রদান করার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে আগামীতে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপনের সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	৮. রাজশাহী মহানগরীর অভ্যন্তরে ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের উদ্যোগ গ্রহণ। ৯. নগর ভবনসহ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব স্থাপনাসমূহের নক্সা অনুমোদন/সম্মতি প্রদান।	৬. আলিফ লাম মীম ভাটার মোড় থেকে কাশিয়াডাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তার জন্য প্রাপ্ত ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি গ্রহণ এবং ডিপিপি প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৭. কোভিড-১৯ প্রকল্পে অন্তভুর্ক্ত স্কিমসমূহের অনুমোদন করার বিষয়ে সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৮. রাজশাহী মহানগরীর অভ্যন্তরে ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যানের উদ্যোগ গ্রহণ করে Consultant নিয়োগ প্রসঙ্গে সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৯. নগর ভবনসহ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব স্থাপনাসমূহের প্রস্তুতকৃত নক্সা অনুমোদনের জন্য রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণের সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫) *হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি

হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী।
২.	সদস্য	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলি কমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), রাজশাহী।
৩.	সদস্য	সহকারী বন সংরক্ষক, সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহী।
৪.	সদস্য-সচিব (পদাধিকারবলে)	বাজেট কাম-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

*এ কমিটির সভা হয়নি

(৬) নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি

নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
২.	আহবায়ক	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৪.	সদস্য	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৫.	সদস্য-সচিব (পদাধিকারবলে)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২৩.১০. ২০২৪	১. TID: 861896, "শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান চত্বর রেলক্রসিং-এ ফ্লাইওভার নির্মাণ (পার্ট-বি)" কাজ প্রসঙ্গে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ গ্রহণ। ২. TID: 768727 এবং TID: 810817, মহানগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট, মিন্টু চত্বর-	১."শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান চত্বর রেলক্রসিং-এ ফ্লাইওভার নির্মাণ (পার্ট-বি)" কাজের জন্য কনসালটেন্ট, ডিজাইনার এবং স্থানীয় অভিযোগকারীদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ আকারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. নির্মিত ০৮টি ফুটওভার ব্রিজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর সম্পন্ন

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	৩, পলিটেকনিক মোড়, তালাইমারী মোড়, বিনোদপুর মোড়, রেল স্টেশন, সিএন্ডবি মোড়, মিন্টু চত্বর- এবং মনি চত্বরে মোট ১০টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ। ৩. TID: 819896, "নওদাপাড়া কাঁচা বাজার নির্মাণ" কাজের অগ্রগতি। ৪. TID: 747853, "শালবাগান কাঁচা বাজার নির্মাণ" কাজের অগ্রগতি। ৫. TID: 747852, "ভদ্রা কাঁচা বাজার নির্মাণ কাজ" এর অগ্রগতি। ৬. TID: 701424, "রাজশাহী মহানগরীর ০২ নং ওয়ার্ডে ০২ টি সেকেন্ডারী নর্দমা ও ০২টি কার্পেটিং সড়ক পুনঃনির্মাণ" কাজ। ৭. TID: 701479, "রাজশাহী জেলা জজ কোর্টের বাউন্ডারী ওয়াল, ড্রেন, ফুটপাত, গাছের গোড়া বাঁধানো, ডিভাইডার রেলিং ও কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ" কাজ।	করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ আকারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. "নওদাপাড়া কাঁচা বাজার নির্মাণ" কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে যথা সময়ে বাস্তবায়নের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ আকারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. "শালবাগান কাঁচা বাজার নির্মাণ" পাইলকৃত ফাঁকা অংশে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ আকারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫. "ভদ্রা কাঁচা বাজার নির্মাণ কাজ" এর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত কাজের সাইটটি বুঝিয়ে দিয়ে কাজটি আরম্ভ করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ আকারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬. আহবায়কসহ উপস্থিত সকল সদস্য চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী "রাজশাহী মহানগরীর ০২ নং ওয়ার্ডে ০২ টি সেকেন্ডারী নর্দমা ও ০২টি কার্পেটিং সড়ক পুনঃনির্মাণ" কাজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৭. চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী "রাজশাহী জেলা জজ কোর্টের বাউন্ডারী ওয়াল, ড্রেন, ফুটপাত, গাছের গোড়া বাঁধানো, ডিভাইডার রেলিং ও কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ" কাজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ আকারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৪.৩.২০২৫	১. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ।	১. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের চলতি বিল যাচাই, অগ্রগতি র্পযালোচনা এবং সুপারশি গ্রহণ করা হয়।

(৭) পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি

পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
২.	আহবায়ক	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপারেশনস), রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী।
৪.	সদস্য	সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী।
৫.	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
৫.১১.২০২৪	১. রাজশাহী মহানগরীর প্রধান সড়কসমূহের সড়কবাতি One after one system এর আওতায় এনে বিদ্যুৎ বিল যৌক্তিক পর্যায়ে আনায়ন।	১. রাজশাহী মহানগরীর প্রধান সড়কসমূহে নাগরিক আলোকায়ন সেবা অক্ষুণ্ন রেখে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের নিমিত্তে যৌক্তিক পর্যায়ে সড়ক বাতি প্রজ্জ্বলনের জন্য One after one system এর আওতায় আনা এবং সড়ক বাতিগুলির লাইফ টাইম অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্তে প্রতি

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	২. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিকট প্রাপ্ত নেসকো লিমিটেড, রাজশাহীর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল। ৩. রাজশাহী মহানগরীর ৩০টি ওয়ার্ডে অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।	মাসে Odd/Even পদ্ধতিতে পরিবতর্নের মাধ্যমে সড়ক বাতি প্রজ্জ্বলিত রাখার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. নেসকো লিমিটেড, রাজশাহীর প্রতি মাসের বিদ্যুৎ বিল নিয়মিতভাবে পরিশোধের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সড়ক বাতির লাইন হতে অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন বিচ্ছিন্নকরণে তদারকি জোরদারকরণ এবং প্রয়োজনে অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্নকরণে অত্র কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতা গ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৮) * সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি

সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	নির্বাহী প্রকৌলশী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
২.	সদস্য	উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী।
৪.	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)	গবেষণা কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

*এ কমিটির সভা হয়নি

(৯) পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি

পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী।
২.	সদস্য	উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	সহকারী বন সংরক্ষক, সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহী।
৪.	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)	উপ-সচিব, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২০.১১.২০২৪	১. বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ২. শীতকালীন মৌসুমী ফুল গাছ রোপণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ৩. বিবিধ (ক), (খ)।	১ (ক). মহানগরীর সংস্কারকৃত রোডসমূহে দৃষ্টিনন্দন গাছ রোপণ এবং গাছে পানি দেয়ার জন্য আরও ৩টি পানির গাড়ি ব্যবহার করার অনুমতি দানের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ গৃহীত হয়। ১ (খ). বায়ু ও পরিবেশ দুষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মধ্য শহরের ব্যস্ত রাস্তাসমূহে যেমন- (১) রেলগেট থেকে সিএন্ডবি মোড় পর্যন্ত, (২) তালাইমারী থেকে কোর্ট পর্যন্ত এবং (৩) রেলগেট থেকে ভদ্রার মোড় পর্যন্ত গাড়ি দিয়ে রাস্তায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ গৃহীত।

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		২. বর্ণিত পার্ক ও স্থাপনাসমূহে শীতকালীন মৌসুমী ফুলগাছ লাগানোর জন্য ফুলগাছের চারা, গোবর সার ও কীটনাশক ক্রয় করতে আনুমানিক মোট ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা খরচ হবে। উক্ত টাকা অনুমোদনের নিমিত্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়। ৩ (ক). নতুন সড়ক সবুজায়ন কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এবং সবুজায়ন কার্যক্রম সচল রাখার নিমিত্ত আরো অন্তত ৩০ জন শ্রমিকের কাজে লাগানোর অনুমোদন দানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ গৃহীত হয়। ৩ (খ). রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন রাস্তাসমূহে ও এলাকায় বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম তদারকি করার জন্য এবং গাছ, খুঁটি কিংবা অন্যান্য সরঞ্জামাদী সাইটে নিয়ে যাতায়াতের জন্য পূর্বের ন্যায় পিক-আপ ভ্যান গাড়ি বরাদ্দ অথবা অন্য কোন যানবাহন বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থাগ্র হণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হলো।

(১০) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলি কমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), রাজশাহী।
২.	সদস্য	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী।
৪.	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)	উপপ্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটির আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২৪.১১.২০২৪	১. আসন্ন বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কার্যক্রম।	১. বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিভাগীয়/জেলা প্রশাসন ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে ২টি দলে বিভক্ত হয়ে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকাল ৩.০০ ঘটিকার সময় রাজশাহী মুক্তিযোদ্ধা স্টেডিয়ামে আয়োজনের সুপারিশ গৃহীত হয়। সেই সাথে সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকার সময় নগর ভবনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে সুপারিশ গৃহীত হয়। প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে নিম্ন লিখিত ব্যয় বরাদ্দের সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়। প্রীতি ফুটবল ম্যাচ: ক্র/নং বিবরণ ও অর্থের পরিমাণ ০১ ট্রফি ০২ টি ১৮০০০.০০ টাকা

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		০২ মগ ৩০০ টি ৬০০০০.০০ টাকা ০৩ চকলেট, পানি ও চুইংগাম বাবদ ২০০০.০০ টাকা ০৪ ব্যানার ১২০০.০০ সর্বমোট: ৮১২০০.০০ টাকা। (কথায়: একাশি হাজার দুইশত টাকা) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: ক্র/নং বিবরণ ও অর্থের পরিমাণ ০১ স্টেজ তৈরি বাবদ ৭০০০০.০০ ০২ লাইটিং বাবদ ১৮০০০.০০ ০৩ সাউন্ড সিসটেম বাবদ ২৬০০০.০০ ০৪ গম্ভীরা বাবদ ১৩০০০.০০ ০৫ শিল্পীদের পারিশ্রমিক বাবদ ৩০০০০.০০ ০৬ যন্ত্রীদের পারিশ্রমিক বাবদ ২০০০০.০০ ০৪ সঞ্চালকের পারিশ্রমিক বাবদ ৬৫০০.০০ ০৮ ব্যানার ২০০০.০০ সর্বমোট: ১৮৫৫০০.০০ টাকা। (কথায়: এক লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত টাকা)

(১১) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী।
২.	সদস্য	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৪.	সদস্য-সচিব (পদাধিকার বলে)	ভেটেরিনারি সার্জন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

জন্ম-মৃত্যু স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২৮.১১.২০২৪	১. ওয়ার্ড অনুযায়ী ০-৪৫ এবং ৪৬-০১ বছরের মধ্যে নিবন্ধনকৃত শিশুর শতকরা হার।	১. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সকল ওয়ার্ড সচিব ও টিমলিডারদের নিয়ে অতি দ্রুত একটি জুম/সরাসরি সভা করার সুপারিশ গৃহীত হয়। ২. সকল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকদের নিয়ে পববর্তীতে সভা করার লক্ষ্যে সুপারিশ গৃহীত হয়। ৩. সাপ্তাহিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের রিপোর্ট সকল ওয়ার্ড সচিবগণ স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন শাখায় জমা করার জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়।
০৫.১২.২০২৪	১. সকল ওয়ার্ড সচিবগণ ও টিমলিডারসহ ওয়ার্ড অনুযায়ী ০-৪৫ এবং ৪৬-০১ বছরের মধ্যে নিবন্ধনকৃত শিশুর শতকরা হার।	১. সুবিধাজনক সময়ে বিভাগীয় কমিশনারসহ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, সকল ওয়ার্ড সচিব ও টিম লিডারদের নিয়ে অতি দ্রুত জন্ম ও মৃত্যু আইন-২০০৪ অনুযায়ী সভা করার সুপারিশ গৃহীত হয়। ২. সাপ্তাহিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের রিপোর্ট সকল ওয়ার্ড সচিব এবং টিম লিডারের স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন শাখায় জমা করার জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। ৩. WhatsApp group খুলে সকল নিবন্ধক ও ওয়ার্ড সচিবদেরকে গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২৫.৫.২০২৫	১. সিটি কর্পোরেশনের গোরস্থানসমূহের পাশাপাশি পারিবারিক গোরস্থানে দাফনকৃত ব্যক্তিদের নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ।	১. যে সকল ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধনের শতকরা হার ৮০% এর কম থাকবে সে সকল ওয়ার্ডে ব্যাখ্যাসহ চিঠি প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির মিটিংয়ে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা বাস্তবায়ন করার বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হয়। ৩. কাউন্সিলরগণ, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকগণ, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ওয়ার্ড সচিবগণ, ডাটা এন্ট্রি অপারেটরগণ ও স্বাস্থ্য সহকারী (টিমলিডার)গণকে নিয়ে একটি সভা করার বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হয়।

(১২) যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি

যোগাযোগ স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
২.	আহবায়ক	উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপারেশনস), রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী।
৪.	সদস্য	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৫.	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)	নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

যোগাযোগ স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২.১২.২০২৪	১. রাজশাহী মহানগরীর যানজট নিরসন এবং যাত্রী ও পরিবহণের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে ইজিবাইক ও চার্জার রিক্সার ব্যবহার বিধি। ২. আন্তঃজেলা বাসগুলিকে শিরোইল বাস টার্মিনাল হতে নওদাপাড়া আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে স্থানান্তর। ৩. রাজশাহী সিটি কর্পোশেনের দাপ্তরিক কাজের স্বার্থে বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে মোটরসাইকেল ও জ্বালানী প্রদান।	১. রাজশাহী মহানগরীর যানজট নিরসন এবং যাত্রী পরিবহণের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে ট্রাফিক বিভাগ, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক সবুজ ও লাল অটোরিক্সা চলাচলের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা চালকগণ মেনে চলছে কি না তার ব্যাপারে ট্রাফিক বিভাগের মনিটরিং জোরদার ও নগরীর কিছু ব্যস্ততম রাস্তা চিহ্নিত করে মনিটরিং অধিকতর জোরদার করার জন্য ট্রাফিক বিভাগ, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত হয়। আটককৃত অটোরিক্সা ও চার্জার রিক্সা রাখার জন্য একটি ডাম্পিং ইয়ার্ড জরুরী প্রতিয়মান হওয়ায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে একটি ডাম্পিং ইয়ার্ড তৈরী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত হয়। অটোরিক্সা ও চার্জার রিক্সা চালকদের ট্রেনিং প্রদানের জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগকে অনুরোধ করার সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২. জনস্বার্থে ও পরিচ্ছন্ন নগরীর যান চলাচল নিশ্চিতকল্পে আন্তঃজেলা বাসগুলিকে শিরোইল বাস টার্মিনাল ব্যবহার না করে বাধ্যতামূলকভাবে নওদাপাড়া বাস টার্মিনাল ব্যবহার এবং শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যাপারে বাস মালিক ও চালকদেরকে নিরুৎসাহিত

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		করা জরুরী বিধায় বিষয়টি ট্রাফিক বিভাগ, রাজশাহী মেট্রোপালিটন পুলিশ ও রাজশাহী বাস মালিক সমিতিকে অবহিত করার ব্যাপারে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৩. চলমান প্রকল্প খাত হতে ক্রয়কৃত মোটরসাইকেল বরাদ্দের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের মতমাত গ্রহণ এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব মোটরসাইকেলের সংখ্যা কম থাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অত্র কর্পোরেশনের প্রশাসনিক আদেশে মোটরসাইকেল ও জ্বালানী প্রদানের সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১৩) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি

বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
২.	সদস্য	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৪.	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটির আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২৭.১১.২০২৪	১. বাজার দর পরিস্থিতি। ২. বাজার দর মনিটরিং।	১. কোনো ব্যবসায়ী অবৈধভাবে ও অসৎ উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত মজুদ বা সিন্ডিকেট করছে কিনা তা নিয়মিত কঠোরভাবে তদারকিকরণ। ২. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে কোন পণ্য বাজারে বিক্রয় হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে মনিটরিং জোরদারকরণ। ৩. মজুদদারী ও কালোবাজারী বন্ধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মনিটরিং এর পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম জোরদারকরণ। ৪. আমদানি ও উৎপাদন স্থল থেকে পাইকারি এবং খুচরা বিক্রেতা হয়ে ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত মূল্য পার্থক্য কমিয়ে আনতে খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতাদের মনিটরিং এর আওতায় আনা। ৫. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সব বাজারে নিয়মিত মূল্য তালিকা হালনাগাদকরণ ও প্রদর্শন নিশ্চিত করা এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৬. প্রচার-প্রচারণা ও গুজবের মাধ্যমে কেউ যাতে বাজার পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার সুযোগ না পায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(১৪) * দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবি	নাম
১.	আহবায়ক	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।
২.	সদস্য	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৩.	সদস্য	সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী।
৪.	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

*এ কমিটির সভা হয়নি।

অধ্যায় ১০ : নাগরিক সম্পৃক্ততা

১০.১ ওয়ার্ড লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি'র (ডব্লিউএলসিসি) সভা

৫ আগস্ট '২০২৪ এর পর ডব্লিউএলসিসি কমিটি গঠন করা হয়নি এবং কোনো সভা হয়নি।

১০.২ সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (সিএলসিসি) সভা

সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (সিএলসিসি) গঠনে কার্যক্রম চলমান।

১০.৩ জনসভা/ জনতার মুখোমুখি

জনসভা/জনতার মুখামুখি কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার কার্যক্রম

জনসচেতনা বৃদ্ধি ও প্রচার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়নি।

১০.৫ নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার

(১) অভিযোগ নিরসন/প্রতিকার

ক্রমিক	সেবাসমূহ	অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা এবং প্রক্রিয়াকরণ*	অভিযোগ নিস্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ নিস্পত্তির শতকরা হার
১.	কর ও ফি	০	০	০
২.	অবকাঠামো	৩	০	০
৩.	পানি সরবরাহ	০	০	০
৪.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৭	৭	১০০%
৫.	গণশৌচাগার	০	০	০
৬.	পাবলিক মার্কেট	০	০	০
৭.	ইপিআই	০	০	০
৮.	সাংস্কৃতিক/খেলাধূলা	০	০	০
	মোট	১০	৭	৭০%

* অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা (জিআরও) কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগগুলি সর্বদা প্রক্রিয়াকরণ করা হয় না, তবে প্রবিধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাগরিক প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ নিরসনের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হয়। সুতরাং প্রাপ্ত অভিযোগগুলি কেবল লিপিবদ্ধ করা হয় না অধিকন্তু সংশ্লিস্ট বিভাগ কর্তৃক এগুলো নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(২) উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং মতামতসমূহ

উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

অভিযোগ গ্রহণ এবং নিস্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
১. পরিচ্ছন্ন, অবকাঠামো ও অন্যান্য বিষয়।	১. সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখার কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

অভিযোগ বিষয়ক প্রতিক্রিয়া/মতামত

১. নাগরিক সেবা কার্যক্রম তরান্বিত হচ্ছে।
২. সেবা সহজলভ্য হওয়ায় অভিযোগকারী নাগরিকগণ সন্তুষ্ট হচ্ছেন।

(৩) নাগরিক জরিপ-এর সংক্ষিপ্ত ফলাফল (যদি জরিপ কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে): জরিপ হয়নি।

অধ্যায় ১১: ফটোগ্যাল্যারী

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান এলাকার মানচিত্র

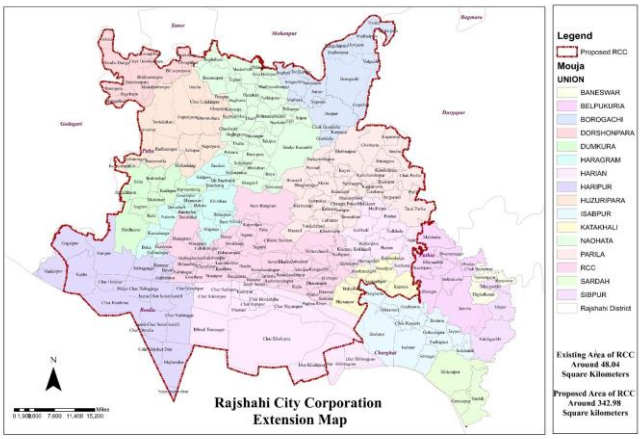

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত বর্ধিত এলাকার মানচিত্র

২ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কমিটির সাধারণ সভা

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের একটি বাণিজ্যিক ভবন স্বপ্নচূড়া প্লাজা। ছবি: ১১ আগস্ট ২০২৪

শহীদ জিয়া শিশু পার্ক, বড় বনগ্রাম, স্থাপন ২০০৬। ছবি: ২৩ এপ্রিল ২০২৫

রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত গোলজারবাগ (গুড়িপাড়া) সংলগ্ন জলাশয়। ছবি: ১২ জুন ২০২৫

মহানগরীর রানীনগরে অবস্থিত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সিটি হাসপাতাল।ছবি: ১৩ এপ্রিল ২০২৫

আইল্যান্ড ও পাশের সবুজায়নসহ তালাইমারি-সাহেব বাজার রাস্তার সড়কবাতি ও ফুটপাতের অংশ। ছবি: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

নওদাপাড়ার সিটি হাট এলাকায় স্থাপিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিশোধন প্লান্ট। ছবি: ২ অক্টোবর ২০২৪

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ চত্বরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন। ছবি: ২১ ডিসেম্বর ২০২৪

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের রাজশাহী সিটি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৮নং ওয়ার্ড কেন্দ্রের শ্রেণি কক্ষের বাহির ও ভিতরের অংশ। ছবি: ২৫ মে ২০২৫

রাজশাহী কোর্টের পাশের রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সড়কের ওভার ব্রিজ। ছবি: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন স্থাপিত নতুনভাবে নির্মাণাধীন মহানগর ঈদগাহ, টিকাপাড়া। ছবি: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

মহানগরীর তালাইমারী মোড় হতে কাটাখালী বাজার পর্যন্ত অযান্ত্রিক যানবাহন লেনসহ ৪ লেন সড়ক নির্মাণ কাজ। ছবি: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নির্মাণাধীন নওদাপাড়ায় বাজার। ছবি: ২৪ এপ্রিল ২০২৫

মহানগরীর পশ্চিমাঞ্চলের ১নং ওয়ার্ডের রায়পাড়া ও ২নং ওয়ার্ডের হড়গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম সরণিতে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের

	অংশ। ছবি: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজশাহী মহানগরীর ডাঁশমারী স্কুল মোড় হতে শ্যামপুর পর্যন্ত স্লোপ প্রটেকশনসহ কার্পেটিং সড়ক নির্মাণ কাজ। ছবি: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নির্মিত রাজশাহী সেনানিবাসে নির্মিত সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন । ছবি: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নির্মাণাধীন ৬ নং ওয়ার্ড কার্যালয় ভবন। ভবনটির দুইটা বেজমেন্ট এবং ১ম ও ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় তলার কলামের কাজ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর ও বেজমেন্ট-এর প্লাস্টার ও গাঁথুনির কাজ চলমান রয়েছে।	নির্মাণাধীন নওদাপাড়ায় বাজার। ছবি: ২৪ এপ্রিল ২০২৫

ইমিউনাইজেশন কভারেজ অ্যাওয়ার্ড ২০১০। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ১১ বার ১ম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়েছে।

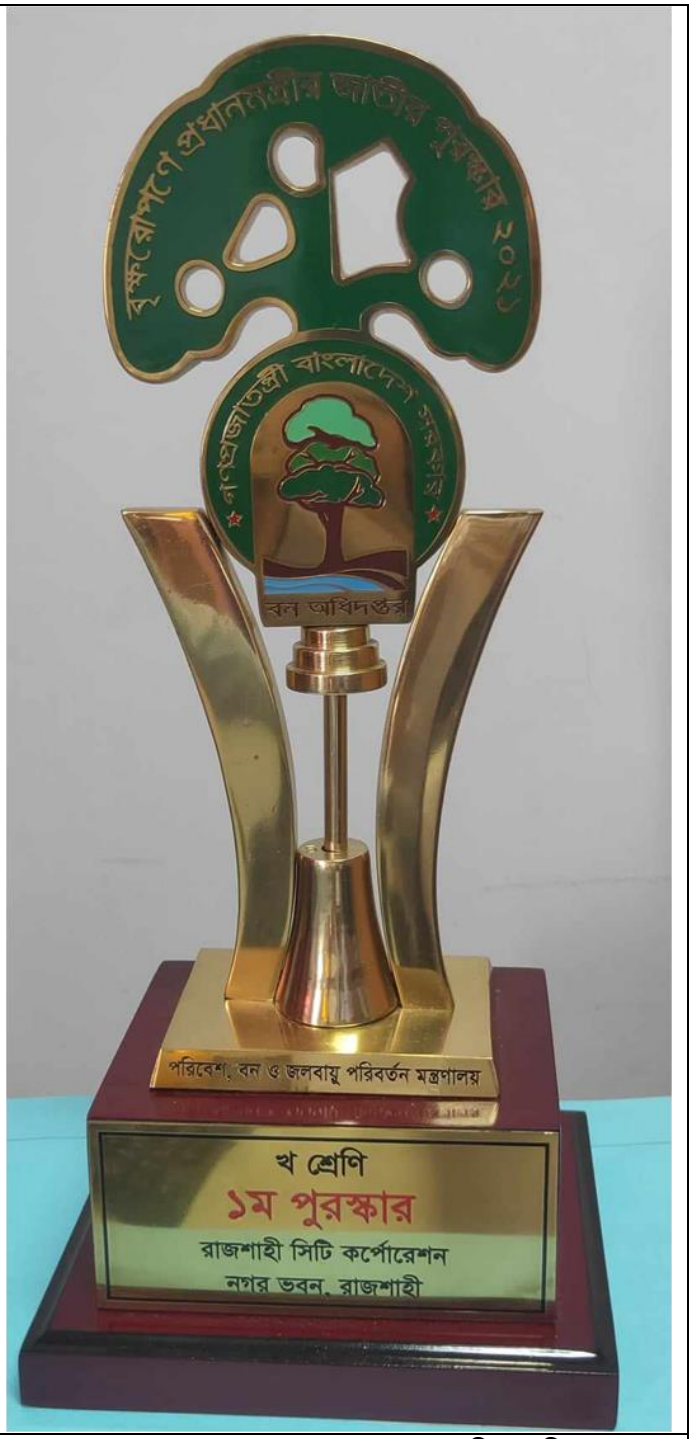

২০২৩ সালের ৫ জুন প্রাপ্ত বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২১ এর ক্রেস্ট। বৃক্ষরোপণের সাফল্যস্বরূপ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১২, ২০২১ সালে ১ম, ১৯৯২ ও ২০০২ সালে ২য়, ২০০৪ সালে ৩য় স্থান অধিকার করে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

সংযোজনী:

বাজেট বিবরণী

(নতুন অর্থবছরের বাজেটের সারসংক্ষেপ, যেখানে বার্ষিক হিসাব বিবরণী তথ্য রয়েছে)

আইটেম		প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
সার-সংক্ষেপ					
প্রাপ্তি					
১	রাজস্ব	১০১৬৬৪৪১৪৯.১৩	১৪৪১৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৪৩৫১৫৫৮০.১৮	১৫৪২৫১০২৯৩.০৬
১১	করসমূহ	৫৯২০৩৯৬১৪.০৬	৬৬৬২০২৪৬৪.৬০	৬১২৬৬১৬১১.১১	৯২০২৯৯৪১৩.৫৪
১৩	অনুদান	২০০৭১৭২৭.০০	১৮৭৮৬০০০.০০	১৯৮৩৯৩১৩.৩৩	১৯৯০০০০০.০০
১৪	অন্যান্য	৪০৪৫৩২৮০৮.০৭	৭৫৬৯০৮৩৩৩.০০	৭১১০১৪৬৫৫.৭৪	৬০২৩১০৮৭৯.৫২
২	মূলধন প্রাপ্তি	২৪৪৫৪৯০৯.০০	১৭০০০০০০.০০	২২৬৫৯৯৬২.৬৬	২৪০০০০০০.০০
৭	সম্পদ	৮০৮৭৬৩.০০	৫০০০০০.০০	৫১৭৩২৯.৩৩	২০০০০০০.০০
৮	দায়	২৩৬৪৬১৪৬.০০	১৬৫০০০০০.০০	২২১৪২৬৩৩.৩৩	২২০০০০০০.০০
উপ-মোট (প্রাপ্তি)		১০৪১০৯৯০৫৮.১৩	১৪৫৮৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৬৬১৭৫৫৪২.৮৫	১৫৬৬৫১০২৯৩.০৬
	প্রারম্ভিক স্থিতি	১৩০৫৩৪৯১৯.৯৬	৪০৪৪৪৯৮৯৩.৯৬	৪১৪৪৩১৪৭৯.০৪	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩
মোট (প্রারম্ভিক স্থিতি+উপ মোট প্রাপ্তি)		১১৭১৬৩৩৯৭৮.০৯	১৮৬৩৩৪৬৬৯১.৫৬	১৭৮০৬০৭০২১.৮৯	২৩৭৯৬৯৭৯৪২.০৯

পরিশোধ					
৩	আবর্তক ব্যয়	৪৮০১১৫৭৬২.৫০	৮১৩৬৪০০৯০.০৪	৬১৯৭৯২৮২৩.১২	১৩২৪৯০০৬৭৭.৭৮
৪	মূলধন ব্যয়	১২০০০.০০	৩৫৯০০০০০০.০০	১৭০০০০০০.০০	৮৫৬৫০০০০.০০
৭	সম্পদ বৃদ্ধি	৬০০০০০.০০	১৪২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৭৩০০০০০.০০
৮	দায়	২৬১৮২৩২৭.০৫	৩৫৫০০০০০.০০	২০৫০০০০০.০০	১০৫৭৮২৬৫৯.০০
উপ-মোট (পরিশোধ)		৫০৭৬১০০৮৯.৫৫	১২২২৩৪০০৯০.০৪	৬৫৭৪৯৯৮২৩.১২	১৫৩৩৬৩৩৩৩৬.৭৮
	সমাপনী স্থিতি	৪১৪৪৩১৪৭৯.৫৪	৯৭১৮০৫৫৪.৬২	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩	২১৭৫৩০০০২.৭২
মোট (সমাপনী স্থিতি+উপ মোট প্রাপ্তি)		১১৬৯৬৯৩৯৩৮.০৯	১৭৬১৪৪৬৬৯১.৫৬	১৭৬৮২৫৭০২১,৮৯	২৩২৫৭৯৭৯৪২.০৯

আইটেম			প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
			অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
রাজস্ব হিসাব						
উপাংশ ১						
প্রারম্ভিক স্থিতি						
প্রাপ্তি			১৩০৫৩৪৯১৯.৯৬	৪০৪৪৪৯৮৯৩.৯৬	৪১৪৪৩১৪৭৯.০৪	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩
	রাজস্ব		১০১৬৬৪৪১৪৯.১৩	১৪৪১৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৪৩৫১৫৫৮০.১৮	১৫৪২৫১০২৯৩.০৬
		কর	৫৯২০৩৯৬১৪.০৬	৬৬৬২০২৪৬৪.৬০	৬১২৬৬১৬১১.১১	৯২০২৯৯৪১৩.৫৪
		অনুদান	২০০৭১৭২৭.০০	১৮৭৮৬০০০.০০	১৯৮৩৯৩১৩.৩৩	১৯৯০০০০০.০০
		অন্যান্য রাজস্ব	৪০৪৫৩২৮০৮.০৭	৭৫৬৯০৮৩৩৩.০০	৭১১০১৪৬৫৫.৭৪	৬০২৩১০৮৭৯.৫২
	মূলধন প্রাপ্তি					
		অ-আর্থিক সম্পদ বিক্রয়	০	০	০	০
	দায় বৃদ্ধি					
		পশোধযোগ্য বিল	০	০	০	০

আইটেম			প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
			অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
		সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট	৩২৪০৯২১.০০	৬৫০০০০০.০০	২১৪২৬৩৩.৩৩	২০০০০০০.০০
	উপাংশ ১ এর উপমোট (প্রাপ্তি)		১০৪১০৯৯০৫৮.১৩	১৪৫৮৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৬৬১৭৫৫৪২.৮৫	১৫৬৬৫১০২৯৩.০৬
	উপাংশ ১ এর মোট প্রাপ্তি (প্রারম্ভিক স্থিতি+ উপাংশ ১ এর উপমোট (প্রাপ্তি)					
পরিশোধ/ব্যয়						
ক. সাধারণ সংস্থাপন			৫০৭৬১০০৮৯.৫৫	১২২২৩৪০০৯০.০৪	৬৫৭৪৯৯৮২৩.১২	১৫৩৩৬৩৩৩৩৬.৭৮
৩	আবর্তক ব্যয়		৪৮০৮১৫৭৬২.৫০	৮১৩৬৪০০৯০.০৪	৬১৯৭৯৯৮২৩.১২	১৩২৪৯০০৬৭৭.৭৮
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়		১২০০০.০০	৩৫৯০০০০০০.০০	১৭০০০০০০.০০	৮৫৬৫০০০০.০০
	দায় হ্রাস		২৬১৮২৩২৭.০৫	৩৫৫০০০০০.০০	২০৫০০০০০.০০	১০৫৭৮২৬৫৯.০০
		ঠিকাদারদের সিকিউরিটি ডিপোজিট	৩২৪০৯৭১.০০	৬৫০০০০০.০০	২১৪২৬৩৩.৩৩	২০০০০০০.০০
		পশোধযোগ্য বিল	০	০	০	০
খ. শিক্ষা ব্যয়						
৩	আবর্তক ব্যয়		৫৬৬৬৮৭.০০	৪৬৮৩০৫৯.৫০	২৮২০৬০০.০০	২৫৯৭২৮৩৪.৪৫
গ. স্বাস্থ্য						
	আবর্তক ব্যয়		৫২১১৮০৯৬.০০	৬৮৭০৭৯১৭.৪০	৫২৯৩৬৩৬০.০০	৭৪১১২৩৩৪.৩৫
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়		০	০	০	০
ঘ. হাসপাতাল/স্বাস্থ্য পরিষেবা/মাতৃত্ব						
	আবর্তক ব্যয়		০	০	০	০
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়		০	০	০	০
ঙ.পরিচ্ছন্নতা						
	আবর্তক ব্যয়		১৭৭৭৬৩২৭৩.০০	২৭০২৩৫০৭০.০০	১৯২৫৫৮৯২০.৪০	২৭৬১৩৮৪৩৩.৮৫
চ. বৈদ্যুতিক প্রকৌশল/সড়ক বাতি						
	আবর্তক ব্যয়		৭০৩৭১০০.০০	৪৫৭৬০০০০.০০	৪৫১৪৫৭৯৮.৬৭	৮০১৫০০০০.০০

আইটেম		প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
ছ. সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন					
	আবর্তক ব্যয়	১৬৮৯০৯৪.০০	১৫৩৪০০০০.০০	৬০০০০০.০০	১০৪০০০০০.০০
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়	০	০	০	০
জ. বিবিধ					
	আবর্তক ব্যয়	৮৪৭৮১১৯.০০	৩৭২০০০০০.০০	৩৫০৭৮৭০.৬৭	১০৭৮৬১০০০.০০
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়	০	০	০	০
	দায় হ্রাস	০	০	০	০
	সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট	০	০	০	০
পরিশোধ/ব্যয়ের উপমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ)					
রাজস্ব হিসাব উপাংশ-১ থেকে উপাংশ-২ এর স্থানান্তর		১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
রাজস্ব হিসাব উপাংশ-১ থেকে উন্নয়নে স্থানান্তর		১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
সমাপনী স্থিতি		৪১৪৪৩১৪৭৯.৫৪	৯৭১৮০৫৫৪.৬২	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩	২১৭৫৩০০০২.৭২
উপাংশ-১ এর মোট পরিশোধ (ব্যয়ের উপমোট+স্থানান্তর+সমাপনী স্থিতি)		১১৬৯৬৯৩৯৩৮.০৯	১৭৬১৪৪৬৬৯১.৫৬	১৭৬৮২৫৭০২১,৮৯	২৩২৫৭৯৭৯৪২.০৯

আইটেম	প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট

	অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
উপাংশ-২ (শুধুমাত্র যে সকল সিটি কর্পোরেশনের জন প্রযোজ্য				
প্রারম্ভিক স্থিতি				
প্রাপ্তি				
উপাংশ-১ এর রাজস্ব হিসাব থেকে স্থানান্তর				
রাজস্ব	১০১৬৬৪৪১৪৯.১৩	১৪৪১৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৪৩৫১৫৫৮০.১৮	১৫৪২৫১০২৯৩.০৬
কর	৫৯২০৩৯৬১৪.০৬	৬৬৬২০২৪৬৪.৬০	৬১২৬৬১৬১১.১১	৯২০২৯৯৪১৩.৫৪
অন্যান্য রাজস্ব	৪০৪৫৩২৮০৮.০৭	৭৫৬৯০৮৩৩৩.০০	৭১১০১৪৬৫৫.৭৪	৬০২৩১০৮৭৯.৫২
দায় বৃদ্ধি	২৩৬৪৬১৪৬.০০	১৬৫০০০০০.০০	২২১৪২৬৩৩.৩৩	২২০০০০০০.০০
ব্যাংক থেকে ঋণ	০	০	০	০
কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ	০	০	০	০
উপাংশ-১ এর উপমোট (প্রাপ্তি)	১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
উপাংশ-১ এর মোট প্রাপ্তি (প্রারম্ভিক স্থিতি + উপাংশ-২ এর উপমোট (প্রাপ্তি)	১১৬৯৬৯৩৯৩৮.০৯	১৭৬১৪৪৬৬৯১.৫৬	১৭৬৮২৫৭০২১,৮৯	২৩২৫৭৯৭৯৪২.০৯

আইটেম		প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
পরিশোধ					
ক. সাধারণ সংস্থাপন					
	আবর্তক ব্যয়	৪৮০৮১৫৭৬২.৫০	৮১৩৬৪০০৯০.০৪	৬১৯৭৯৯৮২৩.১২	১৩২৪৯০০৬৭৭.৭৮
	দায় হ্রাস	২৬১৮২৩২৭.০৫	৩৫৫০০০০০.০০	২০৫০০০০০.০০	১০৫৭৮২৬৫৯.০০
	ঠিকাদারের সিকিউরিটি ডিপোজিট	৩২৪০৯৭১.০০	৬৫০০০০০.০০	২১৪২৬৩৩.৩৩	২০০০০০০.০০
খ. বৈদ্যুতিক বিল					
	আবর্তক ব্যয়	৭০৩৭১০০.০০	৪৫৭৬০০০০.০০	৪৫১৪৫৭৯৮.৬৭	৮০১৫০০০০.০০
গ. পাম্প হাউজ, টিউবওয়েল ও পাইপলাইন		০	০	০	০
	আবর্তক ব্যয়	০	০	০	০
	মূলধন ব্যয়	০	০	০	০
ঘ. অন্যান্য (সেবাসমূহ, সংস্থাপন ও বিবিধ)		০	০	০	০
	আবর্তক ব্যয়	০	০	০	০
	মূলধন ব্যয়	০	০	০	০
	দায় হ্রাস	০	০	০	০
উপাংশ-২ এর ব্যয়ের উপ-মোট (ক+খ+গ+ঘ)		৫১৭২৭৬১৬০.৫৫	৯০১৪০০০৯০.০৪	৬৮৭৫৮৮২৫৫.১২	১৫১২৮৩৩৩৩৬.৭৮
রাজস্ব হিসাব উপাংশ-২ থেকে উন্নয়নে স্থানান্তর		১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
সমাপনী স্থিতি		৪১৪৪৩১৪৭৯.৫৪	৯৭১৮০৫৫৪.৬২	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩	২১৭৫৩০০০২.৭২
উপাংশ-২ এর মোট পরিশোধ (ব্যয়ের উপমোট +স্থানান্তর+ সমাপনী স্থিতি)		১১৬৯৬৯৩৯৩৮.০৯	১৭৬১৪৪৬৬৯১.৫৬	১৭৬৮২৫৭০২১,৮৯	২৩২৫৭৯৭৯৪২.০৯

আইটেম	প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট

		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
উন্নয়ন হিসাব					
প্রারম্ভিক স্থিতি		২৫৬০৪২৪৩০৯.০৫	৫১৬২১৫১৫৫.৯৯	১৩২৭৫০০৬২০.৫৪	১২১৮৯২৩২৬৯.২৭
প্রাপ্তি					
	রাজস্ব হিসাব উপাংশ-১ থেকে স্থানান্তর	১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
	রাজস্ব হিসাব উপাংশ-২ থেকে স্থানান্তর	০	০	০	০
	রাজস্ব	৭৯৯৭৪০৯৭৬৬.০০	৩৮০০০০০০০.০০	২৩৬৯৩৩৪০০০.০০	৩৮৫৫৯০০০০০.০০
	অনুদান	৭৯৯৭৪০৯৭৬৬.০০	৩৮০০০০০০০.০০	২৩৬৯৩৩৪০০০.০০	৩৮৫৫৯০০০০০.০০
	দায় বৃদ্ধি	০	০	০	০
	কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ	০	০	০	০
	সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট	২৪৯৪০৮৫৫৭৯.৬৭	২১২৪৯০১০০০.০০	৬২০৭৮০০১৬.৫৭	৬১১৬০০০০০.০০

আইটেম		প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
উন্নয়ন প্রাপ্তির উপমোট		১৩০৫৩৮৫৯৬৯৪.৭২	৬৬১৩০২৬১৫৫.৯৯	৪৩২৯৯৬৪৬৩৭.১১	৫৭৪০৩২৩২৬৯.২৭
মোট (প্রারম্ভিক স্থিতি +উন্নয়ন প্রাপ্তির উপমোট)					
পরিশোধ					
ক. সিটি কর্পোরেশন ও ডিপিপি বহির্ভুত সরকারি অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন					
	মূলধন ব্যয়	২১৬৩৭১৫৫৩.০০	২৬৬৯০০০০০.০০	৩৯০৬১৪০০০.০০	২১৩৯০০০০০.০০
খ. ডিপিডি অর্থায়িত প্রকল্প					
	মূলধন ব্যয়	৩৮০৮৮৮৬৩৯২.৩১	৩৫৩০০০০০০০.০০	২০৫৩৫৩৫৪৪৬.৬৭	৩০৩৫৯০০০০০.০০
	দায় হ্রাস	০	০	০	০
গ. উন্নয়ন অংশীদার অর্থায়িত প্রকল্প					
	মূলধন ব্যয়	১৮২১৬৮৫০৪.০০	৩৯০০০০০০০.০০	১২৮০৬৪২৭০.৬৭	৬৬০০০০০০০.০০
	উন্নয়ন ব্যয়ের উপমোট (ক+খ+গ)	৪২০৭৪২৬৪৪৯.৩১	৪১৮৬৯০০০০০.০০	২৫৭২২১৩৭১৭.৩৩	৩৯০৯৮০০০০০.০০
ঋণ পরিশোধ					
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদ	০	০	০	০
	দায় হ্রাস	০	০	০	০
সমাপনী স্থিতি					
উন্নয়ন ব্যয়ের মোট (উন্নয়ন ব্যয়ের উপমোট +ঋণ পরিশোধ+সমাপনী স্থিতি)					

বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ
অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

সেপ্টেম্বর ২০২৫

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

১. ভূমিকা

প্রতিষ্ঠার বছর:	পৌরসভা ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ ও সিটি কর্পোরেশন ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।
সিটি কর্পোরেশনের মোট আয়তন:	৯৬.৬৯ বর্গ কিলোমিটার (বিবিএস এর জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুসারে)। আর রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে ৯৬.৭২ বর্গ কিলোমিটার। তবে ৪৮.০৬ বর্গ কিলোমিটার বিদ্যমান। অবশিষ্ট অংশ পদ্মাগর্ভে বিলীন।
ওয়ার্ডের সংখ্যা:	৩০
আঞ্চলের সংখ্যা:	নাই
মোট জনসংখ্যা (বিবিএস শুমারি ও প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে):	মোট ৫৫৩২৮৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২৮৪৮১৮ জন, নারী ২৬৮৪২৩ জন ও হিজড়া ৪৭ জন (বিবিএস এর জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুসারে)।
মোট হোল্ডিং সংখ্যা (হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য নিবন্ধিত):	৮২,১১৩।

১.১ ঐতিহাসিক পটভূমি

<u>সিটি কর্পোরেশনের উৎপত্তি</u>

রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটি নামে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন_স্থাপন করা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। শুরুতে মিউনিসিপ্যালিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন। তাঁরা সবাই সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিভিশনাল অফিসার (মহকুমা প্রশাসক) ও মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন পদাধিকার বলে সদস্য। মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান কে হয়েছিলেন তাঁর নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। তবে ১৮৭৭ সালে কলকাতার 'দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট' থেকে প্রকাশিত THE MUNICIPAL BYE-LAWS FOR THE TOWN OF RAMPORE BAULEAH UNDER THE PROVISIONS OF ACT V(B.C) OF 1876 এ চেয়ারম্যানের নাম W.H. D'OYLY উল্লেখ আছে। কাজী মোহাম্মদ মিছের তাঁর গ্রন্থে বাবু হরগোবিন্দ সেনকে প্রথম বেসরকারি চেয়ারম্যান উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ লুৎফুল হকের প্রবন্ধে পাওয়া যায়, ১৮৮৪ সালে প্রথম বারের মত রাজশাহী পৌরসভার কমিশনার নির্বাচন হয়। এ সময় রাজশাহী পৌরসভা ৭টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিলো। প্রতিটি ওয়ার্ডে এক থেকে তিন জন কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমিশনারগণ তিন বছরের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হন। ১৮৮৪ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ পদাধিকার বলে রাজশাহী পৌরসভা বা তৎকালীন রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬৮-১৮৭০ সালে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বে ছিলেন এফ.এইচ.এম' ক্যানলী। সে হিসেব অনুসারে প্রথম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এফ.এইচ.এম ক্যানলী।

১৩ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখে রাজশাহী পৌরসভার যাবতীয় দায়িত্বভার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর আসে। একজন প্রশাসক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি হিসেবে পৌরসভা পরিচালনা করতেন। ১৯৬৯ সালের ২৭ অক্টোবর মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলোতেও পরিবর্তন আসে। ১৯৬০ সালের ১১ এপ্রিল পৌরসভা প্রশাসন অর্ডিন্যান্সের ভিত্তিতে পৌরসভাগুলোও পুনর্গঠন করা হয়। এ অর্ডিন্যান্সের পর মিউনিসিপ্যালিটির বদলে মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও ওয়ার্ডের বদলে ইউনিয়ন কমিটি নামকরণ করা হয়। মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে ৮ টি ইউনিয়ন কমিটিতে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি ইউনিয়ন কমিটি থেকে একজন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। এছাড়া সরকার মনোনীত আরো ৭ জন সদস্য নিয়ে মিউনিসিপ্যাল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধি (সরকারি কর্মকর্তা) মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ও ১৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত ১৬ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচক মণ্ডলী ইউনিয়ন কমিটির একজন চেয়ারম্যানকে মিউনিসিপ্যাল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন। ১৯৯১ সালের জেলা গেজেটিয়ারের তথ্যানুসারে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কমিটি আদেশ বলে রাজশাহী পৌর কমিটির বদলে রাজশাহী পৌরসভা গঠিত হয়। এর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করবেন বলে আইনে উল্লেখ ছিল। কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত সরকার নিয়মিত একজন প্রশাসক পৌরসভার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন।

তবে বিলুপ্ত পুরোনো নগর ভবনের একটি শিলালিপিতে লিখাছিল ১৯৬৮ সালের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের তালিকা। যার শিরোনাম ছিল রাজশাহী পৌরসভা ১৯৬৮। এ শিলালিপি অনুসারে বলা যায় রাজশাহী পৌরসভা শব্দের ব্যবহার পাকিস্তান আমলেই শুরু হয়েছে। উল্লিখিত গেজেটীয়ারে তথ্য বিভ্রাট হতে পারে। বা ১৯৭২ সালের আদেশের পর শিলালিপিটি স্থাপন হতে পারে। সে সময় নির্বাচন না হওয়ার কারণে পূর্ব পরিষদের তালিকা স্থাপন হতে পারে। স্বাধীনের পর ১৯৭৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান পৌরসভার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তাগণই প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন।

রাজশাহী পৌরসভাকে রাজশাহী পৌর কর্পোরেশনে উন্নীতকরণের জন্য ১৯৮৭ সালে ৩৮ নং আইনে 'রাজশাহী পৌর কর্পোরেশন আইন - ১৯৮৭' প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৭ সালের ১ আগস্ট সরকার এ আইনের গেজেট প্রকাশ করে। ১৯৮৭ সালের ১৩ আগস্ট অ্যাডভোকেট আব্দুল হাদী তৎকালীন পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমানের নিকট থেকে পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন থেকেই পৌর কর্পোরেশনের যাত্রা শুরু হয়। হাদী ১৯৮৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রশাসক থেকে মেয়র হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করেন। ১৯৮৭ সালের ৩৮ নং আইনে প্রাপ্ত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত কমিশনার, মহিলা কমিশনার ও সরকারের ৫ জন কমকর্তা কমিশনারের সমন্বয়ে পৌর কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়। তবে পদাধিকার বলে মেয়র কমিশনারও ছিলেন। মনোনীত মেয়র ও কর্পোরেশনের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। আইনানুযায়ী নির্বাচিত কমিশনারদের মধ্য হতে তাদের ভোটের ভিত্তিতেই দুজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ আইন অনুযায়ী ১৯৮৮ সালে পৌর কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচনের পূর্বে নগরীকে ৩০ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন করে কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেয়র ছিলেন সরকার মনোনীত।

১৯৯০ সনের ৫৬ নং আইনে The Local Government Laws (Amendment) প্রণয়ন করে ১৯৮৭ সনের ৩৮ নং আইনের সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী "পৌর" বা "মিউনিসিপ্যাল" শব্দের পরিবর্তে "সিটি" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়। ফলে রাজশাহী পৌর কর্পোরেশন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নাম ধারণ করে। ১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই সরকার এ সংশোধিত আইনের গেজেট প্রকাশ করে। ১৯৯৩ সনের ৯ নং আইনে 'রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন ১৯৯৩' প্রণয়ন করে ১৯৮৭ সনের ৩৮ নং আইনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের মেয়াদ ৫ বছর করা হয়। তবে পুনর্গঠিত কর্পোরেশনের প্রথম সভা না হওয়া পর্যন্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে যাবার কথা উল্লেখ করা হয়। ডেপুটি মেয়রের পদ বিলুপ্তি করা হয়। এ আইনে একজন মেয়র ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কমিশনারের সমন্বয়ে কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়। মেয়র ও কমিশনারবৃন্দ প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। মহিলা কমিশনারদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। তাঁরা নির্বাচিত মেয়র ও কমিশনারদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনকে এক আইনের অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য অধ্যাদেশ- ১৬, ২০০৮ জারি করে। এ অধ্যাদেশ 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০০৮' নামে অভিহিত। অধ্যাদেশটি ২০০৮ সালের ১৪ মে বুধবার সরকার গেজেট আকারে প্রকাশ করে। প্রকাশের সঙ্গে দেশে বিদ্যমান ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এ অধ্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পূর্বে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের জন্যই পৃথক পৃথক আইন ছিল। এ অধ্যাদেশে কমিশনার এর পরিবর্তে কাউন্সিলর শব্দটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কর্পোরেশনের মেয়াদ ৫ বছর রেখেই নির্বাচিত মেয়র, প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলর ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়। অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কর্পোরেশন এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড হতে মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হবেন। এ অধ্যাদেশে মেয়রের প্যানেল ব্যবস্থা রাখা হয়। বলা হয়, কর্পোরেশন গঠন হবার পর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবার এক মাসের মধ্যে কাউন্সিলরগণ নিজেদের মধ্যে থেকে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মেয়রের প্যানেল নির্বাচিত করবেন। মেয়রের অনুপস্থিতিতে বা কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে প্যানেলের ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্যানেলের সদস্য দায়িত্ব পালন করবে। প্যানেলের ৩ সদস্যের একজন সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর থাকাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এ আইনে মেয়রের সঙ্গে কাউন্সিলরদেরও মাসিক সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়। নাগরিক সনদের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা নিশ্চিতকরণের বিবরণ প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়। এ আইনে ভোটাধিকার ছাড়াই কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে সরকারের ১৩টি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কর্পোরেশনের সভায় যোগদান করার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে ভোট প্রদান করতে পারবেন না। ২০০৯ সালের আইনে এ সংখ্যাকে ১৬ জনে উন্নীত করা হয়।

১.২ মূল তথ্য

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে নগরের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ

মৎস্য শিকার, যোগাযোগের মাধ্যম, বর্ষার প্লাবনের অবদানে গঠিত উর্বর ভূমি ও নানা কারণে একদা নদী পাড়েই গড়ে উঠত মানব বসতি। আজকের রাজশাহী মহানগরীর প্রাথমিক জনপদের উৎপত্তিও এভাবে। রং ও উপাদান বলে দেয় প্রাচীন বরেন্দ্র

ভূমির তুলনায় এ মাটির বয়স খুব অল্প। এ জলামগ্ন অঞ্চলে ক্রমশ পলির ভরাট পড়ে চরের উৎপত্তি ঘটে। তাতে গজায় বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ। নিবিড় জঙ্গল না হয়ে কোথাও কোথাও ফাঁকাও ছিল। এসব ফাঁকা জমিগুলো উর্বর ছিল বলে সহজে ফসল ফলানো যেত। পদ্মা এবং তার উপ ও শাখা নদীগুলোর মাছ ছিল জীবিকার সহজ উপকরণ। সেকালে দূর প্রান্তের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নদ-নদী। তাই বিভিন্ন প্রাচীন জনপদের মানুষ সহজে জীবিকার সন্ধানে এসে এখানে প্রাচীন পল্লীর সূচনা করে। বর্তমান রাজশাহী মহানগরীর ভিতর দিয়ে পদ্মার কয়েকটি শাখাও প্রবাহমান ছিল। বারাহী সেগুলোর মধ্যে বড়। স্বরমঙ্গালা ও দয়া নদীরও তথ্য পাওয়া যায়। বন্যার পলি ও পরবর্তীতে শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণের কারণে নদীগুলো ক্রমশ নাব্যতা হারিয়ে ফেলে ড্রেনে পরিণত হয়।

নদী ছাড়া রাজশাহী মহানগরী ছিল পুকুরে সমৃদ্ধ। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মহানগরীতে পুকুরের সংখ্যা ৭২৮ টি ও ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে ৩৮০টি। এ অবস্থায় পরিবেশ উন্নয়ন ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে নগরীর পুকুর সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১৯টি পুকুর/জলাশয়ের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে ১৪ টির কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে। এছাড়াও 'রাজশাহী মহানগরীর প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ ও উন্নয়ন'শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটিতে ২১ পুকুর/জলাশয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নদী-পুকুর ছাড়াও সবুজ ও পাখ-পাখালির কলরবে রাজশাহী প্রাকৃতিক পরিবেশ বান্ধব সমৃদ্ধ মহানগরী। স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশের কারণেই নাটোর থেকে জেলা প্রশাসন রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৮২৫ সালে। একদা রাজশাহী মহানগরী ও তার পাশের এলাকা আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, পাইকুর, বট, বাবলা, জলপাই, তাল, নারকেলসহ বিভিন্ন ফল-ফলারির বাগান ও অন্যান্য গাছে পূর্ণ ছিল। রাজশাহী-নাটোর ও রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাস্তার পাশে বড় বড় পাইকুর, বট, নিম, কড়াই, জাম প্রভৃতি গাছ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এগুলো লাগানো হয়েছিল। কোর্ট চত্বরেও ছিল বড় বড় বট, পাইকুর, বকুল, কড়াইয়ের গাছ। মহানগরীর এসব গাছ-গাছালিতে দোয়েল, ঘুঘু, শ্যামা, কাঠঠোকরা, ফিংগে, বাদুড়, কাক, বকসহ নানা জাতের পাখিতে পূর্ণ থাকতো।

এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন ২০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫৪৩ মিলিমিটার। বার্ষিক গড় আদ্রতা ৮০%। তবে সত্তর দশক থেকে ক্রমশ নাব্যতা হারিয়ে পদ্মার বুকে বেলেভূমির সৃষ্টি ও বৃক্ষনিধনের কারণে মহানগরী ধূলিময় ও উষ্ণ হয়ে উঠছিল। এছাড়া ক্রমশ নগরায়ন, আবাসন, অফিস ও সড়ক, ড্রেন ইত্যাদি অবকাঠামোর কারণে সে প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। এ দুরবস্থা পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নব্বই দশকে পরিকল্পিতভাবে পদ্মার তীর, সড়কের পাশ, আইল্যান্ড, ফাঁকা স্থান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চত্বরে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ শুরু করে। মহানগরীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী ও সর্বসাধারণকে বৃক্ষরোপণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান শুরু হয় । ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই রাজশাহী সবুজে সমৃদ্ধ ও সুস্থ পরিবেশে উন্নীত হতে থাকে। এছাড়া পরিবর্তিত মহানগরীকে নান্দনিক সৌন্দর্যে বিকশিতকরণের লক্ষে গাছ পরিচিতি নামফলক স্থাপন, দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিটো, জীব বৈচিত্র্যে ভারসাম্য রক্ষার উদ্যোগ, ক্ষতিকর ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে। ফলে রাজশাহী প্রাকৃতিক পরিবেশ বান্ধব সৌন্দর্যময় মহানগরীতে পরিণত হয়।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে নগরের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

রাজশাহী মহানগরীর আয়তননের বিষয়ে দুই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। যেমন বিবিএস এর জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুসারে ৯৬.৬৯ বর্গ কিলোমিটার। আবার রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে ৯৬.৭২ বর্গ কিলোমিটার। এরমধ্যে ৪৮.০৬ বর্গ কিলোমিটার বিদ্যমান ও অবশিষ্ট অংশ পদ্মাগর্ভে বিলীন। এ আয়তনে মোট ৫৫৩২৮৮ জন মানুষের বসবাস। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ২৮৪৮১৮ জন, নারী ২৬৮৪২৩ জন ও হিজড়া ৪৭ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৫৬৯৩ জন। তবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিদ্যমান আয়তন অনুসারে হিসাব করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১৫০০ জনেরও বেশি। মহানগরীর শিক্ষার হার ৮৮.৮৮ (৭+, লিখতে পারে)। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের হিসাব অনুসারে মোট হোল্ডিং সংখ্যা ৮২,১১৩ (হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য নিবন্ধিত)। এ হোল্ডিংয়ের মধ্যেই আবাসন, শিক্ষা ও যাবতীয় সেবামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরীতে আছে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। আছে সাঁওতাল, মাহলে, পাহাড়িয়াসহ কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। বর্তমানে তাঁরা লিখাপড়া শিখে মূল জনগোষ্ঠীর সাথে একীভূত হয়ে পড়ছে। ধর্ম ও গোষ্ঠীগত বিভেদের পরিবর্তে এখানে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সহঅবস্থান করে। তাই ধর্মীয় সম্প্রীতি রাজশাহী মহানগরীর অন্যতম সামাজিক বৈশিষ্ট্য।

সৌহার্দতা ও অতিথিপরায়ণতাও রাজশাহীর মানুষের বৈশিষ্ট্যের অংশ। প্রকৃতিও জনবসতির অনুকূলে। কেবলমাত্র পদ্মার বন্যা ছাড়া এখানে তেমন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায় না। তবে বাঁধের কারণে পদ্মা মহানগরীর মধ্যে বন্যার প্রকট সমস্যা তৈরি করতে পারে না। অন্যান্য দুর্যোগ যেমন- খরা, ঝড় প্রভৃতি আছে; তবে মারাত্মক নয়। মানুষ আর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এক হওয়ার কারণেই রাজশাহী শান্তির মহানগরীর রূপ লাভ করেছে। মহানগরবাসীর আহার, আবাস, পেশা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আচার

অনুষ্ঠান প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করলেই এ ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষাকে রাজশাহী মহানগরীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানে ১৮২৮ সালে 'ইংলিশ স্কুল' স্থাপনের মাধ্যমে এখানেই সর্ব প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। ১৮৭৩ সালে বেসরকারি 'বোয়ালিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস স্কুল' স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়। যাকে এখানকার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যার একাডেমিক কার্যক্রমের সূচনা বলা যায়। ১৮৭৮ সালে স্থাপিত 'রাজশাহী কলেজ' ছিল অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশের সর্ব প্রথম মিউজিয়াম 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম' ১৯১০ সালে স্থাপন হয় রাজশাহী মহানগরীতে। ১৯৪৯ সালে বেসরকারি পর্যায়ে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে যে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল তা ১৯৫৮ সালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নীত হয়। সেকালে এটা ছিল ফেডারেল পাকিস্তানের সর্ব বৃহৎ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ১৯৫৩ সালে স্থাপন হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে রাজশাহী মহানগরী তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সাধারণ, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, কারিগরি, চিকিৎসা, মাদ্রাসা, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের আর্থিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রাজশাহী মহানগরবাসীর জীবিকার ভিত্তিও গড়ে উঠেছে কৃষিকে কেন্দ্র করে। তবে অফিস ভবন, ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা, দোকান-পাট গড়ে ওঠার ফলে ও নগরীতে আবাদী জমি না থাকার কারণে গ্রাম থেকে নগরীর মানুষের কর্মে ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিভাগীয় ও জেলা শহর হওয়ায় এখানে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অফিস ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও আছে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি। এ সব প্রতিষ্ঠানে বেশির ভাগ একাডেমিক শিক্ষিত মানুষই চাকরি করেন।

মহানগরীতে জেলা আদালত ও ভূমি সংক্রান্ত রেজেস্ট্রি অফিস থাকায় এখানকার বেশ কিছু মানুষ আইন ব্যবসা ও দলিল লেখক পেশার সঙ্গেও জড়িত। ঋতু অনুসারে বিভিন্ন ফল যেমন- আম, লিচু, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা ছাড়া অন্যান্য জেলা থেকে আগত আনারস, তরমুজ, খিরা ও বিভিন্ন সবজির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অনেক মানুষ। সম্প্রতি ড্রাগন ও দেশি সবুজ মালটার চাষ ও ব্যবসা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

রাজশাহী মহানগরীতে এক সময় অনেক পুকুর ছিল। ক্রমশ মানব বসতির ঘনত্বের কারণে এসব পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তবে এখনও অনেক পুকুর আছে। পদ্মা নদীর মাছ ধরে ও এ সব পুকুরে মাছ চাষ করে অনেক জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ী জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনেক শ্রমিক কাজ করে থাকেন।

রাজশাহী মহানগরীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিক রিক্সা চালান। স্থানীয় মানুষ ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের লোকজন মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ভাড়া থেকে রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং নিজ বাড়িতে টাকা পাঠান। গত শতাব্দীর আশির দশকে খরার কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির পর মারাত্মক অভাব দেখা দিলে রংপুর অঞ্চলের লোকজন আহারের অন্বেষণে রাজশাহী মহানগরী আগমন করেন। সেই থেকে তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অটোরিক্সা চালু হওয়ার পর মহানগরীর একাডেমিক শিক্ষিত বেকার যুবক এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে।

বিভিন্ন পরিবহন যেমন বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস, কার, বেবি, টেম্পুর ড্রাইভার ও হেলপার হিসেবে বেশ কিছু শ্রমিক জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। রাজশাহীতে শিল্পের প্রসার না ঘটলেও চিনিকল, পাটকল, হোটেল, বিভিন্ন রকমের দোকানে শ্রমিকরা কাজ করে থাকেন।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে নগরের প্রধান প্রধান শিল্প–বাণিজ্য

রেশম রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন শিল্প। এ শিল্পকে কেন্দ্র করেই রাজশাহী মহানগরীর উৎপত্তি। তাই রাজশাহী রেশম শিল্পনগরী নামেও পরিচিত। রেশমের পর নীল চাষ শুরু হয়েছিল। রেশম ও নীল ব্যবসাকে কেন্দ্র করে রাজশাহী হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ নদী বন্দর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী হতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজশাহী তৎকালীন বঙ্গের দ্বিতীয় বন্দর রূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই নীল চাষের বিলুপ্তি ঘটে। তবে ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্প এখনও বিদ্যমান। শিল্পটি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে স্থাপন করা হয় বাংলাদেশ রেশম বোর্ড। যার বর্তমান নাম বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। এ বোর্ডের আওতায় রাজশাহীতে আছে ১টি রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১টি আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ১টি পিঃ পলু পালন কেন্দ্র, ১টি রেশম কারখানা। এছাড়া রাজশাহী মহানগরীতে প্রায় ২০টি বেসরকারি কারখানায় রেশম বস্ত্র উৎপাদন হচ্ছে। শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে সপুরায় ১৯৬১ সালে ৯৬.৬৩ একর আয়তনের ৩২৯ টি প্লট বিশিষ্ট শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়। মহানগরীর উপকণ্ঠ পবা উপজেলার কেচুয়াতৈল এলাকায় ২৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, রাজশাহী- ২ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এ এস্টেটের প্লটের সংখ্যা ২৪৪টি। ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে তথ্যানুসারে এ পর্যন্ত ৪০টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ও ৫টি ছোট কারখানা স্থাপন হয়েছে।

১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার স্থাপন করা হয়। এখানকার চলমান গবেষণার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র: খাদ্য ও পুষ্টি, খাদ্য রসায়ন, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, উন্নত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি, লাক্ষা ঔষধবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক আঁশ, তেল-চর্বি ও মোম, বিভিন্ন শিল্পে আমদানিকৃত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পানি দূষণ ও আর্সেনিকের উপস্থিতি সনাক্তকরণ, বিভিন্ন দ্রব

বিশ্লেষণ, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক ফাইবার ও পলিমার সংক্রান্ত গবেষণা ইত্যাদি। এখানে এ জাতীয় কিছু পণ্যও উৎপাদন হয়।

রাজশাহী মহানগরীর পূর্ব উপকণ্ঠে বর্তমানে কাটাখালি পৌরসভা এলাকয় ১৯৬৮-১৯৭৯ সালের মধ্যে রাজশাহী জুট মিলস ও রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় ১৯৭৫-১৯৭৮ সালের মধ্যে রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস স্থাপন হয়। তবে মিল দুটির কার্যত্রম বন্ধ। মহানগরীর পূর্ব দিকে পবা উপজেলার হরিয়ানে ১৯৬৫ সালে স্থাপিত হয় রাজশাহী চিনিকল। এর অবস্থাও শোচনীয়। আখ উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণে ২০/২৫ বছর থেকে কলটি শুধু ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সক্রিয় থাকে। এছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনি।

মহানগরবাসীর একটি অংশ ব্যবসায়ী। এখানকার বড় ব্যবসার মধ্যে কোল্ড স্টোরেজ, পরিবহণ, ঠিকাদারী ইত্যাদি। সম্প্রতি কিছু ডেভেলোপার কোম্পানিও গড়ে উঠেছে। রাজশাহীর কয়েকজন ব্যক্তির শিল্প আছে ঢাকা কেন্দ্রিক। যেমন আমান গ্রুপ লিমিটেডের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে টেক্সটাইল, সিমেন্ট, নির্মাণ, কোল্ড স্টোরেজ, কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়। সোনা মসজিদ স্থল বন্দরের মাধ্যমে কিছু ব্যবসায়ী আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। ৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে রাজশাহী জেলা থেকে শুধুমাত্র পাটজাত পণ্য ভারতে রপ্তানি হয়। এখানে বড় বড় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সাধারণ, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কারিগরিসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র/ছাত্রী নিবাস গড়ে উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণের গড়ে উঠেছে হাট-বাজার।

২. ভিশন এবং মিশন

ভিশন

সহজ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ পৌর সুবিধা প্রদান, শিক্ষাবান্ধব ও নান্দনিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধময় মহানগরী।

মিশন

ভিশনের গন্তব্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন জনপ্রতিনিধি ও প্রায় তিন হাজার জনবলের সমন্বয়ে মিশন পরিচালনা করে আসছে। মিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে জনস্বাস্থ্যসেবা, আবর্জনা অপসারণ, পয়ঃনিষ্কাশন, রোড নেটওয়ার্ক ও নান্দনিক পরিবেশভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অবকাঠামো সংরক্ষণ ও নিয়মিত পরিচর্যাকরণ

৩. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আমাদের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

অবকাঠামো উন্নয়ন	▪ রাজশাহী সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ। ▪ নগর ভবন সংস্কার কাজ। ▪ ৬.০৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ। ▪ ৩.০৮ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ। ▪ নওদাপাড়া, শালবাগান ও ভদ্রা এলাকায় কর্পোরেশনের নিজস্ব এলাকায় বাজার নির্মাণ কাজ চলমান।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	▪ ১২৭৭৫০ মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারণ। ▪ ৬,৩৮,৪০০ কিলোগ্রাম মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ। ▪ প্রতিদিন ৩০ কিলোমিটার সড়ক পরিচ্ছন্নকরণ। ▪ প্রতিদিন ২৫ কিলোমিটার ড্রেন পরিচ্ছন্নকরণ। ▪ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সচেতনকরণ। ▪ সাধারণ বর্জ্য ও মেডিকেল বর্জ্য পৃথকীকরণের বিষয়ে ৭টি প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
জনস্বাস্থ্য (সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণসহ)	▪ ১২৪৮৭ টি শিশুতে ইপিআই টিকা প্রদান। ▪ শিশুদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে। ▪ মায়েদের টিকা প্রদান, ভিটামিন খাওয়ানো ও স্বল্প মূল্যে সিটি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	▪ অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা ও পুরুষ ফুটবল দল সিটি কর্পোরেশন এর টিম অংশগ্রহণ করে এবং জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপে ও সিটি কর্পোরেশন এর টিম অংশগ্রহণ। ▪ ৩০টি ওয়ার্ডে ২০টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা। ▪ ১টি নার্সিং কলেজ পরিচালনা। ▪ শিক্ষা সহায়তা প্রদান।
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক	▪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণ।

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নসহ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা	▪ মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণ। ▪ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন বিষয়ক প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণ। ▪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ সেনিার আয়োজন বিষয়ক প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণ।
শিশু পার্ক, পার্ক (উদ্যান) ও বনায়ন	▪ ৩০৩০০টি বিভিন্ন জাতের বৃক্ষ রোপণ ।
প্রশাসনিক উন্নয়ন	▪ ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।
নাগরিক সম্পৃক্তকরণ	▪ ০
অন্যান্য উদ্ভাবনিমূলক অর্জন	▪ ০

৪. সাংগঠনিক কাঠামো এবং মানব সম্পদ

৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

বিভাগ/শাখা	কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক জনবলের সংখ্যা										
	প্রথম শ্রেণি (গ্রেড ১-৯)		দ্বিতীয় শ্রেণি (গ্রেড - ১০)		তৃতীয় শ্রেণি (গ্রেড ১১-১৬)		৪র্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭-২০)		চুক্তিভিত্তিক		মাস্টার রুলে কর্মরত কর্মী (দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
	অনুমোদিত	পূরণকৃত	অনুমোদিত	পূরণকৃত	অনুমোদিত	পূরণকৃত	অনুমোদিত	পূরণকৃত	স্টাফ	কর্মী	
মেয়র/প্রশাসকের কার্যালয়	০২	০০	০০	০০	০১	০০	০৩	০৩	০০	০০	০৫
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর	০১	০১	০০	০০	০১	০১	০১	০০	০০	০০	০৩
সচিবের দপ্তর/বিভাগ	০৫	০১	০৪	০২	৮৫	৩৫	১১৭	৪৭	০০	০০	২৮৪
রাজস্ব বিভাগ	০৩	০১	০৫	০৪	১১৬	৪৪	২১	১০	০০	০০	১০২
হিসাব বিভাগ	০১	০১	০২	০১	১৮	১০	০৬	০২	০০	০০	১৬
প্রকৌশল বিভাগ	২০	১২	১৮	০৯	৯১	৩০	৩৮	১৮	০০	০০	২৮৯
জনস্বাস্থ্য বিভাগ	১৪	০৬	০১	০১	১০১	৪৪	১২	০২	০০	০০	২৯০
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ কঞ্জারভেন্সী বিভাগ	০৩	০২	০২	০০	২১	০১	৮৭	৩৯	০০	০০	১৪১৫
সমাজকল্যাণ	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
ওয়ার্ড অফিস	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
আইসিটি	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
মোট	৪৯	২৪	৩২	১৭	৪৩৪	১৬৫	২৮৫	১২১	০০	০০	২৪০৪

সমাজকল্যাণ ও আইসিটি বিভাগ নাই। ওয়ার্ড অফিসের জনবল বিভিন্ন বিভাগের হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে সেগুলোর পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ (৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের মাস/বছর	অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা	মোট পূরণকৃত পদের সংখ্যা	মোট শূন্য পদের সংখ্যা	চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা		মাস্টার রুলে কর্মীর সংখ্যা (দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
				স্টাফ	কর্মী	
১৯৯৮	৮০০	৩২৭	৪৭৩	০০	০০	২৪০৪

সাংগঠনিক কাঠামো ও স্টাফ সম্পর্কে মন্তব্য: সাংগঠনিক কাঠামো আরো যুগোপযোগীকরণের লক্ষে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্তিকরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে, যা বাস্তাবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫. বাজেট ও আর্থিক

৫.১ সংক্ষিপ্ত বাজেট বিবরণী

(১) প্রাপ্তি / আয়

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার **(খ/ক X১০০)**	মোট প্রকৃত প্রাপ্তির শতকরা (%) হার
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে প্রাপ্তি <(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১৮৬,৯১,১২,৬৯১.৫৬	১৭৬,৭৬,০৫,৩৩৯.২৪	৯৪.৫৭%	৯৪.৫৭%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি	২০,০০,০০,০০০.০০	৩৭,৮২,৬৪,০০০.০০	১৮৯.১২%	১৮৯.১২%
মোট প্রাপ্তি	২০৬,৯১,১২,৬৯১.৫৬	২১৪,৫৮,৬৯,৩৩৯.২৪		

	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ **(পূর্ববর্তী বছর)**			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (খ/ক **X** ১০০)	মোট প্রকৃত প্রাপ্তির শতকরা হার (%)
রাজস্ব (আবর্তক) প্রাপ্তি <(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১৭৪,৬১,৩৯,৫৩৭.৭২	১১৫,৪৩,৮৫,৪০৯.৪২	৬৬.১১%	৬৬.১১%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি	২৫,০০,০০,০০০.০০	১,৭৬৯,২০,০০০.০০	৭০.৭৭%	৭০.৭৭%
মোট প্রাপ্তি	১৯৯,৬১,৩৯,৫৩৭.৭২	১৩৩,১৩,০৫,৪০৯.৪২		

(২) পরিশোধ (ব্যয়)

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত পরিশোধের হার (খ/ক**X**১০০)	মোট প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১৭৭,৭৪,৩২,১৩৬.৯৪	৮৬,১৩,১৯,৭৩৯.১৫	৪৮.৪৬%	৪৮.৪৬%
উন্নয়নখাতে ব্যয়	১৬,৫০,০০,০০০.০০	৯,৫৭,১৯,০৬৬.০০	৫৮.১০%	৫৮.১০%
মোট পরিশোধ/ব্যয়	১৯৪,২৪,৩২,১৩৬.৯৪	৯৫,৭০,৩৮,৮০৫.১৫		

	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ (পূর্ববর্তী অর্থবছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত পরিশোধের হার (খ/কX১০০)	মোট প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১৫১,৫৫,৬৪,৯৩৯.০২	৭৫,৬৮,১৪,৮৩৯.০৫	৪৯.৯৪	৪৯.৯৪
উন্নয়নখাতে ব্যয়	২৫,০০,০০,০০০.০০	১৭,৪৫,৯৬,৪০৭.০০	৬৯.৮৪	৬৯.৮৪
মোট পরিশোধ	১৭৬,৫৫,৬৪,৯৩৯.০২	৯৩,১৪,১১,২৪৬.০৫		

৫.২ রাজস্ব আদায়

১) হোল্ডিং ট্যাক্স

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

হোল্ডিং ট্যাক্স-এর উপাদান	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ (পূর্ববর্তী বছর)	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)		
	প্রকৃত আদায়	দাবি (ক)	আদায় (খ)	সংগ্রহের হার খ/ক *১০০(%)
ভূমি ও ইমারতের উপর কর (৭%)	৭০৪৭৫০১৪.০৪	২১৪৪৮৭৪৬১.৯৫	৫৮৫৭০১৮৬.৭৬	২৭.৩১%
কনজারভেন্সি রেইট (৭%)	৭০৪৭৫০১৪.০৪	২১৪৪৮৭৪৬১.৯৫	৫৮৫৭০১৮৬.৭৬	২৭.৩১%
বাতির রেইট (৫ %)	৫০৩৩৯২৯৫.৭৩	১৫৩২০৫৩২৯.৯৬	৪১৮৩৫৮৪৭.৬৮	২৭.৩১%
স্বাস্থ্য কর ৮%)	৮০৫৪২৮৭৩.১৯	২৪৫১২৮৫২৭.৯৪	৬৬৯৩৭৩৫৬.৩০	২৭.৩১%
পানির রেইট (-- %)	০	০	০	০
মোট হোল্ডিং ট্যাক্স (%)	২৭১৮৩২১৯৭.০০	৮২৭৩০৮৭৮১.৮০	২২৫৯১৩৫৭৭.৫০	২৭.৩১%

(২) হোল্ডিং ট্যাক্স দাবি ও আদায়ের বিভাজন

(ইউনিট: লক্ষ টাকায়)

বর্ণনা	অর্থবছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)
দাবি (অর্থবছরের শুরুতে)	
চলতি দাবি	৩৬৯৮২৮৮১৮.০০
বকেয়া দাবি	৪৫৭৪৭৯৯৬৩.৮০

বর্ণনা	অর্থবছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)
মোট দাবি (ক)	৮২৭৩০৮৭৮১.৮০
প্রকৃত আদায়	
চলতি আদায়	২০৫৯৮১৬৬১.৫০
বকেয়া আদায়	১৯৯৩১৯১৬.০০
মোট আদায় (খ)	২২৫৯১৩৫৭৭.৫০
আদায়ের হার (দক্ষতা): খ/ক*১০০(%)	২৭.৩১%

অধ্যায় ৬ : অবকাঠামো উন্নয়ন

৬.১ প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প/কাজসমূহ (গৃহীত ও চলমান)

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের নাম	**প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর**	**ব্যয় প্রাক্কলন**	**প্রকৃত ব্যয়**	**অগ্রগতি (%)**	
				ভৌত	**আর্থিক**
ক) অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প/কাজসমূহ					
ক ১) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ					
পরিবহণ (রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, ফুট ওভার ব্রীজ, ইত্যাদি)					
১. লোকাল গর্ভনমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট।	২০২২	১৮৯৭.২৫	৫১৯.০৮	৪০%	২৭.৩৬%
ড্রেনেজ/নিষ্কাশন					
১. লোকাল গর্ভনমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট।	২০২২	১৮৯৭.২৫	৫১৯.০৮	৪০%	২৭.৩৬%
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	প্রযোজ্য নয়				
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা					
১. রাজশাহী সেনানিবাসের অভ্রান্তরে সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।	২০২৫	২২.৯৩	২১.০৯	১০০%	১০০%
সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য সুবিধাদি					
১. নগর ভবন সংস্কার কাজ	২০২৪	৬৯.৬২	৩৪.৭৫	৬০%	৪৯.৯১%
ক ২) ডিপিপি বহির্ভূত সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ					
পরিবহণ (রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, ফুট ওভার ব্রিজ, ইত্যাদি)	০	০	০	**০**	**০**
ড্রেনেজ/নিষ্কাশন	০	০	০	০	০
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	০	০	০	০	০

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	০
সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য সুবিধাদি	০	০	০	০	০
প্রকল্পের নাম	**প্রকল্প শুরু/গ্রহণের বছর**	**ব্যয় প্রাক্কলন**	**প্রকৃত ব্যয়**	**অগ্রগতি (%)**	
				ভৌত	**আর্থিক**
খ) সরকারি অনুদানে বাস্তবায়িত ডিপিপি প্রকল্প					
১. রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)।	২০২০	২৮০৩২০.০০	১৮৬৮৪১.০০	৭৪%	৬৬.৬৫%
গ) বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প					
১. লোকাল গর্ভনমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট।	২০২২	৩১৮৭	৮৭২	৪০%	২৭.৩৬%
২. Resilient Urban & Territorial Development Project (RUTDP)	২০২৪ (প্রকল্পটি চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, স্কিম গ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৭: অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সেবাসমূহ

সচিবের অফিস

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
সাধারণের বাজার ব্যবস্থাপনা	• নওদাপাড়া, শালবাগান ও ভদ্রা এলাকায় কর্পোরেশনের নিজস্ব এলাকায় বাজার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ১৪৩২ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ২টি পশুহাট ও ১১ টি কাঁচা বাজারসহ মোট ১৩ টি বাজারে ইজারা প্রদান করা হয়েছে।
সনদ প্রদান (জন্ম, মৃত্যু ও ওয়ারিশ সনদ)	• ওয়ার্ড কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর/জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধক এর মাধ্যমে জন্ম, মৃত্যু ও ওয়ারিশ সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে।
যানজট নিয়ন্ত্রণ	• রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রধান প্রধান রাস্তা এবং বাজারের জায়গায় ট্রাফিক পুলিশের মাধ্যমে যানজট নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
নাগরিক তথ্য সেবাকেন্দ্র (সিআইএসসি)	• নাগরিক সেবা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) চালুকরনের জন্য বিডা'র সমঝোতা স্মারকের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার	• ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ক্রীড়া সংস্কৃতিক বা অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়নি।

রাজস্ব বিভাগ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা জমা প্রদান করে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান	অটোমেশনের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়।
পাবলিক মার্কেট ব্যবস্থাপনা	বিভিন্ন দোকান ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভাড়া আদায় করা হয়।
কসাইখানার ব্যবস্থাপনা	সাহেব বাজারে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১টি মাত্র অস্থায়ী কসাইখানা আছে। এছাড়া নিজস্ব কসাইখানা নাই। রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে সাধারণত ড্রেনের ধারে গবাদি পশু জবাই করা হয় এবং রক্ত ও দূষিত পদার্থসমূহ ধুয়ে ফেলা হয়। সেখানে জবাইযোগ্য পশুর মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারিত ফি আদায়ের জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উপস্থিত থাকেন।

প্রকৌশল বিভাগ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা (কিলোমিটার)
রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬.০৭
ড্রেনেজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩.০৮
সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
সড়কবাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৭০০ টি
গণশৌচাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১ টি
জনসাধারণের বিনোদনের স্থান (পাবলিক পার্কস) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩ টি
নাগরিকদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার অথবা অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ	১ টি
পানি সরবরাহ ও পানি সরবরাহজনিত সুবিধাদির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	প্রযোজ্য নয়
ভবন নিয়ন্ত্রণ	প্রযোজ্য নয়
ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ	প্রযোজ্য নয়

প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়নসংক্রান্ত সেবাসমূহ অধ্যায় ৬-এ বর্ণিত হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার ও গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ	মহানগরীর হাটবাজার কেন্দ্রীয়ভাবে ঝাড়ুদার দ্বারা পরিষ্কার এবং গৃহস্থালীর বর্জ্য ডোর টু ডোর সংগ্রহ করে ভ্যান শ্রমিকের মাধ্যমে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে জমা করা হয়। সেখান থেকে ট্রাক/ট্রাক্টরের মাধ্যমে ল্যান্ডফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অপসারণ করা হয়।
সড়ক ও ড্রেনেজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং করা	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ড্রেনেজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম দুই স্তরে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে ও ওয়ার্ড পর্যায়ে। দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে ড্রেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কেন্দ্র ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কঞ্জারভেন্সি বিভাগের মশক শাখার শ্রমিকদের মাধ্যমে ড্রেনের ভাসমান ময়লা ও ড্রেনের আশে-পাশের ঝোপঝাড়, জঙ্গল পরিষ্কার করানো হয়ে থাকে এবং ড্রেন শ্রমিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি ড্রেনের কাঁদামাটি উত্তোলন করা হয়। এছাড়াও এক্সাভেটর ও ট্রাকের সহায়তায় প্রাইমারি ড্রেনের কাদামাটি প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রায় বছরান্তর উত্তোলন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন রাজশাহী মহানগরীর সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ও ডেন্টালসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান হতে সংগৃহীত বর্জ্য প্রথমে পৃথকীকরণ করা হয়। এরপর ক্যাটাগরি অনুযায়ী অটোক্লেভিং, ইনসিনারেশন, ওয়াশিং ও ইটিপির মাধ্যমে দূষিত পানি শোধন করা হয়।
গণশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা ও মনিটরিং করা	সিটি কর্পোরেশন আইন/অনুযায়ী গণশৌচাগারের জন্য দরপত্র আহবান করা এবং ঠিকাদারকে পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। তারাই পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম করে থাকে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগ তদারকী করে থাকে।
ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা	রাজশাহী মহানগরীর সকল আবর্জনা ট্রাক/ট্রাক্টরের মাধ্যমে ল্যান্ডফিলে অপসারণ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
	করা হয়।

স্বাস্থ্য বিভাগ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ইপিআই টিকা	● ইপিআই সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে ০-১ বছর (এমআর টিকা ১৮ মাস) শিশুদের ১০টি মারাত্মক রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান। ● ১৫-৪৯ বছরের সন্তান ধারণক্ষম মহিলাদের ৫ ডোজ টিডি টিকা প্রদান। ● গর্ভবতী নিবন্ধন ও পরামর্শ প্রদান। ● ইলেক্ট্রোনিক ইমুনাইজেশন রেজিস্ট্রেশন এবং ইপিআই টিকা সনদ প্রদান করা হয়। ● ইপিআই সার্ভিলেন্স (এএফপি, হাম, রুবেলা এইএস, সিআরএস) করা হয়। ● জাতীয় কার্যক্রম যেমন- ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন, কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ, বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহ, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু সচেতনতা কার্যক্রমসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন জাতীয় কার্যক্রম পালন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী ২৩টি এবং অস্থায়ী ১০৬টি মোট= ১২৯টি টিকা কেন্দ্রের মাধ্যমে ইপিআই সেবা প্রদান করা হয়।
নিরাপদ খাদ্য	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার জন্য প্রিমিসেস লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিরোধের জন্য খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে সচেতন করা হয় এবং অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানে নোটিশ প্রদান করা হয়। এছাড়া পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিক্যাল চেকআপ	কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষুদে ডাক্তারদের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়।
অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণ	ডেঙ্গু ও মশক সংশ্লিষ্ট রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পরিচালকের সহযোগিতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন মশক শাখা অস্বাস্থ্যকর ভবনসমূহে মশক নিধনের ব্যবস্থা করে থাকে।
সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	মা ও শিশুদের টিকা প্রদান, ভিটামিন খাওয়ানো ও স্বল্প মূল্যে সিটি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

সমাজকল্যাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

প্রধান সেবাসমূহ	**বিবরণ**
দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা	প্রযোজ্য নয়
কর্পোরেশনের নিজ খরচে নগরীতে দুঃস্থ এবং পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা;	প্রযোজ্য নয়
ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা;	প্রযোজ্য নয়
শিক্ষা কার্যক্রম (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক,	৩০টি ওয়ার্ডে ২০টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু রয়েছে। ১টি

প্রধান সেবাসমূহ	বিবরণ
মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়নসহ বয়স্ক শিক্ষা এবং শিক্ষা বৃত্তি)	নার্সিং কলেজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সামাজিক কার্যক্রম	অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা ও পুরুষ ফুটবল দল সিটি কর্পোরেশন এর টিম অংশগ্রহণ করে এবং জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপে ও সিটি কর্পোরেশন এর টিম অংশগ্রহণ করে।

৮. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্যাপশনসহ ১০টি গুরুত্বপূর্ণ ছবি

২ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কমিটির সাধারণ সভা

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন স্থাপিত নতুনভাবে নির্মাণাধীন মহানগর ঈদগাহ্, টিকাপাড়া। ছবি: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নির্মাণাধীন রাজশাহী মহানগরীর ডাঁশমারী স্কুল মোড় হতে শ্যামপুর পর্যন্ত স্লোপ প্রটেকশনসহ কার্পেটিং সড়ক

নির্মাণাধীন ৬ নং ওয়ার্ড কার্যালয় ভবন। ভবনটির দুইটা বেজমেন্ট এবং ১ম ও ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় তলার কলামের কাজ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর ও বেজমেন্ট-এর প্লাস্টার ও গাঁথুনির কাজ চলমান রয়েছে।

রাজশাহী সেনানিবাসে নির্মিত সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন । ছবি: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নওদাপাড়ায় নির্মাণাধীন বাজার। ছবি: ২৪ এপ্রিল ২০২৫

রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মহানগরীর পশ্চিমাঞ্চলের ১নং ওয়ার্ডের রায়পাড়া ও ২নং ওয়ার্ডের হড়গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম সরণিতে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের অংশ। এ ধরনের ৪টি ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান আছে। ছবি: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

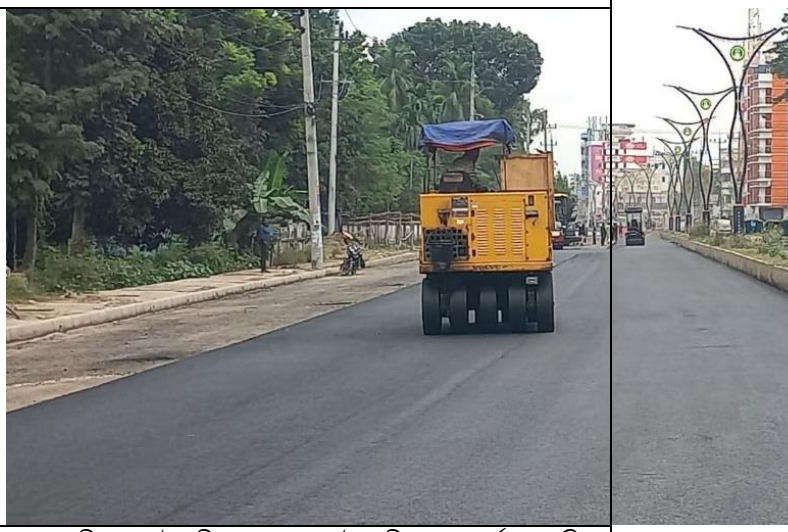

মহানগরীর তালাইমারী মোড় হতে কাটাখালী বাজার পর্যন্ত অযান্ত্রিক যানবাহন লেনসহ ৪ লেন সড়ক নির্মাণ কাজ। ছবি: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিমান বন্দর রোডে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে রোপিত সৌন্দর্যবর্ধক গাছ। ছবি: ৩ মার্চ ২০২৫

ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ এর বর্জ্য অপসারণ কাজ পরর্যবেক্ষণ করছেন প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ, পিএসসি। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের তৎপরতার ফলে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই কোরবানির সকল বর্জ্য অপসারণ সম্ভব হয়।

সংযোজনী:

বাজেট বিবরণী

(নতুন অর্থবছরের বাজেটের সারসংক্ষেপ, যেখানে বার্ষিক হিসাব বিবরণী তথ্য রয়েছে)

আইটেম		প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
সার-সংক্ষেপ					
প্রাপ্তি					
১	রাজস্ব	১০১৬৬৪৪১৪৯.১৩	১৪৪১৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৪৩৫১৫৫৮০.১৮	১৫৪২৫১০২৯৩.০৬
১১	করসমূহ	৫৯২০৩৯৬১৪.০৬	৬৬৬২০২৪৬৪.৬০	৬১২৬৬১৬১১.১১	৯২০২৯৯৪১৩.৫৪
১৩	অনুদান	২০০৭১৭২৭.০০	১৮৭৮৬০০০.০০	১৯৮৩৯৩১৩.৩৩	১৯৯০০০০০.০০
১৪	অন্যান্য	৪০৪৫৩২৮০৮.০৭	৭৫৬৯০৮৩৩৩.০০	৭১১০১৪৬৫৫.৭৪	৬০২৩১০৮৭৯.৫২
২	মূলধন প্রাপ্তি	২৪৪৫৪৯০৯.০০	১৭০০০০০০.০০	২২৬৫৯৯৬২.৬৬	২৪০০০০০০.০০
৭	সম্পদ	৮০৮৭৬৩.০০	৫০০০০০.০০	৫১৭৩২৯.৩৩	২০০০০০০.০০
৮	দায়	২৩৬৪৬১৪৬.০০	১৬৫০০০০০.০০	২২১৪২৬৩৩.৩৩	২২০০০০০০.০০
উপ-মোট (প্রাপ্তি)		১০৪১০৯৯০৫৮.১৩	১৪৫৮৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৬৬১৭৫৫৪২.৮৫	১৫৬৬৫১০২৯৩.০৬
	প্রারম্ভিক স্থিতি	১৩০৫৩৪৯১৯.৯৬	৪০৪৪৪৯৮৯৩.৯৬	৪১৪৪৩১৪৭৯.০৪	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩
মোট (প্রারম্ভিক স্থিতি+উপ মোট প্রাপ্তি)		১১৭১৬৩৩৯৭৮.০৯	১৮৬৩৩৪৬৬৯১.৫৬	১৭৮০৬০৭০২১.৮৯	২৩৭৯৬৯৭৯৪২.০৯

পরিশোধ					
৩	আবর্তক ব্যয়	৪৮০১১৫৭৬২.৫০	৮১৩৬৪০০৯০.০৪	৬১৯৭৯২৮২৩.১২	১৩২৪৯০০৬৭৭.৭৮
৪	মূলধন ব্যয়	১২০০০.০০	৩৫৯০০০০০০.০০	১৭০০০০০০.০০	৮৫৬৫০০০০.০০
৭	সম্পদ বৃদ্ধি	৬০০০০০.০০	১৪২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৭৩০০০০০.০০
৮	দায়	২৬১৮২৩২৭.০৫	৩৫৫০০০০০.০০	২০৫০০০০০.০০	১০৫৭৮২৬৫৯.০০
উপ-মোট (পরিশোধ)		৫০৭৬১০০৮৯.৫৫	১২২২৩৪০০৯০.০৪	৬৫৭৪৯৯৮২৩.১২	১৫৩৩৬৩৩৩৩৬.৭৮
	সমাপনী স্থিতি	৪১৪৪৩১৪৭৯.৫৪	৯৭১৮০৫৫৪.৬২	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩	২১৭৫৩০০০২.৭২
মোট (সমাপনী স্থিতি+উপ মোট প্রাপ্তি)		১১৬৯৬৯৩৯৩৮.০৯	১৭৬১৪৪৬৬৯১.৫৬	১৭৬৮২৫৭০২১,৮৯	২৩২৫৭৯৭৯৪২.০৯

আইটেম			প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
			অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
রাজস্ব হিসাব						
উপাংশ ১						
প্রারম্ভিক স্থিতি						
প্রাপ্তি			১৩০৫৩৪৯১৯.৯৬	৪০৪৪৪৯৮৯৩.৯৬	৪১৪৪৩১৪৭৯.০৪	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩
	রাজস্ব		১০১৬৬৪৪১৪৯.১৩	১৪৪১৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৪৩৫১৫৫৮০.১৮	১৫৪২৫১০২৯৩.০৬
		কর	৫৯২০৩৯৬১৪.০৬	৬৬৬২০২৪৬৪.৬০	৬১২৬৬১৬১১.১১	৯২০২৯৯৪১৩.৫৪
		অনুদান	২০০৭১৭২৭.০০	১৮৭৮৬০০০.০০	১৯৮৩৯৩১৩.৩৩	১৯৯০০০০০.০০
		অন্যান্য রাজস্ব	৪০৪৫৩২৮০৮.০৭	৭৫৬৯০৮৩৩৩.০০	৭১১০১৪৬৫৫.৭৪	৬০২৩১০৮৭৯.৫২
	মূলধন প্রাপ্তি					
		অ-আর্থিক সম্পদ বিক্রয়	০	০	০	০
	দায় বৃদ্ধি					
		পশোধযোগ্য বিল	০	০	০	০

আইটেম			প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
			অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
		সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট	৩২৪০৯২১.০০	৬৫০০০০০.০০	২১৪২৬৩৩.৩৩	২০০০০০০.০০
	উপাংশ ১ এর উপমোট (প্রাপ্তি)		১০৪১০৯৯০৫৮.১৩	১৪৫৮৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৬৬১৭৫৫৪২.৮৫	১৫৬৬৫১০২৯৩.০৬
	উপাংশ ১ এর মোট প্রাপ্তি (প্রারম্ভিক স্থিতি+ উপাংশ ১ এর উপমোট (প্রাপ্তি)					
পরিশোধ/ব্যয়						
ক. সাধারণ সংস্থাপন			৫০৭৬১০০৮৯.৫৫	১২২২৩৪০০৯০.০৪	৬৫৭৪৯৯৮২৩.১২	১৫৩৩৬৩৩৩৩৬.৭৮
৩	আবর্তক ব্যয়		৪৮০৮১৫৭৬২.৫০	৮১৩৬৪০০৯০.০৪	৬১৯৭৯৯৮২৩.১২	১৩২৪৯০০৬৭৭.৭৮
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়		১২০০০.০০	৩৫৯০০০০০০.০০	১৭০০০০০০.০০	৮৫৬৫০০০০.০০
	দায় হ্রাস		২৬১৮২৩২৭.০৫	৩৫৫০০০০০.০০	২০৫০০০০০.০০	১০৫৭৮২৬৫৯.০০
		ঠিকাদারদের সিকিউরিটি ডিপোজিট	৩২৪০৯৭১.০০	৬৫০০০০০.০০	২১৪২৬৩৩.৩৩	২০০০০০০.০০
		পশোধযোগ্য বিল	০	০	০	০
খ. শিক্ষা ব্যয়						
৩	আবর্তক ব্যয়		৫৬৬৬৮৭.০০	৪৬৮৩০৫৯.৫০	২৮২০৬০০.০০	২৫৯৭২৮৩৪.৪৫
গ. স্বাস্থ্য						
	আবর্তক ব্যয়		৫২১১৮০৯৬.০০	৬৮৭০৭৯১৭.৪০	৫২৯৩৬৩৬০.০০	৭৪১১২৩৩৪.৩৫
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়		০	০	০	০
ঘ. হাসপাতাল/স্বাস্থ্য পরিষেবা/মাতৃত্ব						
	আবর্তক ব্যয়		০	০	০	০
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়		০	০	০	০
ঙ.পরিচ্ছন্নতা						
	আবর্তক ব্যয়		১৭৭৭৬৩২৭৩.০০	২৭০২৩৫০৭০.০০	১৯২৫৫৮৯২০.৪০	২৭৬১৩৮৪৩৩.৮৫
চ. বৈদ্যুতিক প্রকৌশল/সড়ক বাতি						
	আবর্তক ব্যয়		৭০৩৭১০০.০০	৪৫৭৬০০০০.০০	৪৫১৪৫৭৯৮.৬৭	৮০১৫০০০০.০০

আইটেম		প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
ছ. সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন					
	আবর্তক ব্যয়	১৬৮৯০৯৪.০০	১৫৩৪০০০০.০০	৬০০০০০.০০	১০৪০০০০০.০০
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়	০	০	০	০
জ. বিবিধ					
	আবর্তক ব্যয়	৮৪৭৮১১৯.০০	৩৭২০০০০০.০০	৩৫০৭৮৭০.৬৭	১০৭৮৬১০০০.০০
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়	০	০	০	০
	দায় হ্রাস	০	০	০	০
	সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট	০	০	০	০
পরিশোধ/ব্যয়ের উপমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ)					
রাজস্ব হিসাব উপাংশ-১ থেকে উপাংশ-২ এর স্থানান্তর		১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
রাজস্ব হিসাব উপাংশ-১ থেকে উন্নয়নে স্থানান্তর		১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
সমাপনী স্থিতি		৪১৪৪৩১৪৭৯.৫৪	৯৭১৮০৫৫৪.৬২	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩	২১৭৫৩০০০২.৭২
উপাংশ-১ এর মোট পরিশোধ (ব্যয়ের উপমোট+স্থানান্তর+সমাপনী স্থিতি)		১১৬৯৬৯৩৯৩৮.০৯	১৭৬১৪৪৬৬৯১.৫৬	১৭৬৮২৫৭০২১,৮৯	২৩২৫৭৯৭৯৪২.০৯

আইটেম	প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট

	অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
উপাংশ-২ (শুধুমাত্র যে সকল সিটি কর্পোরেশনের জন প্রযোজ্য				
প্রারম্ভিক স্থিতি				
প্রাপ্তি				
উপাংশ-১ এর রাজস্ব হিসাব থেকে স্থানান্তর				
রাজস্ব	১০১৬৬৪৪১৪৯.১৩	১৪৪১৮৯৬৭৯৭.৬০	১৩৪৩৫১৫৫৮০.১৮	১৫৪২৫১০২৯৩.০৬
কর	৫৯২০৩৯৬১৪.০৬	৬৬৬২০২৪৬৪.৬০	৬১২৬৬১৬১১.১১	৯২০২৯৯৪১৩.৫৪
অন্যান্য রাজস্ব	৪০৪৫৩২৮০৮.০৭	৭৫৬৯০৮৩৩৩.০০	৭১১০১৪৬৫৫.৭৪	৬০২৩১০৮৭৯.৫২
দায় বৃদ্ধি	২৩৬৪৬১৪৬.০০	১৬৫০০০০০.০০	২২১৪২৬৩৩.৩৩	২২০০০০০০.০০
ব্যাংক থেকে ঋণ	০	০	০	০
কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ	০	০	০	০
উপাংশ-১ এর উপমোট (প্রাপ্তি)	১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
উপাংশ-১ এর মোট প্রাপ্তি (প্রারম্ভিক স্থিতি + উপাংশ-২ এর উপমোট (প্রাপ্তি)	১১৬৯৬৯৩৯৩৮.০৯	১৭৬১৪৪৬৬৯১.৫৬	১৭৬৮২৫৭০২১,৮৯	২৩২৫৭৯৭৯৪২.০৯

আইটেম		প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
পরিশোধ					
ক. সাধারণ সংস্থাপন					
	আবর্তক ব্যয়	৪৮০৮১৫৭৬২.৫০	৮১৩৬৪০০৯০.০৪	৬১৯৭৯৯৮২৩.১২	১৩২৪৯০০৬৭৭.৭৮
	দায় হ্রাস	২৬১৮২৩২৭.০৫	৩৫৫০০০০০.০০	২০৫০০০০০.০০	১০৫৭৮২৬৫৯.০০
	ঠিকাদারের সিকিউরিটি ডিপোজিট	৩২৪০৯৭১.০০	৬৫০০০০০.০০	২১৪২৬৩৩.৩৩	২০০০০০০.০০
খ. বৈদ্যুতিক বিল					
	আবর্তক ব্যয়	৭০৩৭১০০.০০	৪৫৭৬০০০০.০০	৪৫১৪৫৭৯৮.৬৭	৮০১৫০০০০.০০
গ. পাম্প হাউজ, টিউবওয়েল ও পাইপলাইন		০	০	০	০
	আবর্তক ব্যয়	০	০	০	০
	মূলধন ব্যয়	০	০	০	০
ঘ. অন্যান্য (সেবাসমূহ, সংস্থাপন ও বিবিধ)		০	০	০	০
	আবর্তক ব্যয়	০	০	০	০
	মূলধন ব্যয়	০	০	০	০
	দায় হ্রাস	০	০	০	০
উপাংশ-২ এর ব্যয়ের উপ-মোট (ক+খ+গ+ঘ)		৫১৭২৭৬১৬০.৫৫	৯০১৪০০০৯০.০৪	৬৮৭৫৮৮২৫৫.১২	১৫১২৮৩৩৩৩৬.৭৮
রাজস্ব হিসাব উপাংশ-২ থেকে উন্নয়নে স্থানান্তর		১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
সমাপনী স্থিতি		৪১৪৪৩১৪৭৯.৫৪	৯৭১৮০৫৫৪.৬২	৮১৩১৮৭৬৪৯.০৩	২১৭৫৩০০০২.৭২
উপাংশ-২ এর মোট পরিশোধ (ব্যয়ের উপমোট +স্থানান্তর+ সমাপনী স্থিতি)		১১৬৯৬৯৩৯৩৮.০৯	১৭৬১৪৪৬৬৯১.৫৬	১৭৬৮২৫৭০২১,৮৯	২৩২৫৭৯৭৯৪২.০৯

আইটেম	প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট

		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
উন্নয়ন হিসাব					
প্রারম্ভিক স্থিতি		২৫৬০৪২৪৩০৯.০৫	৫১৬২১৫১৫৫.৯৯	১৩২৭৫০০৬২০.৫৪	১২১৮৯২৩২৬৯.২৭
প্রাপ্তি					
	রাজস্ব হিসাব উপাংশ-১ থেকে স্থানান্তর	১৯৪০০৪০.০০	১০১৯০০০০০.০০	১২৩৫০০০০.০০	৫৩৯০০০০০.০০
	রাজস্ব হিসাব উপাংশ-২ থেকে স্থানান্তর	০	০	০	০
	রাজস্ব	৭৯৯৭৪০৯৭৬৬.০০	৩৮০০০০০০০.০০	২৩৬৯৩৩৪০০০.০০	৩৮৫৫৯০০০০০.০০
	অনুদান	৭৯৯৭৪০৯৭৬৬.০০	৩৮০০০০০০০.০০	২৩৬৯৩৩৪০০০.০০	৩৮৫৫৯০০০০০.০০
	দায় বৃদ্ধি	০	০	০	০
	কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ	০	০	০	০
	সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট	২৪৯৪০৮৫৫৭৯.৬৭	২১২৪৯০১০০০.০০	৬২০৭৮০০১৬.৫৭	৬১১৬০০০০০.০০

আইটেম		প্রকৃত	প্রক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৩-২৪	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
উন্নয়ন প্রাপ্তির উপমোট		১৩০৫৩৮৫৯৬৯৪.৭২	৬৬১৩০২৬১৫৫.৯৯	৪৩২৯৯৬৪৬৩৭.১১	৫৭৪০৩২৩২৬৯.২৭
মোট (প্রারম্ভিক স্থিতি +উন্নয়ন প্রাপ্তির উপমোট)					
পরিশোধ					
ক. সিটি কর্পোরেশন ও ডিপিপি বহির্ভুত সরকারি অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন					
	মূলধন ব্যয়	২১৬৩৭১৫৫৩.০০	২৬৬৯০০০০০.০০	৩৯০৬১৪০০০.০০	২১৩৯০০০০০.০০
খ. ডিপিডি অর্থায়িত প্রকল্প					
	মূলধন ব্যয়	৩৮০৮৮৮৬৩৯২.৩১	৩৫৩০০০০০০০.০০	২০৫৩৫৩৫৪৪৬.৬৭	৩০৩৫৯০০০০০.০০
	দায় হ্রাস	০	০	০	০
গ. উন্নয়ন অংশীদার অর্থায়িত প্রকল্প					
	মূলধন ব্যয়	১৮২১৬৮৫০৪.০০	৩৯০০০০০০০.০০	১২৮০৬৪২৭০.৬৭	৬৬০০০০০০০.০০
	উন্নয়ন ব্যয়ের উপমোট (ক+খ+গ)	৪২০৭৪২৬৪৪৯.৩১	৪১৮৬৯০০০০০.০০	২৫৭২২১৩৭১৭.৩৩	৩৯০৯৮০০০০০.০০
ঋণ পরিশোধ					
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদ	০	০	০	০
	দায় হ্রাস	০	০	০	০
সমাপনী স্থিতি					
উন্নয়ন ব্যয়ের মোট (উন্নয়ন ব্যয়ের উপমোট +ঋণ পরিশোধ+সমাপনী স্থিতি)					